পর্ণপুট

শ্রীকালিদাস রায়

চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, কাব্যতীর্থ
কর্তৃক সম্পাদিত।

প্রকাশক
শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী
বরদা এজেন্সি
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

১ম সংস্করণ—৭৫০
২য় সংস্করণ—১০০০
৩য় সংস্করণ—১০০০
৪র্থ সংস্করণ—১০০০

পর্ণপুট

কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের
অন্ন নাহিক জুটে
যা'-কিছু মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন
পর্ণপুটে।

—রবীন্দ্রনাথ।

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার "পর্ণপুটে,"
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

—রবীন্দ্রনাথ।

উৎসর্গ

পরম ভাগবত, পরম সারস্বত,

দেবচরিত্র

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী

অগ্রজ মহোদয়ের

শ্রীচরণে

কবিগুরুর আশীর্ব্বাদ

"তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটীর মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা, সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া-শীতল নিভৃত আঙ্গিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" — — —

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর্ণপুট

বঙ্গবাণী

দ্যুলোক ভূলোক পুলকি' আলোকে জননী আমারি রাজে,
অযুত-ভক্ত-অমল-রক্ত-মর্ম্ম-কমল-মাঝে,
মুঞ্জরে ফুল চরণে, ভৃঙ্গ গুঞ্জরে মধুবাণী।
আমার বঙ্গবাণী এ অখিল জ্ঞানভুবনের রাণী॥

চণ্ডীদাস কি-মণ্ডিল শির চূড়াশিখণ্ড-ভারে,
'জ্ঞান' 'গোবিন্দ' বৃন্দাবনের কুন্দ-কুমুদ-হারে।
'লোচন' রচিল পাদ্য, গোরার লোচন-সলিল আনি'।
আমার বঙ্গবাণী শ্যামাঙ্গী, রসরাজ্যের রাণী॥

দ্বৈপায়নের ভৃঙ্গার-জলে অভিসিঞ্চিল 'কাশী'
কবিরাজ কবি ভক্তি-সুরভি দিল ধূপধূমরাশি,
কৃত্তি জ্বালিল বর্ত্তী তমসা তীর্থের হবি দানি'।
আমার বঙ্গবাণী বরাঙ্গী, যুগে যুগে কবিরাণী॥

কবিকঙ্কণ দিল কঙ্কণ, কনে মঙ্গলগানে,
কবিরঞ্জন রঞ্জিল পদ হৃদয়ালক্ত দানে।
ভারতচন্দ্র আরত্রিক-আলোকে উজলে অঙ্গখানি।
আমার বঙ্গবাণী, সঙ্গীত-সুধা-গঙ্গার রাণী॥

"গুপ্ত" রচিল প্রভাকরে টীকা, দীপ্ত ললাটে জাগে।
'রঙ্গ' ভূষিল রুদ্রতেজের অরুণ অঙ্গরাগে।
দাশরথি দিল নিষ্ঠা-নবনী গোষ্ঠমাধুরী ছানি'।
আমার বঙ্গবাণী মা যশোদা গোপপল্লীর রাণী ॥

বহে অক্ষয় বিদ্যাসাগর নৈবেদ্যের থালা,
গৃহমন্দিরে শ্রীদীনবন্ধু, বরণগন্ধডালা।
নাহি ভূদেবের পৌরহিত্যে পূজার অঙ্গহানি।
আমার বঙ্গবাণী রসরূপে যশোগৌরবে রাণী ॥

'বঙ্কিম' তারি অঙ্কিল চারু কারুকজ্জল আঁখে,
'নবীন' ঘোষিল জয়বাণী, নব পাঞ্চজন্য শাঁখে।
'হেম' হৃদয়-রঙ্গমল্লী শোভিল শুভ্র পাণি
আমার বঙ্গবাণী কল্যাণী কল্পলোকেরো রাণী ॥

মরালের মত 'মধু' গীতরত, চরণ বেড়িয়া ভাসে,
গিরিশ হরিষে হরিচন্দন বরিষে নূপুর পাশে।
'রবি' পরিবেশ-মণ্ডলে তার রচে নব রাজধানী।
আমার বঙ্গবাণী এ মহীতে মহীয়সী মহারাণী ॥

'হাসি কান্নার হীরা পান্নার' দুল দিল দ্বিজরাজ,
'রজনী' করেছে রজনীতে সেবা, প্রভাতে 'প্রভাত' আজ
কিন্নর নর-সুর জয়গানে, আজিকে ঐকতানী।
আমার বঙ্গবাণী-মা নিখিলে সকল জ্ঞানেরি রাণী ॥

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ

তুমিত জড় বিশ্ব নহ তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-দৃশ্য হেরি দিবসরাত।
জ্যোছনাভাতি, তারকাপাঁতি——বিভূতিভূষা অঙ্গময়,
ভাঙের ঘোরে কক্ষ'পরে নৃত্যে তাল—ভঙ্গ হয়।
বারিধি-হ্রদে শারদনদে ডমরু তুলে ডামর-তান,
দোদুল-জটা জলদ-ঘটা দামিনী-ছটা—দীপ্যমান।
ইন্দ্রচাপে সন্ধ্যারাগে কটিতে আঁটা কৃত্তিপট,
ধরেছ শাপ-দুরিত-তাপ-গরল গলে, রুদ্র নট,
তোমার পাশে গৌরী হাসে বিতরি জীবে অন্নজল,
শস্যশিরে আঁচল উড়ে, চরণে ফুরে কমলদল।
তুমি ত জড় সৃষ্টি নহ—তুমি যে নিজে স্রষ্টা, নাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-লহরী হেরি দিবসরাত।

শিশিরকণ-মণিভূষণ বনবিতান-ব্রততীচয়
আনতফণ ফণীর মত জড়ায়ে তনু প্রণত রয়।
নর-করোটি তোমার করে, কণ্ঠে মহাশঙ্খ-হার,
ধবলগিরি-বৃষভ বহে শৃঙ্গে মেঘপঙ্ক-ভার।
ঈশান, তব পিনাকে ছুটে অশনি-শর কৃশানুময়,
বিষাণ-রবে ঝঞ্ঝা জাগে ঘোষণা করে ভীষণভয়।
ত্রিশূল তব ত্রিতাপরূপে ত্রিকাল ব্যেপে ঘূর্ণমান,
অট্টহাসি,—তুহিনরাশি তটিনী কোটি করিছে পান।

রোষ-ভীষণ ভাল-নয়ন,—নিদাঘ ভানু নির্নিমেষ,
রতিপতিরে ঋতুপতিরে দহিয়া করে ভস্মশেষ।
তুমি-ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা! একি-এ লীলা—একি এ খেলা দিনরাত!

দুর্ব্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক আজি অজ্ঞানে ভুলেছ নিত্যযাগ,
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন আত্মকর্ম্মভাগ,
কোথায় শিষ্য ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ব্বার বেগে, অবহিত হও সবে।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ পরাণে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয়না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায়নি পানীয়, হরিণী শষ্পদল,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাদ্যজল?

কোথা নরপতি লালসালালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাস-ব্যসনে আছ সারাবেলা, হেলা করি রাজকাজে?
কোথা শূরবর ভুলেছ সমর প্রেমিকার কর ধরি?
দুর্ব্বাসা আসে, দুর্ব্বল চিত! জাগো মোহ পরিহরি'।

ভুলি দেবদ্বিজ ব্রত, পূজা, নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশিদিন?

গৃহকাজ কোথা ভুলিয়াছ বধূ বিরহের বেদনায়?
দুর্ব্বাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায়।

আসিছে মূর্ত্ত রুদ্রশাসন, ভ্রূকুটীকুটিল মুখ,
শিরে জটাজাল নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রত রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি'।

মথুরার দূত

বিদায় চন্দ্রাননে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে।
সাঙ্গ আজিকে বাঁশীরব-গান,
হলো ব্রজে কলহাসি অবসান।
শেষ—অভিসার—মান—অভিমান, উচ্ছল রসাবেগ।
যদিও যমুনা ভরা টলমল,
নীপনিকুঞ্জ চারু চঞ্চল,
ময়ূর ময়ূরী রসঢলঢল, গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
তবু হায় যেতে হবে,
বারতা বহিয়া মথুরার দূত গোকুলে এসেছে যবে।

বলো সখাসখীগণে
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত বঁধুর কুঞ্জবনে।

জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে
কালীদহে তটবিটপী কাঁপায়ে।
বৃথা বনফলে ভরিছ আঁচল, মিছে গাঁথ বনমালা।
ফুলের ঝুলনা লুটিবে ভূতলে
ভাবিতে নয়নে সলিল উথলে।
যাই বুকে বহি রসরাসদোলঝুলনের স্মৃতিজ্বালা।
মিছে আর মায়াডোর,
ভেসে যাক চলে' যমুনার জলে সাধের বাঁশরী মোর।

ব'লো পাগলিনী মায়,
আজিকে তোমার প্রাণের দুলাল বাঁধন কাটিয়া যায়।
কে হরিবে আর ক্ষীরসর ননী?
কে ধরিবে শিখিপুচ্ছ পাঁচনী?
শত আঁচলের গ্রন্থি টুটাতে হিয়া ফেটে শতখান।
ব'লো গোপীগণে,—যমুনার ঘাটে,
সাঁঝে নদীবাটে, দিনে দধিহাটে,
আজ হতে হলো যত লাজ জ্বালা যাতনার অবসান।
মিছে ডাক' বারে বারে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত কানুর হৃদয় দ্বারে।

কেমনে হেথায় রহি,
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায়নিদেশ বহি'।

ডাকিছে সত্য বিষাণ-বাদনে
জীবন—মরণ—রণ—প্রাঙ্গণে,
ডাকে মথুরার কাতর কাকুতি, আতুরের আঁখিলোর।
পাষাণ-কারার আকুল রোদন
করিছে সুপ্ত তেজের বোধন,
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন, ফাগের রঙীন ঘোর
মিছে আর আঁখিজল
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল।

সূর্য্যমণি

পুষ্পসভায় উৎসব লীলা ফুরায়ে গিয়াছে যবে,
অবশ আলসে লুলিত এলায়ে ঘুমায়ে পড়েছে সবে।
রুক্ষ কাষায় বাসে
তুমি জাগিয়াছ রুদ্র তাপসী রৌদ্রবহ্নি পাশে।
তুমি চাও যারে মিলেনা তাহারে ঊষার সরস সুখে,
তোমার বাসক শয়ন রচিত নহে কিসলয় বুকে,
চারিপাশে রচি কৃশানুকুণ্ড ভানু পানে মেলি আঁখি
দয়িতের লাগি তোমার সাধনা বুঝিতে কি আছে বাকি?
তুমি জানিয়াছ সার,
স্মর-বসন্তে সঙ্গী করিলে চরণ মিলেনা তাঁর।

ভয়ে হ'ল কেহ পাণ্ডুর দেহ আঁখি মুদি কেহ কাঁপে,
গরবিনী যত সোহাগিনী ঐ ঝলসি পড়িছে তাপে।
তুমি জ্বালাময়ী স্বাহা,
বহ্নিবেদনা বহিবে সহিবে তুমি বিনা কেবা আহা!
বালারুণ হেরি যে মেলে নয়ন জ্যোৎস্না-বিলাসে যেবা,
তাদের মাঝারে কে করিবে মরু মার্ত্তণ্ডের সেবা?
কেহ বা বন্দে উষা দেবতায়, সন্ধ্যারে কোন' জনা,
উষা সন্ধ্যার সে আদিনিদানে বল' কার আরাধনা?
বিনা তপোমহিমায়
কোন্ সাহসিকা চণ্ড ভানুর প্রেম চুম্বন চায়?

বিশ্বদীপন তপনে তুষিতে পট্টবসনে ধরা
স্বস্তিবাচন-অর্ঘ্যরচনা তোমায় করেছে ত্বরা।
তুমি আছ ধুয়া ধরে'
রসকীর্ত্তনে, সকলে যখন ঢুলে পড়ে ঘুমঘোরে।
দণ্ডনিক হারা জনতার মাঝে, স্বকৃত পন্থা তব,
অন্তরে জপো অ-পরতন্ত্র জীবন মন্ত্র নব।
কেদারী রাগিণী—মূর্চ্ছনা তুমি, জটাবল্কল সাজে,
জাগরমন্ত্র মন্দ্রিত কর তন্দ্রিত সভামাঝে।
যখন ভূষণহীনা
বসুধাসতীর সিঁথির 'আয়তি' কে রাখিবে তোমা বিনা?

প্রহ্লাদ

শিশুটিরে ফেল্লে যখন জলে,
ডুব্‌ল না সে, ঠেক্‌ল কমলদলে,
বিস্ময়ে তাই দেখ্‌ল হাজার আঁখি—
ঢেউয়ের' পরে আস্‌ছে হেলে দুলে'।
ফেল্লে যবে হিংস্রগণের পায়,
হর্ষে তারা খেল্লে নিয়ে তায়,
সিংহ তাহার চাট্‌ল চরণ দুটি
হস্তী তারে পৃষ্ঠে নিল তুলে'।
চুল্লীতে তায় ফেল্লে অবোধ যত,
আগুন নিভে ইন্দ্রায়ুধের মত
তোরণ হয়ে জাগ্‌ল তাহায় ঘিরে,
হরে' নিল গায়ের যত মলা।
সত্য,—এযে প্রহ্লাদ অবতার,
জল্লাদে তার করবে কিবা আর?
আহ্লাদে সে গাইবে হরির নাম
যতই কেন রোধ' তাহার গলা।
নৃসিংহদেব জাগ্‌বে দানবপুরে,
মাণিক্যময় স্তম্ভ ভেঙ্গে চুরে,
দম্ভকরীর কুম্ভ বিদারিতে
মিথ্যাসুরের রক্তে নিতে বলি;

অন্ত্রগত ভ্রান্তি নাড়ী ছিঁড়ে
উরুর তটে দল্‌বে জঠর চিরে।
শেষকালে সেই সত্য হয়ে জয়ী
চেয়ে চেয়ে দেখবে কৃতাঞ্জলি

ধ্রুব

উত্তমই যায় ভাব্‌ছ মোহের ঘোরে,
বসায়ে আজ আদরে তায় ক্রোড়ে,
তাড়া'চ্ছ যে ধ্রুবেরে দূর বনে,
ধ্রুবের সাথে বিদায় নিবে শুভ।
অধ্রুবেরে চিত্তে ভজি' ভজি'
সুরুচিতে নিত্য রয়ে' মজি'
সুনীতিরে করবে কর দূর;
দুঃখ কি তার পুত্রটি যার ধ্রুব।
ধ্রুব আপন কঠোর সাধন বলে
উঠ্‌বে জিনে হরির পদতলে।
সুনীতি-ও হবেই শ্রেয়োমাতা
সবার উঁচু পুণ্য ধ্রুবলোকে।
ভোগের মোহে মরীচিকার জালে
মিটবেনাক তৃষ্ণা কোন' কালে
চাইতে হবে ধ্রুবলোকের পানে
অশ্রু-অরুণ আর্ত্ত করুণ চোখে।

ধ্রুবের সেবা ভিন্ন কেবা কবে
বিশ্বে অশোক শাশ্বত লোক লভে?
ধ্রুবের প্রভা ভিন্ন ভবার্ণবে
নাবিক তুমি হবেই পথহারা,
সুলভ সুখের লোভ লালসা যত,
ক্ষণিকভাতি জোনাকপাঁতির মত;
নিশান্তে হায় নিভবে তাদের আয়ু
অনন্তকাল জ্বলবে ধ্রুবতারা।

বিশ্বামিত্র

দেশে-দেশে ব্রহ্ম-ক্ষত্র, বিশ্বহোত্রী বিশ্বামিত্র, তব জাগরণ,
তব ঋক্‌মন্ত্রে, রথি, 'সুপ্রতরা' নদনদী বিজিত ভুবন।
জন্মবলে নহে তব, পুষ্করে দুষ্কর তপে ব্রহ্মপদলাভ,
রাষ্ট্রজাতি নব নব যুগে-যুগে গড়ে তব তপের প্রভাব।
তব যোগভঙ্গফলে চতুঃষষ্টি-কলাশিশু জন্মে কালে কালে,
শিল্পী-শকুন্তেরা যারে বক্ষপুটে স্নেহসারে পক্ষছায়ে পালে।
প্রমূর্ত্ত পুরুষকার, তোমার 'জৃম্ভক' আজো অশিবে তাড়ায়,
তব রাজ-পরীক্ষার বহ্নিকুণ্ড জ্বলে শত মণিকর্ণিকায়।
অভিশপ্তা মুক্তি লভে যজ্ঞদ্রোহী মহাহবে পুড়ে দলেদলে,
দেশবৈরী সৃষ্টিত্রাস মাতৃ-হা'র দর্পনাশ তোমারি কৌশলে।
আজো গায়ত্রীর সহ 'অতিবলা' বিদ্যা কত তরুণ শ্রবণে,
'সত্য-শিব'—'শূর-সতী'—মিলনের প্রজাপতি রাজর্ষি-ভবনে।

বিশ্বরাজ।

কেমনে চিনিব তোমা তুমি নাকি বিশ্বের ভূপাল?
একমুষ্টি অন্ন—তা'ও, ভিক্ষা চাও হে রাজ-কাঙাল।
চিতাভস্ম অঙ্গরাগ, পরিধানে হেরি গজাজিন,
ছত্রীভূত সর্পফণা জটা-কূর্চ্চে কিরীট নবীন।
নিতান্ত বাতুল পেয়ে বৃষভে বসায়ে অবশেষে
কে তোমারে সাজাইল ও অপূর্ব্ব রাজেন্দ্রের বেশে?
দেবগণ নিল বাঁটি রাশি রাশি অমৃত প্রবল.
অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তুমি নিলে হাসি অসিত গরল।
বিলায়ে মন্দার কুন্দ অরবিন্দ তুলসী মধুরা
নিলে মহাশঙ্খ-কণ্ঠী, বিল্বপত্র, বিষাক্ত ধুতুরা।
তেয়াগি লাবণ্যলতা রাজকন্যা তারুণ্যে অরুণা,
ব্রতজীর্ণা তপঃক্ষীণা অপর্ণারে করিলে করুণা।
হে রাজেন্দ্র, তব রাজ্যে তুমি শুধু চির অকিঞ্চন,
সকলে যা বিসর্জ্জিল করিলে তা মৌলির ভূষণ।
হে বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী বিশ্বপতি হেরিয়া তোমারে
হতদর্প, নতশীর্ষ বিশ্বলোক লজ্জা কুণ্ঠাভারে।
সর্ব্বভোগ্য ত্যজি রাজা যদি রও শ্মশান প্রবাসে,
কেমনে সৌভাগ্য সুখে র'বে প্রজা সংসার বিলাসে
শবাসন ছেড়ে আজো ফিরিলেনা তব সিংহাসনে
ছুটিছে নিখিল ভব তাই তব শ্মশান সদনে।

রাজর্ষি ভরত

পরিহরি পরিজন গৃহসুখ সিংহাসন,
মৃগশিশু, তোরে ভালবেসে,
হায় হায় শতশত বরষের তপ যত
যাগ জপ যায় সব ভেসে।
খেয়ে নিস্ তুই সব সোম চরু কুশ যব,
কোশাকুশী হ'তে গঙ্গাজল,
স্থণ্ডিলে সমিধ্' পরে ঘুমাইবি অকাতরে,
কেমনে জ্বালিব হোমানল।
একি অত্যাচার তোর, মন্ত্রপূত হবি মোর
স্রুক হ'তে তুই নিস্ কাড়ি;
যোগে সমাহিত হ'লে আসিয়া শুইবি কোলে,
স্পন্দহীন নাহি হ'তে পারি।
তরল আয়ত চোখ ভুলায়'রে সূক্ত শ্লোক,
দাঁতে ধরে' টানিস্ বাকল।
সর্ব্বাঙ্গ লেহন করি' সব তপ নিলি হরি',
শেষে কিরে করিবি পাগল?
পরিহরি ঘনসার কুসুম, রোচনাভার,
কালাগুরু, উশীর, চন্দন,
সুগন্ধ বিলাস সবি ছেড়ে এসে এ সুরভি
মৃগমদে মজিলরে মন।

রূপতৃষা, রসতৃষা জয়তৃষা যশ'তৃষা
সর্ব্বতৃষা গর্ব্বে জিনি হায়,
কান্তারে প্রান্তরে ঘুরি' ভ্রান্ত আজি পন্থা চুঁড়ি
মরুভ্রান্তি 'মৃগ-তৃষ্ণিকায়'।
ছিঁড়ে এসে মায়া ডোর ওরে মায়ামৃগ মোর
তোর লাগি ঘোর অধোগতি,—
প্রতিহিংসা প্রকৃতির, এযে দণ্ড বিদ্রোহীর,
ভগবন্! দাও স্থিরমতি!

থাক্ তুই রে শাবক, অঙ্কে মম, শুষ্ক হোক্
চতুর্ব্বর্গ-ফলের পাদপ।
জীবন্ত সবার চেয়ে স্নেহ প্রেমে শিশু পেয়ে
হত্যা করি করিব কি তপ?
যদি যোগ-তুষানলে শাসন-শোষণ বলে
রসলেশশূন্য সারা প্রাণ,
অন্তরে বাহিরে জটা, তবে মিছে তপোঘটা
বৃথা রস-ব্রহ্মের সন্ধান।
বৈরাগ্যের শ্যেন যদি অনুসরে নিরবধি
প্রেম-শুক ত্রাণ কোথা পায়?
সব ঠাঁই হতে তারে তাড়াইলে বারে বারে
মৃগবক্ষে বাঁধিবে কুলায়।

রূপ ও ধূপ

ওগো রূপ অপরূপ,
তোমার দেউলে দহিয়া মরিল কত না সুরভি ধূপ।
অটল নিঠুর, চরণের মূলে,
তবু একবার চাহিলে না ভুলে।
পড়িল না ক্ষীণ রেখা, রসহীন 'অশান' পাষাণ-বুকে।
দম্ভ তোমার লুণ্ঠিত ভূমে।
দগ্ধ দেহের গন্ধিত ধূমে,
মলিন কালিমা দেছে ধূপ তব কপটোজ্জ্বল মুখে।

ওগো রূপ অপরূপ,
তব মন্দিরে মরণে বরিছে কত যে জীবন-ধূপ।
কও-কও কথা একবার ডাকি,
মেল, ও ইন্দ্রনীলমণি-আঁখি,
কত যে ভক্ত লোচন-রাজীব তুলি' শরে দিল পায়,
হলো না ও দেহে কৃপা শিহরণ?
হানিল বক্ষে কেড়ে প্রহরণ
তব হোমানলে পূর্ণাহুতিতে সঁপিল যে আপনায়।
ওগো রূপ, অপরূপ,
মেল' একবার অন্ধলোচন, দহে মলো কত ধূপ।

দধীচি

কোথা তপোবনে যজ্ঞকুণ্ডে পড়েনি পূর্ণাহুতি,
দেবের প্রসাদ আসেনি নামিয়া, থামিয়া গিয়াছে শ্রুতি
আহিতাগ্নিক, হয়োনা নিরাশ দধীচি সঁপিছে প্রাণ,
অস্থি শোণিত—ইন্ধন ঘৃত, দিতে হোমে বলিদান।

বৃষ্টি বিহনে রৌদ্র দহনে কোথা দেশ ছারখার,
ধূ-ধূ করে মাঠ, হু-হু করে প্রাণ, গৃহে গৃহে হাহাকার
হে কৃষকবর, হয়ো না কাতর, দধীচি সঁপিছে প্রাণ,
শ্রাবণানন্দে বারিদমন্দ্রে নামে ইন্দ্রের দান।

সুরলোক কোথা রসাতলে যায় অসুরের পশুবলে,
গিরিগুহা-বনে, ঘুরিছে গোপনে দেবতারা দলে দলে,
উঠ দেবরাজ, ত্যজ দীনসাজ, হীনলাজ অবসান,
যোগাসনে ঐ বসেছে দধীচি করিতে অস্থিদান।

ধর্ম্মজগতে বিপ্লব কোথা—কলুষের উপচয়,
সত্যের গ্লানি, পুণ্যের গ্লানি, নিরীহের নিতি ভয়,
সাধু মহারাজ, উঠ উঠ, আজ দধীচি সঁপিছে প্রাণ
ক্রুশে যাগে রণে মেরু-মরুবনে তাঁর এ আত্মদান।

নবীন বঙ্গ

রচিল ধর্ম্ম-ত্রিবেণীতীর্থ তব ভগবান পরমহংস,
শ্রুতির বার্ত্তা শুনাইল পুন তব রায়, সেন, ঠাকুরবংশ।
বাড়বোজ্জ্বল করুণা-'সাগর' ভরিল অঙ্ক রত্নপুঞ্জে,
বঙ্কিম নব শুভ সংসার রচিল তোমার মাধবী-কুঞ্জে।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞানবিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

দত্ত, মিত্র, গুপ্ত, বসুর অর্ঘ্যে পদারবিন্দে দীপ্তি,
গিরিশ, নবীন, হেম, মধু করে সুধাদানে জ্ঞানক্ষুধার তৃপ্তি,
মতি, সুরেন্দ্র, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করে অযুত শিষ্যে।
ব্রতী ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যাবর্ত্তিকালোক বিতরে বিশ্বে।
জ্ঞানী দানবীর রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব,
স্বর্ণ, তারক, মহশীন, মণি 'বলির ধর্ম্মে' হয়েছে নিঃস্ব।
রাজনীতি-রণক্ষেত্রে ধ্বনিল রথী শ্রীকৃষ্ণদাসের শঙ্খ,
শোভে আশুতোষ, মৈত্র, ত্রিবেদী অলিসম তব কমলঅঙ্ক।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ
জ্ঞানবিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

ঋষি মহেন্দ্র গঙ্গাধরের ভৃঙ্গার-জলে বাঁচিল সৃষ্টি,
হোতা প্রফুল্ল নব রসায়ন-হোমানলে করে হবির বৃষ্টি।
বহে গুরুদাস অগুরু-পাত্র, অবনীর করে প্রাচীনছত্র,
যোগী জগদীশ তাড়িতাক্ষরে লিখিল তোমার বিজয়-পত্র।
তব অপত্য দূর-ভূখণ্ডে লভিল শৌর্য্য সৈনাপত্যে,
তোমার চিত্ত জিনিয়া বিত্তে চিনিল নিত্যে,—চরম সত্যে।
দুহিতারা তব জাগ্রত করে রমণীগরিমা তিমিরলুপ্ত,
সেন, সরকার, শাস্ত্রী তোমার করে প্রবুদ্ধ কীর্ত্তি সুপ্ত।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞানবিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

সত্ত্বরজের মিলন-মন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ,
দিগ্‌জয়ী কবি সিন্ধুর কূলে গায়িল সাম্যসামের ছন্দ।
শরচ্চন্দ্র-মরীচিমালায় কল্পসুষমা তোমার অঙ্গে,
তব বন্দনা কুজে আনন্দে কাব্যকুঞ্জে কোটি বিহঙ্গে।
ত্যাগবিশুদ্ধ ধ্যাননিরুদ্ধ মুদিত তোমার হৃদরবিন্দ,
কোটি ভক্তের দুর্জ্জয় তপে তোমার আননে দ্যুতি অনিন্দ্য
পুত্র তোমার আর্ত্তের তরে বরিছে শীর্ষে অশনিবর্ষ,
দেশের কর্ম্মে সেবার ধর্ম্মে যাদের মর্ম্মে ত্যাগের হর্ষ।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞানবিজ্ঞান-ললিতকলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

কৃত্তিবাস

আজিকে তোমার ভক্তগণের এ শুভ মিলনে তোমারে স্মরি।
তোমার খড়ম ফিরে পেলে গুরু নৃত্য করিগো শীর্ষে ধরি।
আজি হে সাধক তব ভিটা চুমে'
পরম তীর্থ তব বাস ভূমে
ধূলায় লুটাই নামগুণ গাহি তব পদরজে তিলক পরি'।
বল্মীক-গিরি হ'তে নরলোকে
ঝরিল গঙ্গা আদি কবি-চোখে,
আনিলে তা' হতে শাখা-ভাগীরথী শ্যামল জীবনে বঙ্গ ভরি'।
জানিনা স্মৃতি শ্রুতি সংহিতা,
তোমারেই জানে বাঙালী মিতা,
ইহসংসার গৃহ পরিবার এদেশে তোমার নিদেশে গড়ি।
পল্লীসন্ধ্যাগুলিরে হে কবি,
ভরেছ মধুর পুণ্য-সুরভি,
অসতীরে দিলে সতীপথ রতি, অসাধুরে দিলে পারের কড়ি
সীতা ধরিছ কুটীরে কুটীরে,
লক্ষ্মণ আসি ভিতর বাহিরে,
মূঢ় ভক্তের নয়নের নীরে বাঙালিনাথের দেনা হরি'।
বাঙালী নারীর সতী-মহিমায়
নিষ্ঠা ভক্তি প্রীতি প্রতিমায়
তোমার অমল কান্তি ধবল তুমি রেখে গেছ অমর কবি

দাশরথি

প্রাচ্য প্রতীচ্যের আদিসঙ্গমের উৎসব-ভবনে
দেশপণ্ডিতেরা যবে হলো হোতা জাতীয় হবনে,
দুয়ারে কাঙালী যারা জুটেছিল মলিন-বসন,
তাদের বিদায়-ভার কে তখন করিল গ্রহণ ?

বিদেশী ভূষায় যবে বিমণ্ডিতা ভারতী ইন্দিরা
মন্দিরে বিকাতেছিল বিজাতীয় সাহিত্যমদিরা,
মৃৎভাণ্ডে গোরস-সুধা পল্লী-স্তনে কে করি দোহন
তাঁদের ভোগের লাগি পথে পথে করিল বহন ?

নগরের সভামঞ্চে নব মন্ত্রে মত্ত পুরবাসী,
বৈষ্ণব-শাক্তের দ্বন্দ্ব পল্লীভূমি ফেলেছিল গ্রাসি',
তাহাদের রণাঙ্গণে তুলে ধরি' সন্ধির কেতন,
মিলন-গীতার গানে কে করিল দ্বন্দ্ব-নিরসন ?

যত জ্ঞানগর্বিগণ আভিজাত্য-সমুচ্চ সোপানে
যখন রচিতেছিল শিক্ষাশালা ভিক্ষা-উপাদানে,
বঙ্গে মহামানবের লোকগুরু-দর্ভাসন খানি
কে তখন অধিকারি' শুনাইল শুভ ধ্রুব বাণী ?

সেই তুমি মহাকবি, এ বঙ্গের অন্তরঙ্গ কবি
অনাথের পতিতের অন্তরের আঁধারের রবি।
শত শত গুহকেরে দাশরথি তুমি দিলে কোল,
চামার চণ্ডাল সহ এককণ্ঠে বলি' হরিবোল।

রবীন্দ্র-বরণে

হে সুন্দর, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের অশ্রান্ত বিকাশ,
লভেছি তোমার মাঝে অনন্তের মঙ্গল আভাস।
লোকোত্তর আত্মা তব অভ্র ভেদি' ব্রহ্মলোকে ছুটে,
অনুসরি' দৃপ্তিহংস নেমে আসে ক্লান্ত পক্ষপুটে।
মূরছিল মম ধ্যান তব জ্ঞান-সিন্ধু-সিকতায়,
রসবন্যা উর্ম্মি মাঝে মগ্নতট লুকাল' কোথায়।
সীমা নাই ভূমানন্দে, হে বিরাট, সব যাই ভুলে,
স্পন্দহীন, নিশিদিন, কৃতাঞ্জলি তব পাদমূলে।

হে আনন্দ! আসিয়াছ ছন্দে গন্ধে কন্দর কান্তারে,
প্রভাতের কলরঙ্গে, কুসুমের সুষমা-সম্ভারে।
তরঙ্গের চলভঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গীতের সুরে,
নিসর্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মেঘমন্দ্রে, ইন্দ্রায়ুধ পুরে।
হে কল্যাণ! আসিয়াছ শঙ্খস্বনে উটজ প্রাঙ্গণে,
লাক্ষবর্ষে হাসো হর্ষে স্বর্ণশস্যে ভবনে ভবনে,
বল্লী-ডোরে, মল্লী-মাল্যে, পূজামন্ত্রে, উশীর চন্দনে,
শিশুর দেয়ালা মাঝে, কাঙালের সকল ক্রন্দনে।

হে মোহন! এলে যদি এসো তবে আরো সন্নিকটে,
সুবর্ণ-মরাল-তরী আরোরূঢ় মম চিত্ত-তটে
ভিড়াও একটি বার,—ব্রহ্মানন্দ স্পর্শ-সুখ লভি'
জন্ম জন্মান্তর মম হোক ধন্য নির্ম্মাল্য-সুরভি।

রাখ' পাদপদ্ম, মম রোমাঞ্চিত ভক্তির মৃণালে,
এ অঙ্গ পিশঙ্গ করি ভৃঙ্গ হয়ে তার রেণু-জালে।
ভক্ত-মর্ম্ম-মর্ম্মরের আরোহণী বাহি' উঠি ধীরে,
নবতীর্থ রচ' বঙ্গে সঙ্গীতের রস গঙ্গাতীরে।

কতদূরে! কত উচ্চে! হে রাজর্ষি, তবু কত প্রিয়,
প্রাংশুলভ্য, তবু দীন বামনের পরম আত্মীয়।
গোষ্পদের জলে জাগে পূর্ণ চারু চন্দ্রমার ছবি,
নীহার-বিন্দুর বুকে ধরা দেয় গগনের রবি।
রথ হ'তে নেমে এস দাঁড়ায়োনা ইন্দ্রিয়-দুয়ারে,
অন্তরের অন্তঃপুরে চলে যেতে হবে একেবারে।
রচিয়া রেখেছি তথা নির্ম্মঞ্ছন-বরণ-সম্ভার
আজন্মসঞ্চিত অর্ঘ্য মধুপর্ক ষোড়শোপচার।

গন্ধর্ব্ব-দ্যুলোক হ'তে সপ্ত স্বর-তুরঙ্গম-রথে
এস নামি' সপ্তর্ষির আশ্রমের পুণ্য ছায়াপথে।
বাগ্দেবীর বীণা হতে এস নামি মূর্ত্ত ব্রহ্মরাগ,
হে সবিতা, সারস্বত সোমযজ্ঞে লহ আজ্যভাগ।
খৃষ্টসম স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাক' তব স্নেহচ্ছায়াতলে
দুগ্ধশুভ্র দৃষ্টিদানে স্নাত করি মুগ্ধ শিশুদলে।
বরিষ' ভৃঙ্গার হ'তে হে দেবর্ষি, আশীর্ব্বাদ-ধারা,
তোমা ঘেরি নৃত্য করি' চিত্ত ভরি' মোরা আত্মহারা।

দ্বিজেন্দ্র-স্মরণে

ওগো 'দ্বিজরাজ' কোথা গেলে আজ? লুকাল' জোছনাহাসি,
'রবির' কিরণ জাগেনা প্রাচীতে, শুধু যে তমসারাশি।
এখনো যামিনী রয়েছে যে বাকী,
চলেছে পেচক শির' পরে ডাকি'।
কার পানে এবে চেয়ে রবে আঁখি? অশ্রুতে যায় ভাসি।
ওগো 'দ্বিজরাজ' কোথা গেলে আজ রচিতে পৌর্ণমাসী?

অর্চ্চিলে মা'য় শূর-শোণিতের 'সুর'-ধুনী কূলে কূলে,
তব সঙ্গীত শ্রুতিমূলে তাঁর কুণ্ডল হয়ে দুলে।
গড়ি মঞ্জীর কনক-জীবনে
পরালে বঙ্গ ভাষার চরণে,
তোমার কণ্ঠ-কম্বুর নাদে জাগিল গৌড়বাসী।
মন্দির ত্যজি কোথা গেলে আজি ঘুচায়ে মায়ের হাসি?

জাগালে হাস্য মৃতকল্পের পাণ্ডুর ম্লানমুখে,
ফুটালে চপলা অশ্রুমেদুর জীবন-মেঘের বুকে।
ফুটায়ে কমল গরল-পঙ্কে
বসালে বাণীরে তাহার অঙ্কে,
ওগো 'নটরাজ' ফণীর ফণায় বাজালে মোহন বাঁশী।
কোথা গেলে কল-মুখর-কণ্ঠ,—কোথা গেলে উল্লাসী?

‘চিত্ত’-চিন্তা

শীর্ণ দেশের ব্যথার-ঘুণে-জীর্ণ পাঁজর চূর্ণ আজ,
হায় বিধি হায়, হলো কি ন্যায়-দণ্ড-বিধান পূর্ণ আজ?
রুদ্র, তোমার উদ্যত রোষ করবেনাকো সংহরণ?
আর কতকাল ও শূল করাল করবে ভয়াল সঞ্চরণ?
ভাঙছে ‘বোধিদ্রুমের’ শাখা, ভাঙছে মলয়-বিন্ধ্যশির,
মীনার চূড়া করছে গুঁড়া, সৃষ্টি নাশি শতাব্দীর।
যেম্‌নি মাথা তোলে এ দেশ অম্‌নি কর বজ্রাঘাত,
প্রবাল কীটের সাধনা তার ভস্ম কর অকস্মাৎ।
পথের সেতু রথের কেতু মুহুর্মুহুই ভগ্ন হয়,
বাঞ্ছা তোমার লাঞ্ছিত দেশ, পঙ্কতলেই মগ্ন রয়?
ভারত-জনারণ্যে আজি কি দাবানল জ্বাললে হায়,
আশার গহন শ্যামল স্বপন, মুক্তি-জীবন, দগ্ধ তায়।
জ্বাল্লে দেশের চিত্তে চিতা এই কি তোমার চিত্তমেধ?
চিত্তে আজি চিন্তা-চিতায় রাখলেনাক ভিন্ন-ভেদ।
তৃপ্ত হলো ললাট-অনল মোদের হৃদয়খাণ্ডবে,
চণ্ড এখন ভস্ম মেখে নৃত্য কর তাণ্ডবে।
ভারতজোড়া শ্মশান আজি পূরল তোমার মনস্কাম,
প্রেতের সাথে রাজ্য কর’ অট্টহাসে রুদ্র বাম।
কঠোর অনল-পরীক্ষা তোর দুঃখী হতভাগ্য দেশ,
তুষানলের তৃষায় পুড়েও হয়নি প্রায়শ্চিত্ত শেষ?

পাপের কি তোর অন্ত আছে? কোথায় রে তোর ধর্ম্মবল?
এত যুগের দণ্ডাঘাতেও ঝর্‌ছে না তোর কর্ম্মফল।
অনেক পুরুষ ধরে' শুধুই মরিস্ ভুগে কুম্ভীপাক,
দম্ভ বৃথা, পুণ্য কোথা? রেখে দে তোর শূন্যজাঁক।
নইলে কেন বজ্রআঁটন হচ্চে ক্রমে দাস্যপাশ,
বিধির রোষে নান্দীমুখেই অধিবাসেই সর্ব্বনাশ।
শুদ্ধিবিধান দিল এবার দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক,
অভিশাপের মোচন তরে শোচন-পুরশ্চরণ হোক্।
শোকের পাষাণ বক্ষে বহি' চোখের জলে রাত্রিদিন
অনুতাপের বহ্নিতাপে কররে শাপের প্রতাপ ক্ষীণ।
পুণ্যহ্রাসে কালের গ্রাসে, সহায়-সাহস-বিত্ত তোর,
চিত্ত গেল সত্যলোকে থাকল প্রায়শ্চিত্ত ঘোর।
ভারতবাসি, আজকে তুমি দেখ্‌ছ যাতে অন্ধকার,
সতর্কতার অনুশাসন জেন' তা সেই নিয়ন্তার।
কঠোর তপশ্চরণ বিনা মিলবে না ভাই মুক্তিজয়
মিল্‌বে তপে আত্মলোপে, ভিক্ষাতে নয় শাঠ্যে নয়।
গুল্মলতা বল্মীকে এই অঙ্গ ঢাকুক, তপ করো,
চিত্তযোগীর মন্ত্রটিকে নিত্য অযুত জপ করো।
ইন্দ্রগণের ইন্দ্রিয়দের সব প্রলোভন জয় করি'
বিষ্ণুচরণ স্বিন্ন করো পুঞ্জিত পাপ ক্ষয় করি'।
পুড়্‌ল যাতে ত্যাগীর তনু অস্থ তাতেই দীক্ষা হোক্,
অক্ষয় হো'ক তোমার মনের সদ্যোজাত স্বর্গলোক।

সমান ব্যসন সবার শিরে শ্মশান-নিরানন্দ দেশ,
পাবন স্মৃতির শাসনতলে বিলোপ কর' দ্বন্দ্ব দ্বেষ।
বাঁটতে এসে মুক্তিসুধা লাভ হলো যার ব্যর্থতাই
মরণ-পাথার মথি তাহায় সুধার সাথে ফিরাও ভাই।
শোকের মাঝেই অশোক লোকের পথটি চিনে লও সবে,
ভিক্ষু অশোক কিরীট শিরে আসুক ফিরে গৌরবে।
এই শ্মশানের যজ্ঞশালায় নবীন জীবন-হোক্ সুরু,
জীবনে দেশবন্ধু যে, সে মরণে হোক্ দেশগুরু।
মুক্তি মিলা'ক গঙ্গা হয়ে বঙ্গভূমির শোকধারা,
তার জীবনের সন্ধ্যাতারাই হোক তোমাদের শুকতারা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

তোমারে গড়িল বিধি তাঁর পাদপদ্মের পরিমলে,
রাখাল-রাজের অঙ্গের রজে, নিমায়ের আঁখিজলে।
তোমার মাঝারে ধ্রুবের সাধনা, জনকের জ্ঞান-গরিমার কণা,
সনকের পরাভক্তি উজলি'—ভীষ্মের তেজ জ্বলে।

হারীত চরক নাগার্জ্জুনের চিত্ত করিয়া জয়,
রস যজ্ঞের আহুতি-মন্ত্র শিখে এলে রসময়।
বিগতজনমে রস-ব্রজধামে গোষ্ঠলীলায় ছিলে কোন্ নামে?
বিরাগ দীক্ষা নিয়ে এলে তুমি কোন্ বোধি-তরুতলে?

চিত্ত-বিয়োগে

তাপস-দুর্ল্লভ লোকে যাও যোগি—কবি—তপোধন,
তোমার জীবন ধন্য, আরো ধন্য তোমার মরণ।
মূঢ় মোরা করি শোক, শুধু তুমি ভূলোকের নহ,
ধন্য হোক স্বর্গলোক, দেবতারো ঘুচুক বিরহ।
মরণে রচিলে ইহ—পরত্রের সম্মিলন-সেতু,
মর্ত্ত্যবুকে ধ্বজদণ্ড, স্বর্গে তব উড়ে জয়কেতু।
নশ্বরে করিয়া ভস্ম, দুইভাগ করিলে শাশ্বতে,
আত্মা গেল আত্মধামে, র'য়ে গেল সাধনা ভারতে।
সবি যায়,—দেশে-দেশে যুগে-যুগে সাধনাই বাঁচে,
দেহব্যবধান-হারা হ'য়ে সে যে আসে আরো কাছে।
মোরা হেরিতাম তোমা কেন্দ্রীভূত একটি তনুতে,
আজি হেরিতেছি ব্যাপ্ত এদেশের অণুতে অণুতে,
ঐক্যে, সখ্য-আলিঙ্গনে, তরুণের উৎসাহ আশায়,
প্রতি অশ্রুবিন্দু-বুকে, চিত্রে, গীতে, কবির ভাষায়,
দেশের নিজত্ব-বোধে, আত্মোদয়-ব্রতের শিক্ষায়,
জাতির 'দ্বিজত্ব-বোধে'. নবজন্মে প্রণব-দীক্ষায়,
স্ব-প্রতিষ্ঠ ভারতের গর্ভ-ভ্রূণ-ললাট-লেখায়,
প্রত্যাসন্ন বিজয়ের ধ্বজালিপি-রেখায়-রেখায়।
তোমা হেরিতেছি নব জীবনের অঙ্কুরে অঙ্কুরে
প্রত্যেক রোমাঞ্চে অঙ্গে, গেহে-গেহে সারাবঙ্গ জুড়ে,—

সত্যোদয়ে, মিথ্যাজয়ে, সংকল্পিত ব্রতের বরণে
প্রতিদণ্ডপলে, দূর ভবিষ্যেরো দিগন্তের কোণে।
এক 'চিত্ত' হইয়াছ লক্ষ চিত্ত জড়ে চেতনায়,
এক 'নিত্য' যেন আজি প্রকটিত বহুধা ভূমায়।
এক চন্দ্র প্রতিবিম্বে লক্ষচন্দ্র জনসিন্ধুময়,
চূর্ণ করি আপনারে, পূর্ণতায় লভিয়াছ জয়।
চিত্ত তুমি ভারতের ছিলে এতদিন,
প্রতি স্নায়ু-রক্তকণা মাঝে তার হইলে বিলীন।
তব ভস্ম, মহাকাল অঙ্গে মাখি' করিল ভূষণ,
যুগে-যুগে, কল্পে-কল্পে ব্যাপ্ত হ'লে, হে চিত্তরঞ্জন।

গঙ্গাধর স্মরণে

তুমি শেষ-ঋষি পুন এ-দেশেরে জ্ঞান-গৌরবে মণ্ডিলে
অশ্বী দু'জন এক দেহে এসে জীবে অনাময়-ধন দিলে।
দেহ-আত্মার লাগি দুই-করে আনিলে ভেষজ আর্ত্তের তরে,
সুরভির হবি অমৃত সুরভি মন্দার-মধু বণ্টিলে।

ইহপরত্রে পুণ্য-মিলন তোমার জীবনে ধ্যান-চোখে,
রুদ্র শিবের শুভ সঙ্গতি তোমার পাবন জ্ঞান-লোকে।
জটাজালে ঝরে জাহ্নবীবারি শবসঞ্জীব ভবরোগহারি,
নয়নে তোমার জ্বলিল বহ্নি ভ্রান্তি-মেঘের স্থণ্ডিলে।

মৃত্যুশয্যায় রজনীকান্ত

হে কিন্নর! কণ্ঠে কণ্ঠে বন্টি' বঙ্গে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
কণ্ঠ তব আজিকে নীরব,
আজি দীন ভিক্ষু বেশে দাঁড়ায়েছ লক্ষপতি তুমি
বিলাইয়া যক্ষের বিভব।
বিতরি অমৃত আর মণিহার, মহাশঙ্খমালা,
উগ্রবিষ ধরিয়াছ গলে,
হাস্যসত্র উদ্‌যাপিয়া আজি তুমি নেমেছ সিনানে
বিদায়ের নয়নের জলে।
আজি তুমি দানরিক্ত, কণ্ঠে ধরি শুষ্ক রসঘট
মরুর খর্জ্জুর তরু যেন।
'কল্যাণী বাণীরে' দিয়া বরসজ্জা রত্নসিংহাসনে,
নিজে নিলে শরশয্যা হেন?
হে মুক্ত সাধক, আজি দাঁড়ায়েছ বিজয়-গৌরবে
পারে যেতে ভবসিন্ধু কূলে,
কল-কল রাঙা জল পদতলে আসে ছুটে ছুটে
লুটে লুটে পড়ে ফুলে' ফুলে'।
একখানি তরী তার তটে বাঁধা, করে টলমল
বসি তাহে অকূল কাণ্ডারী,
হরিনামাবলী ছাড়া সাথে কিছু লওনি পাথেয়,
হে বাণীর কুবের-ভাণ্ডারী।

প্রপঞ্চের পঞ্চদীপ নিভে আসে, ক্রমে জাগে তব
মনোনেত্রে অতীন্দ্রিয় দ্যুতি,
দিগন্তে উদ্যত অই সুপ্রসন্ন বরাভয়-পাণি,
প্রত্যাসন্ন তব পূর্ণাহুতি।
মরণ, মাতলিসম আধি-ব্যাধি অশ্ব দুটী জুড়ি,'
আনিয়াছে বৈজয়ন্ত রথ,
শঙ্খকরে দেবাঙ্গনা দুইধারে শ্রেণী বিরচিয়া,
আলোকিত করে যাত্রাপথ।
ব্যথা তব, মুক্তিপদ্ম-স্ফুটনের ব্যাকুল ব্যগ্রতা,
চিত্ত উৎসে উৎসার-প্রয়াস,
দেহের পিঞ্জর-দ্বারে রহি আত্মা-বিহঙ্গম তব
মুক্তিহর্ষে হেরে নীলাকাশ।
তুমি 'প্রসাদের' মত গাহিতেছ বিদায়-সঙ্গীত,
গঙ্গাজলে আকণ্ঠ দাঁড়ায়ে,
মূঢ় ভক্তগণ তব তীরে রহি' কাঁদে ঝর ঝর,
ডাকে তোমা দু'বাহু বাড়ায়ে।
ব্রহ্মানন্দ করি লাভ, এ মর্ত্তের প্রত্যন্ত-সীমায়
স্বর্গ তব হইয়াছে সুরু,
আজি মহাযাত্রারম্ভে, সন্ধিক্ষণে আশীর্ব্বাদ সহ
দীক্ষামন্ত্র দিয়ে যাও, গুরু।

নীলকণ্ঠ

জনমেছ মল্লীবনে, বল্লীবেণী পল্লীমা'র উল্লাসী দুলাল!
তব লীলানিকেতন বঙ্গপল্লীবৃন্দাবন। কদম্ব, তমাল
নীরদমেদুর ব্যোম, ফুল্লকুঞ্জ, পূর্ণসোম, শ্যামসরোবর
তোমারে করেছে কবি, কূজনগুঞ্জনমন্দ্র নদীকলস্বর
শিখা'ল গাহিতে তোমা। নগরের জনসংঘে চাওনি আসন,
আদেশ ইঙ্গিতে রাজসংসদে করনি কভু সারঙ্গ বাদন,—
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি। দেশবন্ধু বঙ্গমার অন্তরঙ্গ জন
সকলেরি প্রতিবাসী, সন্ধ্যার সুহৃৎ কবি, একান্ত আপন।
যোগায়নি' গ্রন্থ তোমা নিত্য নিত্য কবিত্বের বৈচিত্র্যসম্ভার,
তোমারি অঙ্গনতলে চিরমুক্ত নিসর্গের সুষমা-ভাণ্ডার।
নহ তুমি শিল্পীমাত্র, অনুশীলনের ফল করনি সঞ্চয়,
মধুথ-কুসুম নহে গীতি তব, দ্রোণ-পুষ্প,—সে যে মধুময়।

বিশ্বের ললাট ঘেরি কতবার ঘনঘটা ছেয়েছে প্রবল
চমকেনি তবু কভু তব কাব্যনভোনীল—চির অচঞ্চল।
জগতের জ্ঞানসত্রে মত্তোৎসবে করনিক তুমি যোগদান,
একতারা করে ধরি গঙ্গাতীরে করিয়াছ হরিনাম গান।
তোমার সঙ্গীত-রমা পরস্ব কৃত্রিম ভূষা করেনি সম্বল,
অমণ্ডিত অঙ্গে তার তরঙ্গিত নৈসর্গিক লাবণ্য তরল।
নাহি চন্দ্ররাজ্ঞীগণসম অঙ্গে অগণন ভূষণের ভার,
নীলকণ্ঠপ্রিয়াসম আছে পূত সতীতেজোদৃপ্ত রূপ তার।

মহাসমিতির মাঝে গীতি তব শতকণ্ঠে হয়নি উদ্গীত,
পাঠ্যশালা, নাট্যশালা, রঙ্গমঞ্চ, তব কাব্যে হয়নি স্তম্ভিত,
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি। শুনি মোরা ভক্তিভরে দিবস-নিশীথে
তব গীতি বাটে মাঠে গোপীযন্ত্রে, রাখালের বাঁশের বাঁশীতে,
পল্লীগোঠে হাটে ঘাটে গো-শকটে জেলেদের তালডিঙ্গি' পরে
ওগো কণ্ঠ! কণ্ঠ তব ছুটে চলে গ্রামান্তরে কান্তারে প্রান্তরে।
কর্ম্মশ্রান্ত কৃষকেরা ও-গীতসিনানে হয় ক্লান্তিশ্রান্তিহারা,
মাঠ হতে তব গানে পল্লীর প্রেমিক দেয় প্রেমিকারে সাড়া।
ও-গানে অতিথ্য যাচি' সন্ধ্যা-পান্থ গ্রামপথে জানায় প্রবেশ,
ভিখারীসম্বলধন কৃপণেরো বুকে করে কৃপার উন্মেষ।
প্রফুল্ল মধুর মেধ্য অই গানে স্বেদসিক্ত ক্লেদতিক্ত শ্রম,
খর্জ্জুর-তরুর অঙ্গ ইক্ষুদণ্ড মাঝে হয় রসের উদ্গম।
অন্ধকার বনপথে একাকী যাত্রীর ওযে একান্ত সহায়,
দিনান্তের উপাসনা, গ্রামান্তের ঘরে ঘরে ডাকে দেবতায়।
ওগো 'কণ্ঠ', কণ্ঠ তুমি বঙ্গমা'র, বৈকুণ্ঠের শ্রীমাল্যমণ্ডিত,
সহজ সরল লঘু অন্তরের ক্ষরে যাহে আনন্দ অমৃত।
এ-বঙ্গের গোষ্ঠে গোষ্ঠে রচিয়া রেখেছ তুমি নব বৃন্দাবন.
কণ্ঠে কণ্ঠে নেচে ঘুরে বেণুকরে নীলমণি নন্দের নন্দন।
নীলকণ্ঠ, মণ্ডিয়াছ শিখণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের মোহন চূড়ায়,
তোমার বিতত শিখাছত্র ছায়ে বঙ্গভূমি সতত জুড়ায়।
হে বিশ্বরাজার সভাগায়ক, চারণ-কবি, অর্চ্চি ও চরণ,
তোমার অক্ষয় সুরে শুনি আমি এ বঙ্গের বক্ষের স্পন্দন।

বঙ্গবধূ

আজি বন্ধু, তোমাদের শুভ নব বাসরের রাতি,
বৎসর চারিটি পরে পুন জ্বলে উৎসবের বাতি,
সে যেন অনেক যুগ, যবে দুঁহু কৈশোর যৌবন
মিলিল প্রিয়ার অঙ্গে, গেলে তারে তেয়াগি তখন
তারপর হতে নিতি দ্বিখণ্ডিত মৃণালের প্রায়
অবলম্বি' তন্তুটুকু প্রাণরক্ষা আশায় আশায়।
মাঝখানে কত গিরি মরু হ্রদ নদী ব্যবধান,
অজ্ঞেয় বারিধি তার ভরিয়াছে রহস্যে পরাণ।
বর্ষার দুর্যোগ রাতে চমকেছে চপলার সনে
যেন এই উর্ম্মিলার প্রাণকান্ত গিয়াছে কাননে।
নিশিদিন কত নদী সন্তরেছে পিয়াসী অন্তর
নিরন্তর পার হলো একা কত বিজন প্রান্তর।
উড়িল কল্পনা তার বারবার তোমার উদ্দেশে
অশ্রুসিন্ধুনীরে পড়ি ক্লান্তপক্ষ নিমজ্জিল শেষে।
বসন্ত নিশান্তে কত স্বপ্ন দেখে' হয়েছে বিহ্বল
হারাই—হারাই শুধু আশঙ্কায় আঁখি ছল ছল।
যেচেছে কল্যাণ তব, দেবতায় নিত্য সন্ধ্যাপ্রাতে
পূজাপুষ্পে দিন গণি শুভ্র শঙ্খবলয়িত হাতে।

নিত্যগৃহ-কর্ম্মমাঝে নানা ছলে উন্মন চঞ্চলা
তোমারি বরণডালা সাজায়েছে তোমারি কমলা।
কবরীভূষার লাগি কোন'দিন তুলেনিক ফুল,
লিপির আশিস বিনা মাসান্তেও বাঁধেনিক চুল।
মধুটুকু বক্ষে পুষি কোনরূপে যাপিল শর্ব্বরী,
রজনীগন্ধার মত ক্ষীণ আশা-বৃন্তে ভর করি'।
নিত্য নিত্য লক্ষ পোত ভিড়িয়াছে তার চিত্ত-তটে
ধরিতে পারেনি এলে কোন্ পোতে সহসা নিকটে।
সংসার-প্রাঙ্গণ তলে এস বন্ধু, ষোড়শ কলায়
অশ্রুহিমধৌত ইন্দু উদি' হেথা অমিয়া বিলায়।
ষোল মধু পূর্ণিমার ফুল্ল ফুলে যত্নে গাঁথা হার
আজি বন্ধু লহ কণ্ঠে,—পদে নমে ষোড়শী তোমার।
হে প্রাজ্ঞ, হে সহৃদয়, আজি অজ্ঞা বঙ্গ-বালিকায়
বরিতে হইবে শান্ত কৃপানেত্রে স্নেহের ছায়ায়।
ক্ষমিতে হইবে তার ত্রুটীময় প্রিয়বিনোদন,
ভাষায় ভূষায় ভাবে ভঙ্গিমায় দীন আয়োজন।
ক্ষমো তার লজ্জাকুণ্ঠ, সজ্জাহীন, দীন উপচার,
মৃন্ময় ভাজনে ধূপ, ক্ষীণ দীপ, বনফুলহার।
কুড়ায়ে লইতে হবে ভূমি হতে, দিতে গিয়ে পায়
পুলকপ্রকম্পে অর্ঘ্য কর হতে যদি পড়ে' যায়।
চিত্তকূপ পূর্ণ তার পুণ্যঘন প্রেমের সুধায়,
কলা-কৌশলের ফেনবুদ্বুদের ঠাঁই নাহি তায়।

তুলসীবনের শারী কলরুত শিখেছে কেবলি
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি ক্ষমো তার স্বভাব-কাকলী।
গুরুগুরু সুখমন্দ্রে ঘনস্পন্দে দুরু দুরু বুক,
স্বিন্ন তনু তনিমায় বিলসিছে রোমাঞ্চ-কঞ্চুক,
সে আজিকে প্রাবৃটের কম্পমানা কদম্বের শাখা
ধীরে দিও পদভার,, ও গো শিখি, ধীরে মেলো পাখা।
ভূলুণ্ঠিতা লতিকার সর্ব্বকুণ্ঠা দূর করি, প্রিয়,
নোওয়াইয়া ভুজশাখা জড়াইয়া বুকে তুলে নিও।
উপল-ব্যথিতা তন্বী তটিনীটি উপকণ্ঠে যদি,
মূরছিয়া পড়ে, তবে কণ্ঠে টেনে নিও প্রেমোদধি।
প্রেমাবেশে আত্মহারা, যদি নারে কহিবারে কথা
নীরব বাগ্মিতা তার ক্ষমা কর' স্তব্ধ কাতরতা।
ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ কুম্ভমুখে কলবিম্বসম
অসম্বদ্ধ অসন্নদ্ধ অর্দ্ধস্ফুট বাণী তার ক্ষম'।
ক্ষমিও লুলিত দুটী মৃণালের ক্লান্তি অবসাদ
তরঙ্গপ্রহত আঁখিউৎপলের শতেক প্রমাদ।
হে বরেণ্য, হে স্নাতক, প্রেম তব পবিত্র-সুন্দর
ব্রহ্মচর্য্যপূত শুচি শাপ-মুক্ত অমল ভাস্বর।
প্রেম-পৌরহিত্যে আজি নবোদ্বাহ-কুশণ্ডিকা-যাগ
নিষ্ঠা শুদ্ধি জ্ঞানে দোঁহে রচ' বন্ধু গৃহের প্রয়াগ।
ঢালো পুণ্য মিলনের উষ্ণশীত আনন্দাশ্রুজল
অভিষেক করি তাহে গৃহে বসি লভি তীর্থফল।

পল্লীবালা

পড়িছে ঝলসি' কুন্দ অতসী অনাদরে
ব্যথিত গন্ধরাজ।
শেফালি চামেলি ঝরেছিল বড় পিয়াসায়,
কুড়ালনা কেউ, শুকায় বিফল নিরাশায়।
শ্রীফলপত্র আজি দেব-পূজা উপচার,
তুলসীমাত্র সাজ।
গৃহের লক্ষ্মী দুলালী গিয়াছে পরঘরে
এ-গৃহ আঁধার আজ।

ঠাকুরের সেবা হয়ে গেছে আজ চুপি-চুপি,
সেটা নাহি বটে বাকী।
সরসীর পথে কলসী বাজেনি ঝনঝন,
কোশাকুশী টাটে উঠেনিক ঘাটে খনখন।
প্রসাদী-কুসুম না পেয়ে বাছুর আসে ফিরে
নামায়ে কাতর আঁখি।
পিতা নিজে রচে পূজা আহ্নিক আয়োজন
চোক মুছি থাকি থাকি।

খোকাখুকীদের হয়নিক আজ নাওয়া-ধোওয়া,
কে তাদের ডাকি পুছে?
ঘরে ঘরে আজ বাজেনিক মল ঝণ-রণ,
ভিখারী আসিয়া ফিরিয়া যেতেছে ঘন-ঘন।

হরিনামঝোলা হয়না সেলাই ঠাকু'মার
সূতা যায়না যে সূঁচে.
খুকীটির গালে দাগ হয়ে আছে আঁখিজল,
কেবা দেয় বলো মুছে ?
ধূলায় ধূসর ধবলী ফিরিছে দ্বার-দ্বার
গোঠ হতে এসে ফিরে।
কাকে মাছ লয়, ছাগে খেয়ে যায় চাল-ধান,
পায়নিক দাদা আঁচাবার জল, সাজা পান,
ভুলো পুষী মেনী ঘুরে ঘুরে কেঁদে হলো খুন.
গা'র লোম দুখে ছিঁড়ে;
খাঁচার ময়না পায়নিক আজ জল-ছোলা
গেল গলা তার চিরে।
বসেনি বাড়ীতে বেণী বিনানর বৈঠক,
আসেনি পাড়ার দল।
বালিশের তুলা, আকাচা কাপড় ঘরময়,
বাসন পাত্রে জিনিসপত্রে নয়ছয়,
আঙিনার তরু পায়নিক আজ বৈকালে
একটী ফোঁটাও জল।
'শিউলিছোপান' শাড়ীখানি হেরি মা'র চোখে
ব্যথা ঝরে অবিরল।
ঠাকুরের ঘরে পা-ধোবার জল, আলো কই ?
পুরুত লাগায় ধুম—

খোকাখুকীদের আসে নাই কেউ পূজোবাড়ী,
শীতলপ্রসাদ-বিতরণে নাই কাড়াকাড়ি,
চাঁদের কপালে টি' দিয়ে না যায় 'চাঁদা-মামা'
চোখে নেই কারো ঘুম।
তারা আজ কাঁদে সারাদিন তাদে' বুকে চাপি
খায়নি যে দিদি চুম।
ললিত কোমল ছোট দুটি কর-মুঠি বটে,
কম কি ক্ষমতা তার?
তারে পর-করা লোকে বলেছিল দায়-সারা,
ভাবেনিক কেহ অচল এ গৃহ সেই ছাড়া;
সংসার পাতা শিখিবার ছলে নিল সে যে
বহু জীবনের ভার।
আজি এ গৃহের শিশু পশু পাখী তরু লতা
করে সবে হাহাকার।
আহা সেথে কোন অপরিচয়ের মাঝখানে
বন্দিনী দিবা রাতি।
তথা গৃহভরা হাস্যোৎসব-কলরোলে,
আহত নিয়ত কূলসম নদী কল্লোলে।
অশ্রু মুছিছে অবগুণ্ঠন-অঞ্চলে
নাহিক ব্যথার সাথী।
মা-হারা এ গৃহ কাঁদে হেথা হায় লুটে-লুটে
নিভায়ে সাঁঝের বাতি।

পল্লীবধূ

না ধরিতে প্রাচী অরুণ বরণ, না ডাকিতে সব পাখী,
পাড়াপথে ঘাটে সাড়া না পড়িতে, ফুল না মেলিতে আঁখি,
কেগো ঐ জাগি শয্যা তেয়াগি, দ্বারে দ্বারে ঢালে জল,
গোময় মাড়ুলী লেপনে জাগায় সুপ্ত তুলসী তল?
উঠান ছাড়িয়া না উঠিতে রোদ ঘরের পৈঠা 'পরে,
কলস ভরিয়া জল লয়ে কেবা স্নান করে' ফিরে ঘরে?
না বাড়িতে বেলা গৃহ-দেউলের বেদীমার্জ্জন সারি'
মলিন বসনে কে পশে হেঁসেলে তসর শাড়ীটি ছাড়ি?
কার—লজ্জাসরমই সজ্জাপরম, অন্তর ভরা মধু?
সেযে—ভক্তিনিষ্ঠা শৌচে শিষ্টা বঙ্গ-পল্লীবধূ।

ছেলেপুলেগুলি নাওয়ায়ে ধোওয়ায়ে খাওয়ায়ে করিয়া খুসী,
গুরুজনদের ভোজনের শেষে, অতিথি ভিখারী তুষি',
পাতের ভাতে কে ক্ষুধা করি দূর এঁটোকাঁটা খুঁটে তুলি,'
হাঁস-ঝটপট খিড়কির ঘাটে ধোয় ঘটি-বাটিগুলি?
করিয়া সেলাই মশারি দোলাই, সারি কাজ ঝাঁট পাটে
পাড়ার মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে চলে কে দীঘির ঘাটে?
গৃহপারাবতে আহারে তুষিয়া খোঁপে খোঁপে কেবা থুয়ে,
সাঁজ দীপগুলি তেল সলিতায় রেখে দেয় মুছে ধুয়ে?
কার—লজ্জাসরমই সজ্জাপরম অন্তর ভরা মধু?
সে-যে—দক্ষিণা দীনা, রুক্ষমলিনা মোদের পল্লীবধূ।

সাঁঝের বাতিটি জ্বালিয়া আবার বাঁচায়ে আঁচল আড়ে,
তুলসীর মূলে দেবতা দেউলে ঘুরে কেগো দ্বারে দ্বারে?
উপকথা কয়ে, খেয়ে চুম, গেয়ে ঘুম-পাড়ানিয়া গান,
কোলের কুলায়ে আনে কে ভুলায়ে শিশুদের কলতান?
শ্বশুর-শ্বশ্রূপদযুগ সেবি', লভি শুভাশিস শিরে
সবার শয়ন ভোজন অন্তে চলে কে শয়নে ধীরে?
শ্রান্ত শয়নে সেবারতা কেবা কান্তের পাদ মূলে
ক্লান্ত নয়নে গভীর নিশীথে ঘুমঘোরে পড়ে ঢুলে?
কার—লজ্জাসরমই সজ্জাপরম, অন্তর ভরা মধু?
সেযে—সন্তোষবতী কল্যাণী সতী মোদের পল্লীবধূ!

নাহি চাপল্য, মুখর ভাষণ, নাহি রাগ অভিমান,
আঁখিপুটতলে অশ্রুসলিলে সব ব্যথা অবসান।
গৃহ কোণে সদা শুভদা বরদা জানিতে পারেনা পরে,
অজ্ঞাতবাসে আছেন দেবীরা দাসীবেশে ঘরে ঘরে।
কল্যাণ জপে মৌন মহিমা অবগুণ্ঠন তলে,
কাহারো অযথা তাড়নায় তার ধ্যান-ধীরতা না টলে।
গৃহকাজে কর হয়েছে কঠোর, ক্ষয় হয়ে গেছে শাঁখা,
হলুদ কাজলে সিঁদূর তৈলে সতীর মাধুরী মাথা।
তার—লজ্জাসরমই, সজ্জাপরম, অন্তর ভরা মধু
সেযে—প্রণয়ে সরলা বিনয়ে তরলা সুশীলা পল্লীবধূ।

কুড়ানী

কুয়াসায় ভরা পো'ষের বিষম হাড়-কনেকনে জাড়ে,
আমীর চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একেবারে,
চাটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া-কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠপানে ধাই ধান কুড়াইতে ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে-খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শীষ যদি দেখি ভুঁয়ে পড়ে' উথ্‌লিয়ে ওঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটিআঁটি বোঝা বোঝা।
পিছু-পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি পড়ে ভুঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি'।
ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জরজর পা'দুটা গিয়াছে ফাটি
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল' মাঠের 'কুচল' মাটি?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুরচুর ভরে' যায় মোর ঝোলা।
লোকে কয়, "চাষে কি করিবি তোরা? কুড়ুনী বাঁধিবে গোলা।"

শীত যায়-যায়, ক্ষেতে নেই ধান, ধূ-ধূ করে সারামাঠ,
মরমর করে শুক্‌নো পাতায় গাছতলা পথঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়ি লই কাঁখে।
শুক্‌নো পাতায় উঠানে কোথাও জায়গাটুকু না থাকে।
দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা ক'য়ে ঘুরি ফিরি গোরুবাছুরের কাছে কাছে।

বিকালে বেরুই, কাঠ খড়ি খুঁজি বনে-বনে মাঠে-মাঠে,
পড়্‌সীরা কয়, "শোবে একদিন কুড়ুনী রূপোর খাটে।
বাদ্‌লা লাগিলে পথে ঘাটে কাদা, নিভে আসে খর তাপ,
তালপাতা দিয়ে—বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠকুটো কিছু মিলেনা কোথাও, জ্বলেনা সহজে আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি-ঝাঁকা।
নালীর 'পাউসে' জালিটি পাতিয়ে বসে' থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুটীদুটো আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।
বর্ষা ফুরায় লাউকুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে',
ডোবায় ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে' আনি ঝুড়ি করে'।
নালাটি শুখায় কাঁকড়া লুকায়, মাছ ঢুঁড়ে মরা মিছে,
গুগুলি শামুক কুড়িয়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ-হাঁ করে' আসে ছুটে,
মোর ভাগে থোয়, লোকে যা'না ছোঁয়, নিতে হয় যাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়,
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছিত এত বড়।
খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে' রয়, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া-পড়সীরা দেয়নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আ'লে কারো দেইনা পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
চাকরী করিনা ভিখ্‌ও মাগিনা এম্‌নি করেই রই।
অনেক বকেছি কুড়ুনী বলিয়া ডেক'নাক মিছে পিছু,
মাঠে যে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে, ঢুঁড়িলে মিলিবে কিছু।

কৃষকের ব্যথা

এমন ক'রে, কেমন ক'রে আঁধার ঘরে আর
তোমায় ছেড়ে রইব আমি নিয়ে তোমারি ভার ?
দুয়ারে নাই জলের ছড়া—উঠানে নাই ঝাঁট,
বিহানে আর গোয়াল ঘরে করে না কেউ পাট।
গাইয়ের দুধ শুকায় বাঁটে হয়না গাই দোয়া,
খামার ক্ষেতে তোমার ধান খড় যে যায় খোয়া।
গোয়ালে নাই সাঁজাল ধোঁয়া, পড়েনা ঘরে সাঁঝ,
মাদুর পেতে কে দেবে ? শুই গামছা পেতে আজ।
বারেক ফিরে এসে
লক্ষ্মী মোর লওগো ভার তোমার ঘরে, হেসে।

একটী বাছা কাঁধে যে কাঁদে আরটি রয় কাঁখে,
তিলেক পিছু ছাড়েনা খুকী, মাঠেও সাথে থাকে।
ক্ষেতের ধারে খোকাটি হায় নালায় গড়াগড়ি,
সকল কাজে অবুঝ মেয়ে ঘাড়েই রয় পড়ি।
টোকায় করি বিহানে তারা পায়না মুড়ি লাড়ু,
নাইক নাওয়া সময়ে খাওয়া, ঘুমটি নাহি কারু।
দুপুর রাতে উপুড় হয়ে কাঁদিয়া তোমা চায়,
উদুম গায়ে কাঁপে যে জাড়ে দোলাই নাহি পায়,
বারেক ফিরে এসে
তোমার ছেলে লওগো কোলে বদন চুমি' হেসে।

নিড়ানী হাতে আখের ক্ষেতে কাদাতে রই ব'সে,
পায়ের চাপে ডোবেনা তুমী, কোদাল পড়ে খ'সে।
কাঁদ-কাঁদ'সে কাজল আঁখি মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপ্ড়ে ফেলি আগাছা ঝোরা বলি'।
বাড়িতে ফিরে জিরানো নাই, চড়াতে হয় হাঁড়ী,
যে-কাজ শুধু তোমারে সাজে আমি কি তাই পারি?
হারাই হুঁস্ হেঁসেল ঘরে কিছু না খুঁজে পাই,
ফেনে যে ঢালি নুনের সরা, ডা'লে যে ঢালি ছাই।
বারেক ফিরে এসে
হলুদপোঁছা শাড়িটি পরি' হাতাটি ধরো হেসে

শান্তিপুরে তোমার ডুরে আঁকড়ি চেপে ধরি'
চোখের জলে অঝোরে ভিজে মেঝেয় রই পড়ি।
কার কোমরে সোহাগ ভরে পরিয়ে দেব গোট
যার লাগিয়ে আর-ফাগুনে ধরিয়াছিলে খোট?
মনে যে আসে রোগের মাঝে সকল-সহা মুখ,
পায়ের-ধুলো-মাথায়-লওয়া, গুমরে উঠে বুক।
বাদলে ভিজে হাঁটিয়াছিলে উঠানে মোর লাগি,
ফুটিয়া আছে পায়ের দাগ গোলার পাশে জাগি।
বারেক ফিরে এসে
আলতা পরো, আরশী ধ'রে খোপাটি বাঁধো হেসে।

কৃষাণীর ব্যথা

সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আঁধারিয়া ?
ধানে ধানে আজ উঠান ভরেছে, ঠাঁইটুকু নাই তার,
মঙ্গলা আজি ঢালিতেছে দুধ বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভুঁয়ে লুটে লুটে পড়ে
পালঙের শীষে শাকের চাকড়া আগাগোড়া আজ ভরে।
সন্ধ্যামনিতে আলো হয়ে আছে সারা আঙিনাটি ঐ,
আজ সংসারে সবি ভরপুর, হেন দিনে তুমি কই ?

দুবেলা পাওনি পেট ভ'রে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেগে।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,
উপোষ করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাই মোরে বলি।
দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিনরাত
মাঠে মাঠে ঘুরে কনকনে জাড়ে করেছ পরাণপাত।
সাঁঝের বেলায় হেঁটে হুঁটে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে
রাত্রি কাবার না হ'তে আবার চলেছ খোকারে চুমে।
বাকী খাজনার লাগি জমিদার দিয়েছে যাতনা কত,
মহাজন দেনা সুদের জন্য গঞ্জনা দেছে শত।

চুপ করে সবি সয়েছ, আহা রে! দুটীহাত জোড় করে'
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে পায়ে ধ'রে, প'ড়ে,।
রোগে প'ড়ে, থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়াছি জ্বালা,
ক্ষুধায় কাঁদিয়ে করেছে ছেলেরা কানদুটো ঝালাপালা।
যাতনা দুঃখ কতনা সয়েছ কথাটি ছিল না মুখে
ফিরে এস আজ ঘরটি তোমার ভরিবে সোণার সুখে।

ঘনায়ে আসিছে সাঁঝের আঁধার নাহি মোর কোন' কাজ
এ ঘর দুয়ারে পড়েনিক ঝাঁট জ্বলেনি এখনো সাঁজ।
চালের বাতায় ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে
উঠিতে বসিতে টিকটিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।
ঐখানে আহা পীঁড়ের উপর শুইতে গামছা পাতি',
ঝুলিতেছে ঐ লাঠী, চোঙ, মই, মাথালী, তালের ছাতি।
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাত চেয়ে কাঁদি,
ঐখান হতে নিঠুর বাঁধনে লয়ে গেছে [illegible] বাঁধি।

তেমনি পড়েগো কাল, ছায়া ঐ ভরিয়া বকুল তল,
বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল।
সাঁজে ভোরে সেই পাখী গুলো ডাকে প্রাণ আনচান করে,
বেলা হয় তবু গোরুগুলো সব বাঁধা র'য়ে যায় ঘরে
পথ চেয়ে হায় বসে থাকি ঠায়, জ্বলেনা দুপুরে চুলো।
আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই মনটা হয়েছে ভুলো।

মালতী তোমার এসেছে ফিরিয়া শ্বশুরের ঘর থেকে,
খোকা যে তোমার হাঁটিতে শিখেছে, একবার যাও দেখে।

এত সব ফেলি জনমের মত চ'লে যাওয়া কিগো সাজে?
তবে কিগো তুমি 'প্রবাস' গিয়েছ আমাদেরি কোন' কাজে?
বাবুদের আর গদাইপালের অত্যাচারের ভয়ে
চ'লে গেলে কিগো মনের দুঃখে কিছুই না ব'লে ক'য়ে?
তাই যদি হয় ফিরে এস তুমি তোমারে সঙ্গে পেলে,
খোকারে লইয়া পালাই কোথাও ঘর সংসার ফেলে,
ভিক্ষা মাগিব কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী,
আঁচলের গিঁঠে বাঁধিয়া রাখিব তিলেক দিব না ছাড়ি'।

হা-ঘরে

হা-ঘরে ঐ ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে ক'রে গৃহস্থালী,
জীবনজোড়া পুঁজি তাহার বাঁকঝুলানো দুটী ডালি,—
কোলের ছেলে, সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি, মাটির থালা,
ডুগ্‌ডুগি আর তেলের চোঙা, সবুজ কাচের কণ্ঠমালা।
আস্‌মানই তার ঘরের চালা রবিশশীর আলোকজ্বলা
মাঠ-মরু তার বাড়ীর উঠান, প্রমোদভবন গাছের তলা।
ঝোপের ভিতর জন্ম তাহার পান করে জল ঘাট আ-ঘাটে,
সেইখানে তার রাতের ডেরা যথায় রবি বসেন পাটে।

কোনো রাজার নয়কো প্রজা দীনতুনিয়ার মালিক বিনে
মুখ চেয়ে সে রয়না কা'রো থাকে না সে কা'রো ঋণে।
সকল বাঁধনহারা সে যে জানেনাক সমাজরীতি,
জীবনপথে লক্ষ্যহারা,—মানেনাক স্বাস্থ্যনীতি।
আজকেরই তার মাত্র পুঁজি ভাবেনা তা'ও কাল কি খাবে।
অশ্বমেধের অশ্বসম বিশ্বে আপন বশ্য ভাবে।

যায়না কোনো সদাব্রতে যায়না ধনীর দেউড়ি ঘরে
তরুতলের অতিথ গাঁয়ে, তাও শুধু এক তিথির তরে।
একটি দিবস গাছের ডালে ঝোলে তাহার ভাতের হাঁড়ী
গাঁয়ের ছেলে দেখ্‌তে জমে একটি দিনের তাহার বাড়ী।
ভালুক তাহার হুকুম পেলে কোঁকোঁ ক'রে জরটি আনে,
সাপটি ফণা নত করে' লুকায় ঝাঁপির মধ্যখানে!
জানেনাক ভিক্ষা মাগা চাকরি চুরি প্রবঞ্চনা,
প্রাণের অভাব সব চুকে যায় পেলে পরে একটি কণা।
জীবিকা তার সাপখেলানো নানানরকম বাজীর খেলা,
মনে পড়ায় বাজীর ছলে বিশ্ববাজিকরের মেলা।

কোনো শাসন রুক্ষ ভাষণ পারেনি তায় আন্‌তে বাগে,
সকল আইন দ্বন্দ্ব হয়ে হার মেনেছে তাহার আগে।
পথের সাথীর পতন দেখি থামেনা সে যাত্রাপথে,
যুধিষ্ঠিরের মতন চলে স্বর্গে অটল চরণ-রথে।

মথুরাযাত্রা

কোথায় গোকুল ছেড়ে প্রাণবঁধু চলিলে,
ভাসাইয়া আশারাশি নয়নের সলিলে ?
এমন করিয়া হায় চ'লে যাবে মথুরায়,
আগে হতে শ্যামরায় কেন নাহি বলিলে ?
অখলা অবলা মোরা কাননের হরিণী,
ছুটিয়াছি বাঁশী শুনে কখনো ত ডরিনি,
বাঁশী যে শায়ক হবে কে কোথা ভেবেছে কবে ?
এমন করিয়া সবে হে নিঠুর ছলিলে ?
গোকুলে অকূলে ফেলে কি সুখে বা রহিবে ?
ব্রজের বিরহ ব্যথা ও বুকে কি সহিবে ?
সেথা উদাসীন র'বে ধূমরাশি হেরি নভে
যমুনার এই পারে দাবানল জ্বলিলে ?
রাধারে না হয় শঠ অবাধেই ছাড়িবে,
রাধা-নামে-সাধা বাঁশী ছাড়িতে কি পারিবে ?
রাসতলা হবে মরু শুকাইবে চূত-তরু
করিতে উৎসব ঘটা যাতে ফল ফলিলে।
শ্বসিতেছে বেণুবন মুয়ে মুয়ে ভূতলে,
পথ রোধে ধেনুগণ চোখে নীর উথলে।
ফুলের বদলে শিলা ছুড়ে শেষে একি লীলা ?
নিজ হাতে গাঁথা মালা রথতলে দলিলে।

শ্যাম বিহনে

হলোনা বসন্ত এবার বৃন্দাবনের বনে,
প্রেমানন্দ বিহনে—শ্যামচন্দ্রমা বিহনে।
কোকিল এসে ডাক্‌ল কুহু বকুল শাখায় মুহুর্ম্মুহুঃ
শুনে ব্যথার আহাউহু ফিরল হতাশমনে।
দখিণ পবন এসে সবায় গেল ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
জাগ্‌লন কেউ, কীচককানন বাজ্‌লনা তার ফুঁয়ে।
ললিত ল-বঙ্গলতা হলোনা তায় রঙ্গরতা
চূততরু অঙ্গ হতে খস্‌ল পরশনে।
শীত অবসান ভেবে হঠাৎ পলাশ দিয়ে উঁকি,
দেখে ধূলায় লুটায় যত ব্রজের বিধুমুখী।
অম্‌নি সে মুখ লুকাইল, গুম্‌রে দুখে শুকাইল,
ফোটা এবার হলোনা তার রভসরঙ্গনে।
শোণতরাঙা শানিত সব শায়ক পিঠে বাঁধি,
এসেছিলেন অনঙ্গদেব ফিরে গেলেন কাঁদি,
অশ্রুপিছল পথে পড়ি ফুলের ধনু গড়াগড়ি।
যমুনা গায় বিয়োগিনী আর্ত্তআলোড়নে।
হোলীই যখন হবেনা তার বৃথাই আয়োজন,
ফুটতে গিয়ে গেল ফেটে নটকোনা রঙ্গণ।
গগনবনের অরুণিমা তরুলতার তরুণিমা
ধূসর হয়ে ধূমল হয়ে মিলায় দিগঙ্গনে।

রাখালরাজ

অবুঝ কানু কার মায়াতে ভুলে
গোকুল ছেড়ে চ'লে গেলি ভাই ?
সেথায় কেবল হাতী ঘোড়ার মেলা
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই !
কোথায় সেথা দূর্ব্বাশ্যামল গোঠ
রাখাল দলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত কোমল ধবলদেহ
কোথায় সেথা এমন দুধল গাই !
এমন রাখালরাজ্যখানি ফেলে
কেমন করে' আছিস কানাই ভাই ?

ময়ূরনাচা এমন পাখীডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন ?
মাটীছোঁয়া কোথায় তরুশাখা
ঝুল্‌বি কোথা দুল্‌বি সারাক্ষণ ?
ফুল্‌বনে নাই ফুলের ছড়াছড়ি
ফুলের ডোরে কোথায় জড়াজড়ি ?
গুঁজতে কাণে মুকুল কোথা পাবি ?
খুঁজতে গিয়ে আকুল হবে মন।
অবুঝ রাজা এমন বাঁশীবাজা
সবুজ তাজা কোথায় সেথা বন ?

দুপুর রোদে সেথায় তরুর তলে
কোথায় পাবি মধুর মৃদু হাওয়া ?
কোথায় সেথা কালিন্দীরি নীরে
কল্‌কলিয়ে সাঁতার কেটে নাওয়া ?
সেথায় কিরে গভীর কালীদ'য়
কমল কুমুদ নিত্য ফুটে রয় ?
গায়ের ঘামেও ঘনায় ঘুমের ঘোর
কোথায় এমন ঘুমে নয়ন ছাওয়া ?
রোদের তাতে তাতলে তনু তোর
গাছের ছায়ায় কোথায় পাবি হাওয়া ?

তুল্‌বে কেবা বেলের কাঁটা দিয়া
কুশের আঁকুর বিঁধলে রাঙা পায় ?
পড়্‌লে খসে নূপুর ধড়া চূড়া
আবার কেবা পরিয়ে দেবে হায় ?
তমাল তলে বস্‌লে মেলি পা,
বাছুরটী আর চাট্‌বেনাত গা !
ক্লান্ত হ'লে চাইবি কারে জল
কার কোলে তুই এলিয়ে দিবি গায় ?
ক্ষুধা পেলে আন্‌বে কেবা ফল
ঘাম্‌লে ও-মুখ মুছিয়ে দিবে তায় ?

সেথাও যদি উপদ্রবই করিস্
তারা কি তোর সইবে আচরণ?
সেথাও যদি মাখন দধি হরিস্
তোয় যে কটু কইবে অকারণ!
বেণু যদি বাজাস্ রাখালরাজ
কেমন করে' করবে তারা কাজ?
বক্‌বেনা ত তোর বাঁশরীরবে
যদি বা হয় পরাণ উচাটন?
কলস যদি হরিস্ ঘাটে, তবে
হাস্‌বে কিরে তথায় বধূগণ?

রাজা হওয়া যদিই এত সখ
রাজা ত তোয় করেছিলাম মোরা;
ছিল ত তোর মন্ত্রী পারিষদ,
গোধন মৃগ,—তারাই হাতী ঘোড়া।
উইয়ের ঢিপির সিংহাসনের 'পরি,
মাথায় দিলাম পাতার মুকুট গড়ি,
কণ্ঠে দিলাম গুঞ্জাফলের মালা
হস্তে বাঁধি রাঙা রাখীর ডোরা।
হেথায় ফেলি রাখালরাজের লীলা
কেমনে তুই থাকৃবি মাখনচোরা?

মথুরার দ্বারে

চরণে মিনতি প্রহরি তোমার, বসোনা অমন বেঁকে,
মোরা তোমাদের রাজারে হেরিতে এসেছি গোকুল থেকে।
ছেঁড়াধড়া পরা, পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা ;
তাই ব'লে কিরে যেতে হবে ফিরে, পাব না কানুর দেখা ?
তুমিত জাননা, প্রহরি, তোমার রাজাটি মোদের কে !
এই ধূলিমাথা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে।
আমরা কাঙাল, আমরা গোয়াল, সে আজ অনেক বড়।
ও চরণে ধরি তোরণ-প্রহরী, তাড়ায়োনা, দয়া কর'।

আমাদের কানু তা-র কাছে যেতে তো-র পায়ে সাধাসাধি !
চোখে আসে জল মুখে আসে হাসি, তাইত হাসি কি কাঁদি !
দাঁড়াইয়া ঠায় দ্বারে ধূলা পায়, কানু শুনে তাই যদি,
কত ব্যথা মরি পাবে সে, প্রহরী, আঁখিনীরে ব'বে নদী।
রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই ছেড়েছে মোহন বাঁশী
সেই হ'তে তার বুঝি মুখ ভার, নাই খেলাধূলা হাসি।
আহা সে কতনা পেয়েছে যাতনা কেঁদেছে মোদেরে ছাড়ি।
অমন করিয়া দিওনাক ঠেলি', ভ্রূকুটি করোনা দ্বারি !

কালীদহ হতে এনেছি তুলিয়া তার তরে শতদল,
যে বনে বেড়াত চরাত গোধন, সে বনের পাকা ফল,
শাঙলীর দুধে মথিয়া নবনী, ধবলীর দুধে ক্ষীর,
এনেছি মালতীফুলে মালা গাঁথি যমুনার কালো নীর।

এনেছি পাঁচনী, শিখিচূড়া, ননী, কোঁচানরঙীন ধড়া,
বাঁশবন ঢুঁড়ি এনেছি বাঁশুরী যতনে ছিদ্রকরা।
গোটা গোকুলের আঁখিজলে ভেজা এসেছি আশিস্ নিয়ে,
ভাঙ্গা হৃদিভার রাঙ্গা আঁখি আর—একবার বল গিয়ে।

বলিস্ তাহার রোপিত লতাটি আজি ফুলে-আলোকরা,
ঘেরি নীপতল আসিয়াছে জল যমুনা দু'কূল ভরা।
যা ছিল মুকুল এখন তা' ফল, চারা বাঁধিয়াছে ঝাড়,
আদরের বুধু হয়েছে ডাগর শিশু উঠিয়াছে তার।
কোথা র'বে তার রাজসভা, দ্বারি, রবেনা সে গৃহকোণে,
বুকে এসে ছুটে পড়িবে সে লুটে একবার যদি শোনে।
নয়ন রাঙায়ে দিওনা তাড়ায়ে প্রহরী নিঠুরহিয়া,
দিব ক্ষীর সর ফলফুল তোরে,—একবার বল গিয়া।

বৃন্দাবন অন্ধকার

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলেনা চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলেনা গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটেনা বনে কুন্দনীপ,
ছুটেনা কলকণ্ঠ সুধা পাপিয়া পিক চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

ছোঁয়না তৃণ গোঠের ধেনু, ব্রজের বনে বাজেনা বেণু,
করেনা শ্যামরাধিকা লয়ে শারিকাশুক দ্বন্দ্ব আর।
পিয়ালফুলপরাগ ম্যথি' আয়ত-তরলায়িতআঁখি,
হরিণী আজি লেহন করে চরণসুধাস্যন্দ কার?
বৃন্দাবন অন্ধকার।

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করেনা আলো তমালশাখা
কমলকলি ফুটেনা, অলি লুটেনা মকরন্দ তার।
রুচেনা কারো নবনীসর, হেলায় লুটে অবনী'পর
করেনা দধিমন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

ফেনিল কেলি সলিলে নাহি, তটিনী আর ছুটেনা গাহি',
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি করেছে খেয়াবন্ধ তার।
নূপুর হার হারানো ছলে গোপীরা সাঁঝে যমুনাজলে
করেনা দেরী আজিকে হেরি হাসিটি শ্যামচন্দ্রমার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

বাতাসে শ্বসি' বেতসীবন হুতাশে মরে হুতাশমন,
'রচেনা কোলে ঝুলনদোলে মিলনপ্রেমানন্দ-হার,
সখারা শোকবিবশবেশে মুরছি পড়ে দিবসশেষে,
গাঁথেনা মালা, ভরিয়া ডালা তুলেনা ফুল বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাড়ায় ব্যথা-পাথার ভানুনন্দনার।
চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি', থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি',
গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো চলেনা হৃৎস্পন্দ আর।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

পাদমেকং ন গচ্ছামি

ব্রজের সখী ব্রজের সখা, কাঁদছ কেন আকুল রোলে?
আমার সাধের গোকুল ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি চ'লে।
রজের মাঝে পেয়ে আমায় শিহরে ঐ ব্রজের দেহ,
প্রতি হৃদয়স্পন্দে আছি, কেঁদনা ভাই তোমরা কেহ।
ব্রজের বাটে, ব্রজের ঘাটে, ব্রজের গোঠে, মাঠের মাঝে
শষ্পলতায় পুষ্পপাতায় আছি হেথায় নানান সাজে।
কাঁদ্‌ছ মিছে, নয়ন মুছে দেখ চেয়ে এইযে আমি।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

বরণ আমার বিলীন হ'ল ব্রজের শ্যামল দূর্ব্বাদলে
শাঙণ গগন মগন করি কালিন্দীর ঐ কালো জলে।
ময়ূর-নাচা তমাল বনে সংশয়ে চাও মাঝে মাঝে,
ভুল তা'ত নয়, আমার চাঁচর চিকুর চূড়া হোথাই রাজে।

গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে আলিঙ্গিতে আহ্লাদিয়া
গলে' গলে' নাম্‌লো গিয়া কালিন্দীতেই আমার হিয়া।
রসাল-শাখার শুক শারিকা করছে আজো আমার নাম-ই,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

বেণুর বনে বাজ্‌লে বাঁশী চমকে উঠ চেন' নাকি?
কালীদহের নীলোৎপলেও দেখনিকি আমার আঁখি?
কৃষ্ণ-সারের চরণ পাতে থম্‌কে দাঁড়াও চাওযে পিছে,
আমার চরণশব্দ সে ত,—একেবারে নয়ক মিছে।
বন্ধুজীবে রক্ত অধর,—কিসলয়ে নখর রুচি
পদ্মদলে চরণ তুলে,—কুন্দ ফুলে হাস্য শুচি,
চিনি-চিনি চিন্‌তে নার' চমকে উঠে চাওযে থামি,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

পাটলঅশোকপলাশবাগে ফাল্গুনে মোর রঙের মেলা,
পরাগরাগের হোলির ফাগে উচিত আমায় চিনে ফেলা।
বকুলডালে বেতস বনে বাদল বায়ে ঝুলন করি,
ব্যাকুল চোখে চেয়েও থাকো যেন আমায় ফেল্লে ধরি'
দেখ্‌ছনা ঐ চল্‌ছে আমার রাসের লীলা চুপে চুপে,
হাজার ঢেউয়ে পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশীর হাজার রূপে।
উদাস বায়ুর পরশ দিয়ে বিবশ করি দিবস যামী,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

মানসীপ্রতিমা

মাধুরী জাগি মঞ্জরিয়া রচিল তনু-লতিকা
পুঞ্জীভূত কুঞ্জশোভা নয়ানে,
উঠিল প্রীতি গুঞ্জরিয়া লইয়া মধু গীতিকা—
ফুটিল হয়ে মঞ্জুভাষা বয়ানে।
বিনয়, চারু চরণ হ'য়ে লুটিছে চুমি ধরণী—
ফুটিছে ভূমিকমলে কোন্ মায়াতে।
শান্তি কেশকলাপ হ'য়ে দুলিছে ঘনবরণী
শরণ মাগে নয়ন তার ছায়াতে।

রুচির শুচি পুণ্যরুচি দুগ্ধফেনে উথলি'
ভাতিছে বিধুবদনে স্মিত হসনে,
লাজ-শোণিমা অধররূপে বিম্বরাগে উজলি,
সুষমা রচে কুন্দ-সিত দশনে।
শুভ বাসনা লাক্ষা-ক্ষীরে লভিয়া সিত-শোণিমা
কপোলে ফুরে পুলকে প্রতি পলকে,
সতীসুলভ সমুদারতা বহিয়া গুণ-গরিমা
জাগে ললিত বিধুললাট-ফলকে।

দৃঢ়তা রাজে নাসিকা হয়ে, ধীরতা হলো রসনা,
শ্রীল-তা জাগি ভ্রূলতা হয়ে বিলসে,
যুগলপাণি-মৃণালে, বাণী- কমলা-সেবারাধনা
সুরভি যশে জীবনীরসে বিকসে।
লোচন দুটি হইয়া ফুটি করুণা, ছলছলিয়া
তাপিত জনে স্নাপিছে সুধা বিলায়ে।
ঋজুতা চারু চিবুক-তটে রয়েছে ঢলঢলিয়া
সৌম শম কণ্ঠে আছে মিলায়ে।

মঙ্গল শ্রী-অঙ্গ ভরি, ভঙ্গি হয়ে শোভিয়া
স্মরায় শুভা শোভনশীলা সীতারে,
দ্যুলোক, নারী-জীবনে তব নবীন রূপ লভিয়া
— ভূলোকে পারিজাতের ভাতি বিথারে।
চিৎকুসুমসুষমা দিয়ে গড়িল শত সতীমা
শতেক দলে তোমার হৃৎ-কমলে,
সকল শুভ পাবন-গুণ- মিলনে নব প্রতিমা,
বিধি-মানসদুহিতা অয়ি অমলে।
তোমারি প্রীতি-পূজার যাগে সুকৃতি নিতি আহরি,
কুসুম ধূপ যোগায়, সুখ বেদনা,
তোমারি প্রেমকল্পবনে বিহরি তপ আচরি',
দেবতা অয়ি, আমার ধ্রুবসাধনা।

বধূ-বরণ

কনককুম্ভ ভরি' আনো তুমি সতীতীর্থের জলে,
মণিমঞ্জুষা ভরি আনো দেবি অধিবাস-মঙ্গলে।
তুলসীর লাগি আনো দীপমালা, অশথের ঝারা-নীর,
গোধনের তরে নীবার-শষ্প, দেবশিলা লাগি ক্ষীর।
অরুন্ধতীর প্রসাদী পুণ্যে ভরিয়া সেবার থালা,
তমসাতীরের তপোবন ফুলে সাজাও পূজার ডালা!
বটতরুমূলজড়িত দেউলে আরতি বাজেনা হায়,
জাগ্রত কর নবকলেবরে নিদ্রিত দেবতায়।

অয়ি শুচিশীলে, চম্পকবনে তুলসীলতার মত
লৌহবলয়ে কর পবিত্র কাঞ্চনভূষা যত।
সতী-রমণীর অনুমরণের চিতানল-শিখাসম
সীঁথিভরা আনো সিন্দূর লেখা বিদূরি দুরিততমঃ।
শত জনমের শুভমিলনের শতেক শুভ্রসূতা,
শাঁখার আকারে বেড়ি লও করে হে দেবি যজ্ঞাহূতা।
দেহে শোভে হেমে—রমার গরিমা, শঙ্খে বাণীর ভাতি,
গেহে লভে যেন কমলা ভারতী দীপারতি দিবারাতি।

অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠার পুটে সত্য মণিটি রাখ';
হাসি দিয়া শত গৃহকর্ম্মের ক্লান্তিবেদনা ঢাক'।
ফুটায়ে তুলিও দিনের সাধনা যশের গন্ধে ভরা,
কথাগুলি যেন তোমার বলিয়া মধুরসে যায় ধরা।

চরণপরশে ভবনাঙ্গন কর' পঙ্কজময়,
সুরভি পরাগ হউক তাহার ধূলিকঙ্করচয়।
তব নিশ্বাসে মন্দার-বাসে গন্ধিত হোক ধূপ,
অমৃতের তুলী তব অঙ্গুলি গৃহে দিক্ নব রূপ।

কুসুম-শয়ন

আজি সখি, আমাদের কুসুমশয়ন।
মধুগন্ধে ভরপূর বায়ু বহে ফুর-ফুর
হিয়া দুটি দুর-দুর, অলস নয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন॥
আজি যেন সৃষ্টিছাড়া, সর্ব্ববাধাবন্ধহারা,
রসাবেশে মাতোয়ারা আ-লুলিত তনু,
ভুলি সব দুখ জ্বালা চৌদিকের ঝালাপালা
অলির শিঞ্জিনী দিয়া রচ' ফুলধনু।
কাঁটা যদি রহে ফুলে ব্যথা তার যাও ভুলে,
কাননে কাঙাল করি কর লো চয়ন।
আজি প্রিয়ে আমাদের কুসুমশয়ন॥

কিম্বা আজি রঙ্গভরে কৌমুদী-তরঙ্গ'পরে
বাহিয়া সেফালিঘন রাজহংসতরী,

কল্পসুষমার দেশে চল সখি যাই ভেসে
যোজনগন্ধার গন্ধপন্থা অনুসরি',
আফিমফুলের চুম লভিয়া ঘনাবে ঘুম ;
পরীরা পাখার বায়ে উড়াবে অলক,
বুলায়ে শিরীষ ফুল, ভুলাবে তন্দ্রার ভুল,
নয়নপলাশে পুনঃ জাগাবে পলক।
বকুলমালিকা টুটি চুলে রবে শির জুটী
কদম্বের উপাধান করিবে বহন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন ॥

মানসকুমুদবনে চলো যাই সন্তরণে,
সোমকান্তস্বিন্ন নীরে অচ্ছোদ-তড়াগে,
মিলাইব চখাচখী বারিচর সখাসখী,
বউকথা-কও গাবে সুরভি বেহাগে !
কিম্বা চল তুলি গিয়া তারাকুঞ্জদোলে, প্রিয়া,
আকাশকুসুম দিয়া ত্ব'হাতে ছড়ায়ে।
চন্দ্রমল্লী-সীধুপানে চকিত চকোর-গানে
বিধুপরিবেষ গায়ে পড়িব গড়ায়ে !
ত্যজি ধরণীর সাজ এস সখি এস আজ ;
মুকুলত্নকূল দিব করিয়া বয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন ॥

কিশোরী বধূ

আমার কোরক-বধূ
অঞ্চলভরা সৌরভ তার অন্তরভরা মধু।
ফুটেছে শুভ্র যূথীর মতন,
মৌনমধুর সৌম্য শোভন,
আলোক-নীহারে নোলক-মুকুতা টুল-টুল করে বায়।
নীপের মতন নাহি শিহরণ
নহেক উগ্র চম্পা যেমন
বকুলের মত ব্যগ্র অধীর করেনাক মদিরায়।
আমার নবীনা বধূ,
অঞ্চলভরা পরিমল তার,—অন্তরভরা মধু।

জীবন-সখীটি মম
সঙ্কোচমুঠি তার কর দুটি পঙ্কজ-কলিসম।
ললিত লতিকা লজ্জারোচনা
ঢল ঢল নীল কুসুমলোচনা,
পেশল তরল তনিমা ভরিয়া সরল গরিমা তায়।
সে যে চির-অবলম্বনশীলা
জানেনাক ছল কৌশললীলা;
তরুর শাখাটি জড়ায়ে লতায়ে ঘুমায়ে পড়িতে চায়।
আমার কিশোরীজায়া,
কঙ্কণপরা করদুটি—তার পঙ্কজময়ী কায়া।

কিশোরী-কান্তা মোর,
শুভ্ররুচির অন্তর-বেলা,—শুচি তার আঁখিলোর।
নব নিদাঘের ভাগীরথীসমা
বহিয়া নিভৃতে মার্য্যাদরা ক্ষমা,
শুভ সংসার-সৈকতে শোভে পুণ্যের মহিমায়।
নাহি উদ্বেল আবিল প্লাবন,
শীতল শান্ত স্বচ্ছ জীবন
ধীরি ধীরি যেন কুলু-কুলু বয় ঝিরি-ঝিরি মলয়ায়।
দরদী দয়িতা মোর,
লসিতরুচির হসিত তাহার, শুচি তার আঁখিলোর।

আমার আদুরী প্রিয়া
কণ্ঠ তাহার তুষে জনে জনে বচন-মাধুরী দিয়া।
শারিকার মত নহে সে মুখরা,
কোকিলার মত সে নহে প্রখরা,
ময়ূরীর মত রূপগৌরবে টলে' টলে' নাহি যায়।
সে-যে মোর শ্যামা বনের পাখিটি,
শিষে হরে মন—সচকিতদিঠি,
চায় এ হৃদয়-কুলায়-নিলয়ে লুকাইতে আপনায়।
আমার সোহাগী প্রিয়া—
কণ্ঠ তাহার বণ্টে অমিয়া, পোষ মানে তার হিয়া।

প্রত্যাবর্ত্তন

তোমার সাথে মিল্‌তে হেথা, ও কিশোরী, তোমার তরে
আবার আমি এলাম ফিরে ছেলেবেলার খেলার ঘরে।
কথায় কথায় মান অভিমান,
অল্পেতে বয় দুই চোখে বান,
কাঁদ্‌তে গিয়ে হেসে ফেলি তেম্‌নি আবার লীলা ভরে,
কাজের বোঝা হাল্‌কা হ'লো আবার তোমার খেলাঘরে

যৌবনের এই শৈলপথে বছর দশেক এলাম নামি,
ধূলাখেলায় হেলাফেলায় তোমার পাশে গেলাম থামি।
অভিজ্ঞতার গুল্মবাধা—
জটিলতার গোলকধাঁধাঁ,
বিদ্যাজ্ঞানের আলোকলতার বাঁধন ছিঁড়ে কেটে আমি
তোমায় লয়ে খেল্‌তে প্রিয়ে বছর দশেক এলাম নামি।

সুখের স্বপন ফির্‌ল আঁখে জুড়াইল তৃষার জ্বালা,
দোলাইলে আমার গলে আবার কুমুদ-মৃণাল-মালা।
কুণ্ঠাদ্বিধা-চিন্তাবিহীন
সরল মধুর ফির্‌ল সে-দিন,"
পিছন হতে চোখ টিপে মোর ধরলে যেদিন চপল বালা,
আবার কিশোর-কোকনদে ভর্‌ল সফল জীবন ডালা।

দুর্দ্দিনের বরণ

হলো তোমার বরণ প্রিয়ে মরণ নদীর ধারে,
বোধন হলো রোদন ভরা বেদনাঝঙ্কারে।
কোথায় প্রমোদ কোথায় হাসি?
বাজ্‌লনাক সানাই বাঁশী,
হাহাধ্বনি উঠ্‌লো শুধু শোকের পারাবারে॥
আঁধনিক পূর্ণিমাতে পুষ্পশোভন রথে,
তোমার সাথে প্রথম দেখা অশ্রুপিছল পথে।
শ্মশানমাঝে, জীবনসাথী,
জ্বল্‌ল চিতায় বাসরবাতি,
বাসর-রাতি ভর্‌ল অকাল অমার আঁধিয়ারে॥
আস'নি সই হ'তে আমার সুখের সহচরী;
শোকের দিনেই দিলদরদী আস্‌লে কৃপা করি।
সেই হ'তে ঐ আঁচলটি যে
অশ্রুতে মোর রইল ভিজে,
সেই হ'তে সই বর্‌লে আমার সকল বেদনারে॥
দশটী বছর ঘনীভূত দুইটি দিনের পুটে,
দুইদিনে প্রেম দশটী বছর আগিয়ে গেল ছুটে।
সুখের দিনের প্রথম মিলন
দুখের রাতে শিথিলবাঁধন,
অশ্রুজলের মিলন অটুট এ-পারে ও-পারে॥

প্রেমের স্মৃতি

কিশোরপ্রীতির মধুর স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
চম্‌কে উঠে যখন তখন, মানসতলেই সুপ্ত রয়;
পেয়ারাগাছের ফাঁকে ফাঁকে,
পায়রাগুলোর ঝাঁকে ঝাঁকে,
পল্লীপথের বাঁকে বাঁকে, বকবাতাবীর কুঞ্জবনে,
পিউতানে, যুঁইশিউলিবাগে সে প্রেম জাগে গুঞ্জরণে।

কিশোর ভালবাসার আলো লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
লতায় পাতায় বনের পথের যথায় তথায় গুপ্ত রয়;
সাঁজপূজনীর শাঁখের ডাকে
নোলক নাকে, চপল আঁখে,
লুকোচুরি খেল্‌তে থাকে দীঘির বাঁধা ঘাটটি ভরি'
বালকবালার খেলাধূলায় বেড়ায় পাড়ার বাটটি ধরি'।

বোশেখ মাসের অশোকতলায় হোলীর দিনে রাসবাড়ীতে,
পাথর-পূজার পৌরহিত্যে, শিশুপাঠের মাষ্টারীতে,
পূজার দিনে আটচালাতে,
দীপান্বিতায় দীপ জ্বালাতে,
সাঁজের দ্বারে জলঢালাতে যে বীজ বুকে উপ্ত হয়,
অঙ্কুরিত রূপটি তাহার লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়।

প্রথম বিরহ

শূন্য এ গৃহ আজ
শয্যা আজিকে হয়নিক তোলা, প'ড়ে আছে গৃহকাজ।
কুন্তলবনসৌরভে তব এখনো এ গৃহ ভরা,
জাগিছে তৈল আল্‌তায় তব দেওয়াল চিত্র করা।
সিঁদূর টীপের কৌটা আরসী সব খোলা আছে পড়ি,
চুলের দড়িটি চিরুনী তোমার ভূঁয়ে যায় গড়াগড়ি।
তব পদরেখাআঁকা
এ আঙনে প্রতি অণুকণাতেই তুমি রহিয়াছ মাখা।
আজি তুমি গৃহে নাই,
পায়ের শব্দ শুনিলে তবুও চমকি ফিরিয়া চাই,
দূরে রুনঝুনি শুনি শুনি যেন চারিদিকে তোমা খুঁজি,
মনে হয় সবি এলোমেলো হেরি এখনি ফিরিবে বুঝি।
জড়ের অঙ্গে এমন করিয়া জীবন সঁপিয়া গেলে,
আমারি সঙ্গে শ্বসিয়া শ্বসিয়া তারাও অশ্রু ফেলে।
কেমনে বল গো রই
তোমার চরণচিহ্নে পাবন এ ভবনে তোমা বই?
তব স্মৃতি গৃহময়,
ঘর ছাড়ি তাই, তব স্মৃতি পুন সে ঘরেই টেনে লয়।
আজি মনে হয় কত অবসর বৃথায় গিয়াছে চলি
বলা হয় নাই, কত কথা হায়, করিয়াছি বলি-বলি।

কপোতকূজনে গৃহখানি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে,
হুহু করে উঠে ধুধু মনোমরু, ঘুঘু যত ডাকে ছাদে,
গৃহের লক্ষ্মি মম !
এ গৃহ পূজার পরদিনে যেন ব্যথিত দেউল সম।

কিশোরী প্রিয়া

কিশোরি, করেছ যেন পলিত ধরারে পুন ললিতকিশোরী !
জাগে সে উল্লাসে ভরা, জড়তা জীর্ণতা জরা আজিকে বিসরি
অঙ্গের মাধুরী অঙ্গে শাপ মুক্তা হাসে রঙ্গে কুব্জার মতন।
সবি যেন রাঙা-রাঙা কচি-কচি ঢল-ঢল পেলব চিকন।
কুঞ্চিত শিথিল সবি কাঞ্চন মরীচি লভি লাবণ্যে মঞ্জুল,
এককগাল হাসি হেসে ধন্য আজি সখী বেশে বাঁধে যেন চুল।

কৈশোরের বেণুবীণে ভৈরবী বোধন, শুভ বিভাসী মূর্চ্ছনা,
জাগা'ল প্রেমের অর্ঘ্যে বনগিরিপ্রান্তরের অন্তর-ব্যঞ্জনা।
চললাস্যে কলহাস্যে ফেনিল উচ্ছল মম জীবন অধীর,
তটভূমি চুমি চুমি সুরাতরঙ্গিণী সম করিল মদির।
কন্বাশ্রমে শকুন্তলা সম যেন জরা ভেদি জাগিল যৌবন,
সমগ্র নিখিল হলো রসে গন্ধে ছন্দে অলিমুখর যৌবন,
আজিকে গিরিশ্রী যেন গৈরিক বসন ত্যজি বধুসজ্জা করে,
পরিয়া ময়ূরকণ্ঠি, আজি তার সব শিলা লীলারূপ ধরে।

বয়ঃসন্ধি

কৈশোর-কোরক হতে সহসা কখন
যৌবনের শ্রীসম্পদে হ'লে বিকশিত,
কবে গেল পলাশের কুণ্ঠিত কুঞ্চন,
সর্ব্ব অঙ্গ কণ্টকিয়া হলো হরষিত ?
হৃদয়-গহনে তব, পুষ্পধনু ধরি,'
সহসা পশিল কবে প্রথম নিষাদ ?
তুলিল তুমুল রোল তপোবন ভরি'
একসঙ্গে বিহঙ্গেরা ঘোষিল সংবাদ ?
কুসুমের বক্ষে কবে গূঢ় কক্ষতলে
ফলের সূচনা হলো পরাগের দলে ?

অয়ি ইন্দ্রায়ুধময়ি জানিনা কখন,
বর্ণ হতে বর্ণান্তরে করেছ প্রয়াণ।
সুসম্বৃত হয়ে এলো তনুর বসন
সংযত হইয়া এলো কলহাস্যতান।
চরণের চপলতা কবে সংগোপনে
হরণ করিল আঁখি, পারিনি ধরিতে,
শিথিল বিতান কবে উন্মাদ পবনে
মঞ্জুল কূর্দ্দুল হলো হৃদয়-তরীতে ?
পীন হলো কবে ক্ষীণ, ধনী হলো, দীন,
একতারা কবে হলো সাততারা বীণ ?

বুঝি সে ফাল্গুন রাতি, দক্ষিণ সমীরে
উড়িয়া পড়িয়াছিল বক্ষের অঞ্চল,
নব নৃপ পুরে চুপে প্রবেশিল ধীরে
কৈশোরের সিংহাসন যাহে টলমল ;
বিনা রণে পেল তার কবচ কৃপাণ
সশঙ্ক প্রকৃতি-বর্গ দাঁড়াল সরিয়া।
লাজে ভয়ে অন্তঃপুরে করিল প্রয়াণ
কৈশোরসজনী যত গুণ্ঠন পরিয়া।
ধরিতে নারিনু আমি, চোরের মত
মর্ম্মের সুড়ঙ্গ পথে পশিল যৌবন !

যে দিন কৈশোর তব লইল বিদায়
চিত্তরাজ্যে দৃশ্য আহা হইল কেমন ?
উঠিল কি হাহাকার বিরহ ব্যথায়
শ্যামহারা বৃন্দাবন বিধুর যেমন ?
সেদিন কি নেত্রে তব ফুটেছিল জল ?
উরস কি হয়েছিল শ্বাস-দুরুদুরু ?
রচিতে রচিতে নব বরণমঙ্গল
সুখে দুখে হতেছিল মন উড়ু-উড়ু ?
জানি না কখন কবে কৈশোরের মধু
যৌবনের সীধু হলো, অয়ি প্রাণবধু।

মুগ্ধ আবাহন

ওগো, মহুয়াবনের সাকী,
এস—মুখমদিরায় মুকুলে মধুপে মাতায়ে বকুলশাখী।
কপোল-পিয়ালা ঢলঢল ভায়
গোলাপী সরাব টলটল তায়,
তব তুল্-তুলে আঙুর-আঙুলে মুদাও আমার আঁখি।
ওগো, বারুণীপুরীর সাকী
তব রূপসীধু পিয়ে পিয়ে প্রিয়া,
রভসে অবশ হোক মম হিয়া,
তব প্রেমরস-দ্রাক্ষাকুঞ্জে ঢুলে পড়ে' যেন থাকি।
এস দ্রাক্ষাবনের সাকী।

ওগো, শৈলসানুর রাণী,
আনো ও-বাহুর অটল অটুট শিলার নিগড়খানি।
পাষাণি, উরস পাষাণকারায়
চন্দনশীত উৎস ধারায়
বন্দী যেন গো আপন হারায়, না শুনে মুক্তি-বাণী।
ওগো, পাষাণদেশের রাণী
বীরবালা আজি রণ অবসান,
চরণে সঁপিয়া কবচ কৃপাণ,
বিদ্রোহী পায়ে পড়িছে লুটায়ে চির পরাজয় মানি,
ওগো শৈলপুরীর রাণী।

ওগো, অসিতদেশের প্রিয়া,
এসো খঞ্জন-আঁখির ভুরুর অঞ্জনলতা নিয়া।
দূর দিগন্ত, ঘনবন গিরি
উজলি ধ্বান্ত কুহেলিকা চিরি,
মসীসিন্ধুর শশী তুমি উদি' আলোকিলে মম হিয়া।
ওগো, কজ্জলকেশা প্রিয়া,
আঁক'লো ইন্দ্রনীল-শলাকায়
রস-অঞ্জন আঁখির পাখায়,
স্বপনে ঢুলাও যাদুকরি, মায়া-অম্বুরঞ্জন দিয়া।
ওগো নিকষদেশের প্রিয়া।

ওগো, স্বপনপুরীর পরী,
এস লম্বিত ইন্দ্রধনুর মালিকা হস্তে ধরি'।
তারার কুসুম ছড়াস্তে ছড়াতে,
ছায়াপথ বেয়ে নাম' এ ধরাতে,
কনকের দীপে জোনাকি-ফিন্‌কি প'ড়ে যাক্ ঝরি ঝরি!
ওগো, স্বপনলোকের পরী,
লূতাজালরচা লঘুসঞ্চার
প্রজাপতিখচা দুটী পাখ্‌নার
ছায়ায় হাওয়ায় মোহন মায়ায় চেতনা লহগো হরি'।
ওগো, কল্পবনের পরী।

পাহাড়িয়া প্রিয়া

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় তুলসী-কুঞ্জে কি দিয়ে তুষিব তোমার হিয়া?
কোথা ঝাঁর-তরু তমাল নমেরু দেবদারু চারু নীপ?
পলাশ-শ্রীর ললাটের 'পরে কোথা সে চাঁদের টিপ?
শিরীষ-বালার অলক দুলায়ে পবন হেথা না ফুরে,
মহুয়ার বনে মাতিয়া হেথায় মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈলসোপানে এলায় না তার বেণী
কোথা দিগন্তে তরঙ্গায়িত তুঙ্গ গিরির শ্রেণী?
হেথা শিলাজতু গলায়ে ঝরেনা গেরুয়া উৎসবারি।
সিকতাহৃদয় বিদারি এখানে ভরেনাক কেহ ঝারি,
কোথায় উদার অবাধ জীবন ভূধরের পাদমূলে!
চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি গিরিনদী-কূলে-কূলে?
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া
হেথায় বঙ্গ-অঙ্গনে তব কি দিয়ে তুষিব হিয়া?

ওগো পাহাড়িয়া বালা,
বল্লীবলয় ভুজে তব, গলে কূটমল্লিকা-মালা।
প্রকৃতি হেথায় সুকৃতির রূপে বেঁধেছে কুটীরখানি,
আলিপনাআঁকা ছায়ামণ্ডপে এস গিরিবনরাণী।
পূর্ণ কুম্ভ তব মেখলায় পাণি-বন্ধন যাচে,
কম্বু হেথায় তব চুম্বন আশায় আশায় আছে।

ফুলপল্লব-ভূষণ তেয়াগি ভবন-ভুষণ পর'
টান' শির 'পরে লাজ-গুণ্ঠন, শঙ্খবলয় ধর'।
আঁক' সীমন্তে সিন্দূর-লেখা, বাঁধ' কুন্তল রাশি,
হোক্ অচপল চরণযুগল, সংযত হোক্ হাসি।
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা গিরিকুঞ্জের পাখী,
হরিণ-নয়নে ঘেরিয়া বেড়িল শত তরুণীর আঁখি।
ওগো পাহাড়িয়া বধূ,
হরিত পর্ণপুটে আনো গিরি-প্রকৃতি-হৃদয়মধু।

মুক্তি

(১)

এস সখি মুক্তি-লোকে রুদ্ধ গৃহমাঝে
বাহিরে খুলিয়া যত সংসার-শৃঙ্খল,
হেথা এস মুক্ত শ্লথ সুষমার সাজে
বিগলিয়া কর্ম্মক্লান্ত যৌবন তরল।
এলায়ে গুন্ঠিত কুণ্ঠা মুকুলিত লাজ,
ফুটে উঠ' কণ্ঠ-বৃন্তে চম্পার মতন।
রাখি উপাধানতলে সর্ব্ব ভুষাসাজ,
পর' প্রেমকল্পতরু-সঞ্জাত ভূষণ।

হেথা হৈম সিকতায় মাণিক্য-সন্ধানে
মন্দাকিনী-তটে খেলা রভসে হরষে,
কভু বা অঙ্গের ভূষা রাখিয়া সোপানে
অবিশ্রান্ত জলকেলি অচ্ছোদ-সরসে।
ইহ-স্মৃতি হারাইয়ে, গৃহের নন্দনে
এস প্রিয়ে, লভ' মুক্তি নিবিড় বন্ধনে।

(২)

উঠ সখি জাগ' জাগ' পোহায় রজনী
মৃদঙ্গে উঠিছে দূরে কুঞ্জভঙ্গ গান।
ভোরের বৈরাগী পথে বাজায়ে খঞ্জনী
টহল গাহিয়া দিল টলাইয়া প্রাণ।
সুপ্তি-সুষমার সুখ-স্বপ্নপুরী হ'তে
গৃহাঙ্গনে ফিরে এস, ওগো মায়াময়ি,
ভিড়াও মানস-তরী কর্ম্মতটপথে
বিলাস-তরঙ্গ ত্যজি, অসম্বৃতা অয়ি।
আলোকে পুলকে মেলি আঁখির পলক
আলুলিত যৌবনেরে করিয়া সংহত,
মুছি তন্দ্রালস আঁখি, গুছায়ে অলক
শিথিল তনুর কর শাসন-সংযত।
ধীরে ফেলি পাদযুগ লাজসঙ্কুচিত,
অলিন্দ অঙ্গন পুনঃ কর পঙ্কজিত।

হাফেজের আত্মদান

বাঁধিতে হরিণ হিয়া কোথা হতে এলো প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস,
তোমার নয়ন-কূপে স্বপনেরা ব্যাধরূপে
নীরবে গোপনে করে বাস।

তব চিকন চিকুর চুলে চামেলি চমকি উঠে,
'আদীন'-প্রবাল গুলি ও-অধরতটে লুটে,
সুরার সুরভি সুর শিরায় শোণিতে ছুটে
মদালস তব মৃদুহাস।
শীত বায়ু-চঞ্চল তব পীত অঞ্চল
বিতরিছে আতরের বাস।

প্রিয়ে তব রূপ রশ্মিতে সবার গরব গুঁড়া,
হুরী পরী গড়াগড়ি লুটায় হীরার চূড়া।
লাজে হেম উষা ম্লান জোছনা শ্যামায়মান,
বাগে বাগে গোলাপ হতাশ,
মিছে আভরণ ফেলি পিছে আবরণ ঠেলি,
কর যদি সুষমা প্রকাশ।

তব—গমন-পথের 'পরে পাতি' দেই এই হিয়া,
ঘুমালে চরণরেণু রুমালে মুছাইয়া প্রিয়া,

ও স্মিত কপোল-কূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া,
নিবারিব মরুভূ-পিয়াস,
তব তনু লতিকার ছোঁয়া পেতে একবার
হতে পারি চির ক্রীতদাস।

অপরাধ কার?

মিছে সখি ধরো অপরাধ।
না চাহি আপনা পানে মিছামিছি অভিমানে
দোষ ধরি' রোষ করি' ঘটাও প্রমাদ।
জান নাকি, কোন দিন নহে অলি লোভহীন,
তপ আচরিতে সেত ঘুরেনা কাননে?
মধু-গন্ধে পুলকিয়া রূপ-ভাতি ঝলকিয়া
কমল ফুটালে কেন অমল আননে?
যেন পক্ক বিম্বফল রসভরা ঢল ঢল
কেন এত মনোহর অধর রতন?
শুকের কি উপবাস? শুধু কি ভুখের শ্বাস?
ক্ষুধা যে জীবন-ধর্ম্ম তাহা কি নূতন?
পড়িয়া জলের কাছে এ মীন কেমনে বাঁচে
সে কথা জানিয়া, সখি, কেন কর ছল?

আঁখিপুট-তটভরা　　　　　শ্রান্তি-জ্বালা-কান্তিহরা
　　ছায়া-ঘেরা স্বচ্ছ বারি কেন টল মল ?
এটা সখি কার ভুল ?　　　　চোঁয়ায়ে তারুণ্য ফুল,
　　লাবণ্যে আনিলে কেন বারুণীর বান ?
যদি তায় অবশেষে　　　　এ মক্ষী যায়গো ভেসে
　　কেন দোষ ধর' ?　তার কতটুকু প্রাণ ?
মিছে দূষ' অধীরতা　　　　কেন তব বাহু-লতা
　　সাতপাকে জড়াইল এই তরুশাখা ?
চকোরে শাসিছ বৃথা,　　　　গৃহ ভরি, শুচিস্মিতা,
　　দন্তরুচি-চন্দ্রিকায় বিরচিয়া রাকা।
নিয়ত ঝঙ্ক্রিয়মান　　　　বাণী, বীণাবেণুতান,
　　মানস কুরঙ্গ সেত অবোধ সরল,
অতিলোল প্রাণ তার　　　　ও কটাক্ষ বজ্রসার,
　　হানে যে নিশিত শর নয়ন তরল।
নখের ভাতিতে যদি　　　　ফুটে গুল নিরবধি
　　বুলবুল আঁখি মুদি বসিবে কি তপে ?
সুলভ সম্মুখে তার　　　　রূপশিখা অনিবার
　　শলভ সাধে কি আর তনু মন সঁপে ?
দুর্ব্বল দীনের ঘরে　　　　এ সব কিসের তরে ?
　　লিপ্সার অপ্সরোলীলা কেন অনুখন ?
পদে পদে অপরাধ　　　　নিতি যদি পরমাদ,
　　তবে কেন অকুণ্ঠিত মুগ্ধ আয়োজন ?

দিনে ও রাতে

আমি—দিনের মরু পার হয়ে যাই কিসের আশে আশে ?
রাতে—চিকুর ছায়ার শান্তি তরে বাহু-লতার পাশে ;
ধূলায় মলায় ক্লিন্ন স্বেদে   সারাদিনের দুঃখ খেদে
ধৌত করে' ফেলব বলে' তোমার প্রেমোল্লাসে।

সারা— দিনের প্রহর জুড়ায় আমার রাতের মধু যামে,
প্রিয়ে—শ্রমের শিরে তোমার প্রেমের শান্তিধারা নামে।
বঞ্চনা ভুল দিবসভরা,   লাঞ্ছনা লাজ তপ্ত ত্বরা,
সবই উড়ে পলায় দূরে তোমার মলয়-শ্বাসে।

যদি— রাতে তোমার সোহাগ, তেজে প্রাণ নাহি দেয় ভরে'
খর— দিনের তাড়ন আলোর পীড়ন সইবা কেমন করে' ?
নিশার প্রবোধ পুরস্কারে   শ্রমোৎসাহ উষায় বাড়ে
রাতের চুমাই শ্রান্ত প্রাণের সকল ব্যাধি নাশে।

যত— অরসিকের মেলায় দিনে এ কান ঝালাপালা,
রাতে—তোমার বাণীর সুধায় জুড়ায় তাহার ক্ষুধাজ্বালা।
ঐ অধরের জ্যোছ্‌না আশায়,   রৌদ্রে সহি রুদ্রতৃষায়,
দিনের দাহন সহি প্রেমে গাহন অভিলাষে।

স্পর্শ

(উত্তর চরিত)

কে দিল ঢালিয়া হরিচন্দন-পল্লবরস সঙ্গে
নিঙাড়ি ইন্দুকিরণাঙ্কুর মরি মরি মোর অঙ্গে ?
কে দিল এ মনঃপরিতর্পণ জীবনৌষধি বিত্ত,
অমৃত-সিক্ত করিল তিক্ত তাপ জর্জ্জর চিত্ত ?
সঞ্জীবন এ পরিমোহন যে পুরাপরিচিত স্পর্শ,
অঙ্গে অঙ্গে প্রেমতরঙ্গে জাগায় নবীন হর্ষ।
সন্তাপজাত মূর্চ্ছা ঘুচায়ে পরমানন্দ-বন্যা,
করিছে বিবশ আনি' নব রস-জড়তা পুলকজন্যা।

ভূষণ

চেয়েছিলে ভূষণ, প্রিয়ে, ভূষণ সবি সঙ্গে আছে।
আছে হৃদয়-মঞ্জুষাতে আছে আমার অঙ্গে আছে।
আজকে বুকের রক্ত দিয়ে, আল্‌তা দিব পরাইয়ে,
সোহাগে সই দুলিয়ে দেব চুমার নোলক নাকের কাছে
রচিব হার একটা হাতে, মেখলাটি অঙ্গুটাতে—
তোমার কাণে প্রেমের গানে রচিব-দুল নূতন ছাঁচে।
পায়ে দিব হিয়ার নূপুর, বাজবে প্রিয়া ঝুমুর-ঝুমুর
ভূষণ প'রে দেখ্‌বে বয়ান আমার দুটী নয়ান-কাচে।

সমস্যা

তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?
অঙ্গলতা গন্ধশোভায় আছেই সদা মুঞ্জরি'।
আল্‌তা কোথা পর্‌বে তুমি ?
ধরণী — ওই চরণ চুমি,
শিউরে উঠে ভূঁই-চাঁপাতে, ভ্রমর আসে গুঞ্জরি'
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

চুম্ব-মধুর বিম্বাধরে তাম্বূলীরস সয় কি কেহ ?
অঙ্গরাগের ঠাঁইটি কোথা ? গুল্‌বাগই যে তোমার দেহ।
হিরণ ক্ষোভে হবেই মাটী
হোক্‌না কাঁচা, হোক্‌না খাঁটী,
কুণ্ঠা-লাজে কাঁকন চুড়ি কাঁদবে রুনু ঝুন্‌ করি'।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

কাজল বৃথা পরবে কোথা, ও চোখে কি সাজবে ভালো ?
কাজল হ'তে উজল আরো যুগল ভুরু অনেক কালো।
চাঁচর চিকন চুলে প্রিয়ার
ঝাঁপটা সীঁথি মানায় কি আর ?
ধরার ভূষণ পরবে পরী অ-মৃত রূপ গুণ ধরি ?
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

চির মিলন

তোমার সনে নয়ক আমার নূতন পরিচয়,
অনন্তকাল বাস্‌ছি ভালো এম্‌নি মনে হয় !
মোদের মিলন দেখেই বুঝি
কপিল ঋষি পেলেন খুঁজি,
সূত্র তাঁহার,—প্রকৃতি আর পুরুষ সমন্বয়।

মোরা যখন ছিলাম শুধু মূর্চ্ছনা-সঙ্গীত,
মোদের পরিণয়ে ছিলেন ব্রহ্মা পুরোহিত।
তারপরে সে দেশবিদেশে,
নূতনরূপে নূতন বেশে,
জন্মে জন্মে হচ্ছে মোদের মিলন-অভিনয়।

যুক্ত ছিলাম হয়নি যখন পরিণয়ের প্রথা,
হয়ত তুমি মহীরুহ—হয়ত আমি লতা।
হয়ত চখা এবং চখী,
নয়ত বনের সখাসখী,
আজকে মোদের মানব-সমাজ পত্নীপতি কয়।

মানুষ মোদের ঘুচায়নি এই ক্ষণিক ব্যবধান,
মিলায়েছে সেই সনাতন চির যুগের টান।
সেই সৃজনের আদি হতেই,
হয়নি ছাড়া কোন' মতেই
'তুমি' বলেই ভালবাসি, স্বামী বলেই নয়।

দেহের মিলন

দেহের মিলন মাঝেই মোদের প্রেমের হলো জয়,
এই মিলনই কর্‌ল তারে অনন্ত অব্যয়।
অশরীরী চিত্তযুগল জান্‌তনা আ-নন্দ অমল,
জান্‌তনাক তৃপ্তি, ছিল কেবল তৃষাময়।

দ্বৈতবনের মিলনে আজ হরষধারা ছুটে,
হাজার হাজার রোমাঙ্কুরে কুসুম উঠে ফুটে।
যে সাধ ছিল কোন্‌ স্বপনে, দুটী দেহের আলিঙ্গনে
সফল সৃজন হয়ে তা' আজ জাগাল বিস্ময়।

দেহের মিলন-মৃণালে প্রেম, কমল হয়ে হাসে,
চারি চোখের নীল গগনে চাঁদ হয়ে সে ভাসে,
মুক্ত বেণীর ধারার মত চল্‌বে এ প্রেম অবিরত,
বিশ্বপ্রেমের পারাবারে শেষে তাহার লয়।

অমর করে' রেখে যাব এই মিলনের ফল,
হাজার গানে মুখর হবে মিলন-মঙ্গল।
এই মিলনের ইতিকথা তত্ত্ব নিদান গভীরতা,
মনঃশিলায় লিপির রূপে রহিবে অক্ষয়।

দ্বন্দ্বলোপ

দুই হওয়া বিধির পীড়ন,
রাত্রি দিন ব্যবধান, বাঁধাবাঁধি সাবধান,
প্রচণ্ড প্রয়াসে শুধু শিথিল মিলন।
নয়নের বাতায়নে বসি শুধু দুই জনে
নিতি মিলিবার লাগি প্রাণ-প্রসারণ!
দুইটী খাঁচায় থাকি ছট ফট দুটী পাখী
শুধু ব্যর্থ ডাকাডাকি চঞ্চু বিদারণ।
মাংস অস্থিপঞ্জরের রন্ধ্রহীন কন্দরের
গাত্রে প্রতিহত দুটী নদীর নর্ত্তন,
দ্বৈতরূপে দুর্ব্বহ জীবন!

এক হলে বাঁচে দুটী প্রাণ।
দুই-ই তৃষা, দুই-ই জল দাউ দাউ—টল মল,
মৃগতৃষা জ্বল জ্বল সারা দিনমান।
দুটী প্রাণ ধারা লয়ে এক মহানদী হয়ে
সকল ব্যাকুল জ্বালা করুক নির্ব্বাণ,
কল কল সুগভীর আত্মানন্দোচ্ছল নীর,
তনু তায় তটসম হোক মজ্জমান।
প্রেম-সিন্ধুলক্ষ্যপানে ছুটুক অলক্ষ্য টানে
সান্দ্র প্রেমানন্দে হোক্ দ্বন্দ্ব অবসান!
অদ্বয়েরে চায় দুটী প্রাণ।

সম্পূর্ণতা

গগনে কোটি তারকা হ'য়ে তোমার পানে চাহিয়া রই,
পরাণ ভরি নিরখি কোটি নয়নে,
গহনে কোটি কোরক হ'য়ে স্ফুটন-ব্যথা নীরবে সই,
তোমার তরে রচিতে ফুলশয়নে।

অযুত নদীলহরী হয়ে চরণে লুটি তাথৈ—থই,
চিকন চারু চিকুর হই ও-শিরে।
তোমারি স্বেদ অপনোদনে মধু-পবন-জীবন বই,
তনুতে অনুলেপন হই উশীরে।

অশ্রু হয়ে গণ্ডে দুলি,—হাস্যে ফুটি আস্যে অই
পুলকে উঠি কণ্টকিয়া হরষে,
ঘুমালে তুমি স্বপন হয়ে জাগিয়া তোমা ঘেরিয়া লই
আবেশ মোহে মূরছি রই উরসে।

তোমার প্রতি অণুটি চাই, ইহ জীবনে লভিনু কই?
শরীরী হয়ে তোমারে, সতি, লভিনি,
বাসনা তাই তনুটি তব ভূষিতে পুড়ে ভস্ম হই,
মরিয়া লভি করিয়া তোমা যোগিনী।

চির-তরুণী

তব মনোবন মাঝে কার বীণাবেণু বাজে? বলগো প্রিয়া,
কে তোমারে চুপে চুপে রাখে নব নব রূপে সঞ্জীবিয়া?
কোন চির সুন্দরী নিতি তুলে মঞ্জরি' প্রতিমা তব?
অবিরত মধু ক্ষরে আলসে এলায়ে পড়ে অলি যে পিয়া।

সেই মুখে হাসি রাশি সেই ভালবাসাবাসি, মানসহরা,
একই সেই তনুমন একই কথা অনুখন আকুতি ভরা,
তবু যা যখন লভি, মনে হয় যেন সবি সরস নব,
কে রহি ও-অন্তরে সদা ফুল-খেলা করে তোমারে নিয়া?

কল্প-লক্ষ্মী

'চিত্রিত' তব নেত্র ভ্রূ-লতা বদনখানিতে, বধূ,
দিল 'সঙ্গীত' বীণা-ঝঙ্কৃত তোমার বাণীতে মধু।
চুম্বনে পেয় ও-অধরে ঘন কিবা 'কবিতার' রস,
বিনোদ-বেণীতে 'বয়ন'-বিলাস, গ্রীবা গায় তার যশ।
গতি ভঙ্গিতে—'লাস্যের' লীলা, সুন্দর করে গেহ,
যৌবনে ক্ষোদি' 'ভাস্কর-কলা' বন্ধুর করে দেহ।
কারু শৃঙ্খলা চারুকৌশল—মিলন-মেলার ভূমি,
নিখিল শিল্পে পরিকল্পিতা কল্প-কমলা তুমি।

চন্দ্রমালা।

প্রিয়ার বদন শারদবিধু বিম্বিত মোর জীবন-সরে,
ছন্দ-দোদুল তরঙ্গে তা' হাজার হাজার রূপটি ধরে।
কলধ্বনির সুরের সূতায় গাঁথ্‌ছি মোহন মালিকা তায়
ভাব্‌ছি গেঁথে এই উপহার সমর্পিব কাহার করে?
তোমায় যা' না নিবেদিত, হে মহাকাল, ধ্বংস কর',
কেবল তুমি সজীব রাখ, যা' কিছু সব অঙ্গে ধর'।
তুমি আদর করবে জানি তোমায় সঁপি মাল্য খানি,
ছন্দে গাঁথা চন্দ্রমালা ধর' তোমার মৌলি' পরে।

•

বিফল আয়োজন

আজিকে ভাঙিয়া গড়াগড়ি মম পূর্ণকুম্ভ দুটী,
দ্বারের দু'ধারে রম্ভার তরু শুকায়ে পড়েছে লুটি।
এলেনা দেবতা মন্দির মাঝে,
বৃথা আয়োজন ব্যথা হয়ে বাজে,
ফুল-মঞ্জরী তোরণ মাল্যে ঝলসি ঝরিছে টুটি।
কুঙ্কুম চুয়া চন্দনলেখা হলো ধূলিময় মসী,
দহে মলো ধূপ পিয়াসে হুতাশে নিরাশায় শ্বসি' শ্বসি'।
শুভ যৌবনে শোভা-সম্ভার,
ভাষায় ভূষায় ষোড়শোপচার,
বিফল হয়েছে দেবতা আমার, শিথিল অর্ঘ্যমুঠি।

বিরহতপের শেষ

সে দিন ফাল্গুনে যবে মদকল পিকরবে
অরণ্য জাগিল, ত্যজি রেণুঘন শ্বাস,
রসাল-মুকুল-মূলে মল্লিকা বকুল ফুলে
ছুটিল করীর কুম্ভে মদিরা উচ্ছ্বাস।
সেদিন এলেনা বঁধু সুরভি করবীমধু
গড়ায়ে পড়িল ঝরি ধরণীর বুকে,
বনশ্রী-কপোল 'পরে বসন্তের বিম্বাধারে
চুম্বন উঠিল ফুটি অশোকে কিংশুকে !
তোমারি আশায় স্বামি খেলিনু এ অঙ্গে আমি
হোলীরঙ্গ দিবা যামী লাবণ্যের ফাগে,
যতনে জ্বালিনু দীপ পরিনু রতনটীপ
অধর করিনু রাঙা তাম্বূলের রাগে।
কুসুম-শয়ন পাতি' জাগিনু চাঁদিনী রাতি
রাখিনু মালিকা গাঁথি নিচোল আঁচলে,
পল্লবিনী বল্লীসমা ফুল্লপীনা মনোরমা,
তরু আলিঙ্গন মাগি লুটিনু ভূতলে।
যৌবনের ভরা কূলে মাধুরীতরঙ্গ তুলে,
তনু রোমাঞ্চিত কেলি-কদম্বের প্রায়,
সেদিন এলেনা প্রিয়, দেহকান্তি কমনীয়
হয়ে নীল হলাহল দহিল আমায়।

অকস্মাৎ এল যবে, ভস্ম করি মনোভবে
পুন ধ্যাননিমীলিত রুদ্রের নয়ান,
জীর্ণ পর্ণে মর্ম্মরিত বনহৃদি জর্জ্জরিত
ঝলসিয়া শুষ্ক শীর্ণ ধরার বয়ান।
শতগ্রন্থি বেশবাস, ধূসরিত কেশপাশ
উড়ে যেন গৃধিনীর রুক্ষ পক্ষজাল।
যেন ধূ ধূ বালুকায় নিদাঘতটিনীপ্রায়
কোনরূপে রাখিয়াছি করোটি কঙ্কাল।
তোমার করুণা লাগি বিরহ-যামিনী জাগি'
অরুণ কোটরগত খঞ্জননয়ন।
আশাতৃষা রসাবেশ, ধূপায়িত, পাংশুশেষ,
অঙ্গার করেছে মর্ম্ম মুর্ম্মুর-দহন।
সহসা আসিলে বঁধু, নাহি সুধা, নাহি মধু,
নাহি কোনো আয়োজন ভাষায় ভূষণে,
গৃহে নাহি দীপজ্বালা, গাঁথা নাহি বনমালা
নাহি রসগন্ধডালা বরিব কেমনে ?

বিরহ তপের শেষ, এস এস হৃদয়েশ,
এস নীলকণ্ঠ মোর, মন্মথমথন,
আজি ভস্ম সবি মম, দহনে উজ্জ্বলতম
শুধু হৃদে রাজে প্রেম-হেম-সিংহাসন।

ব্যর্থ-বিলাস

তব লাবণ্য-অচ্ছোদ-নীরে করেছি কেবল জল-খেলা,
লালসা তাপিত এ তনু জুড়াতে কেটে গেছে মোর সারাবেলা।
সরোজ সুরভি কলতরঙ্গে
এলায়ে দিয়াছি অলস অঙ্গে
হরষ রঙ্গে চল বিভঙ্গে নিখিল বিশ্বে করি হেলা।
তব লাবণ্য-সরোবরে আমি করেছি কেবল জল-খেলা।

সাধক-সংঘ ডেকেছে তূর্য্যে, শঙ্খে—মঠের পুরোহিত।
বিষাণ ডমরু বাদনে ডেকেছে জীবন সমরে স্মরজিৎ।
কত অভিযান কত উৎসব
তুলিয়াছে দূরে কল কলরব,
ভাগ করে নেছে জয়-বৈভব মহামানবের মহামেলা,
তব লাবণ্য-সরোবরে আমি করেছি কেবল জল-খেলা।

যাত্রীরা সব পথে যেতে যেতে ডাকিয়াছে মোরে 'আয় আয়,'
শুনেও শুনিনি, প্রহর গুণিনি, বিভোর ছিলাম হায় হায়।
বাণীরে ভুলিয়া মরালের তাঁর
কণ্ঠ ধরিয়া দিয়েছি সাঁতার,
পদ্মারে ভুলে পদ্মে মজেছি আঁকড়ি ধরেছি ফুলভেলা।
তব লাবণ্য-সরোবরে আমি করেছি কেবল জল-খেলা।

কুণ্ঠিতা

তুমি জ্ঞানী গুণবান,
তব সখী হ'তে নাই যে শকতি, তাই কাঁদে মম প্রাণ।
পূজিতে জানিনা, তোমার গরিমা বুঝিনে তোমার ভাষা,
বচন-দৈন্যে বুঝাতে পারি না হৃদয়ের ভালবাসা।
তোমার যা' প্রিয় আলোক সাধনা, মোর তা' অন্ধকার,
মম অস্বচ্ছ হৃদয়ে ফুটে না প্রতিবিম্বটি তার।
কৃপায় নীরবে চেয়ে চেয়ে যবে অলকে বুলাও কর,
লজ্জাকাতর সঙ্কোচে মোর কুণ্ঠিত অন্তর।
আমি এ অবোধ নারী,—
তোমার চরণে লুটে-পড়া ছাড়া আর কি করিতে পারি ?

তুমি যে কর্ম্মবীর,—
উন্নত-কায় উদার-হৃদয়, ভূধরের মত ধীর।
ক্ষুধিতে তুষেছ যোগায়ে অন্ন, তাপিতে ছত্র ছায়ে,
হে ত্যাগি ! কতই লাঞ্ছনা তুমি সয়েছ আমার দায়ে।
হৃদয়-রুধিরে শ্রমজল করে' রাখিয়াছ সংসার,
ঝঞ্ঝা-ফেনিল তটিনী-বক্ষে অটল কর্ণধার !
বুদ্ধির দোষে জঞ্জালজাল যতই জড়ায়ে তুলি,
নিশিদিন জাগি হাসিমুখে তুমি একে-একে দাও খুলি'।
আমি এ অবলা নারী—
তব চরণের দাসী-হওয়া ছাড়া কি আর করিতে পারি ?

তুমি যবে গাও গান,
আমি শুধু শুনি বুঝিনাক গুণি, রস-তাল-লয়-মান।
স্রোতোধারাসম কতদূর হ'তে শ্রোতা চলে' আসে ছুটে,
সখ্যোপহার অর্ঘ্যোপচার বহি অঞ্জলিপুটে ;
দেশ-বিদেশের কত অজ্ঞাত হৃদিগুলি লও জিনি,'
আমার মাথায় যে মাণিক জ্বলে আমিই তাহা না চিনি,
এত গৌরব সৌরভ রাশি কোথা হ'তে নাহি বুঝি,
মৃগমদময়ী মৃগীর মতন মরি সারা বন খুঁজি'।
আমি এ অবোধ নারী
প্রেমের কোরক ভক্তিতে ফুটে কেমনে রুধিতে পারি ?

তুমি ভালবাস কত
পেলে এক কণা জুড়ায় বাসনা, ঢালো ঝরণার মত।
রোগের শয়নে অরুণ নয়নে জাগিয়াছ সারারাতি
পক্ষের পুটে আচ্ছাদি সবি নিয়েছ বক্ষ পাতি'।
অতিকরুণায় দিয়াছ লজ্জা, সজ্জা করি না তাই,
দেবি বলি ডাকো, দাসী-হওয়া ছাড়া মোর যে তৃপ্তি নাই
লোহার আঘাত সহিয়া অঙ্গে বুলালে কনক-কর,
প্রতিদান দিতে ক্ষণেকের তরে দিলে কই অবসর ?
আমি দীন হীনা নারী
কেশ দিয়ে তব পদধূলি মুছি, আর কি করিতে পারি ?

কুণ্ঠাহরণ

এ অধম রূপহীনে, হে সুন্দরি, করেছ সুন্দর,
অনলে অঙ্গার যেন চন্দ্রিকায় বন্ধুর ভূধর।
শোভিয়াছি পদ্মকোষে রেণুমাখা মধুপের প্রায়,
লজ্জারুণ গণ্ড'পরে কালো আঁখি যেমন মানায়।
হে কমলা, এ নির্ধনে করিয়াছ কুবেরের মত,
রেণু হয় স্বর্ণরেণু তব পদ চুমিয়া নিয়ত।
ঢালিছ প্রবাল হেম মুক্তা হীরা, অশ্রু, হাসে ভাষে,
এ কুটীরে কোথা রাখি? দিশেহারা করিলে যে দাসে!
তপে তুষ্টা বাণী মোর, মম ধ্যান ধারণার ছবি,
মূর্ত্তিমতী এ মন্দিরে, এ মূর্খেরে করিয়াছ কবি।
গুঞ্জরি' উঠিল প্রাণ, কিংশুকেও অর্পিলে সৌরভ,
কল্পলতা! বরষিছ কুসুমিত কবিত্ব-বৈভব।
আজিকে জীবন যেন অনুপ্রাসঝঙ্কৃত মূর্চ্ছনা,
তোমারি মঞ্জীরশিঞ্জে করে ছন্দ তোমারি অর্চ্চনা।
হে নির্ম্মলা পূতশীলা, এ পঙ্কিলে করেছ নির্ম্মল,
সংহত সংযত নত করি মোর যা' ছিল চপল!
শঙ্খস্বনে সন্ধ্যাদীপে তব শুভ কঙ্কণ-নিক্বনে,
পুণ্যের বোধন হলো শূন্য গৃহে কল্যাণের সনে।
সার্থকতা লভে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় তোমার নয়ন,
প্রতি পদপাতে মোরে নেতারূপে করিয়া শাসন।

প্রেয়া

কুন্দকোরক-দন্তে শোভন সুন্দর মুখখানি,
যেন বা মূর্ত্ত পরমোৎসব বর্ত্তুল পীন পাণি,
কণ্ঠে আমার যেন তা চন্দ্রকান্তমণির হার,
তব মুখেন্দু-মরীচিতে স্বেদ-বিন্দু-বিলাস যার।
বাণী তব, ম্লান জীব-রাজীবের বিকাসিকা, অবিরাম
শ্রুতি মণ্ডলে বীণাপাণি হয়ে তুলে মঙ্গল-সাম।
অর্পণ করি ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ মধুরস,
অবসাদহত চিত্তে সতত রসায়নে করে বশ।
তোমার দৃষ্টি দুগ্ধের হ্রদে নিত্য করাও স্নান,
করিয়া রাজীব-কুট্টলনিভ প্রণামাঞ্জলি দান।
নয়নে জ্যোৎস্না, কমলশূন্যা কমলা আমার গেহে,
জীবনের সার হৃদয় আমার মূর্ত্ত দ্বিতীয় দেহে।
বর্ষোপলের মতন শীতল চারু অঙ্গুলি তব,
যেন ঘনসারসিত সুকুমার লবলীকন্দ নব।
পরশ তোমার মূর্ত্তপ্রসাদ, সব তাপ হরে মম,
চন্দন-নদে পরমানন্দে অবগাহনের সম।
হাস্য মোহন করে মোর মন সুধালিম্পনে ভরা,
পুলকাঞ্চিত ও-তনু ললিত ইন্দু-মৃণালে গড়া।
বেপথু পুলক স্বেদে মণ্ডিত তনু তব প্রেমমাখা,
প্রাবৃট্-সমীরে স্পন্দিত ধীরে পুষ্পিত নীপশাখা।

শ্রীক্ষেত্রমঙ্গলে

এযে—মহামিলনের ক্ষেত্র,
শত শত দলে মিলন-কমলে ফুটে হেথা জ্ঞান-নেত্র।
অসীমার সনে সসীম মিশেছে, চেতন মিশেছে জড়ে,
নীলিমার সাথে দেউল মিলেছে, কেতন মেতেছে ঝড়ে।
সিন্ধু-আকাশে অবিশ্রান্ত দিগন্তে কোলাকুলি,
মিলন-স্বপন হেরিছে তপন লহরী-দোলায় দুলি'।
সন্ন্যাস সনে মিলে সংসার মঠে মঠে সুখে দুখে,
ত্রিদিব নামিয়া বসুধা উঠিয়া চুমে হেথা মুখে মুখে
এযে—মহামিলনের ক্ষেত্র
ফুটে অনন্তে অন্তর হেথা, ছুটে দিগন্তে নেত্র।

এযে—পরম প্রেমের স্বর্গ
নর সহ শিলারূপে করে লীলা হেথায় অমর বর্গ।
অযুতকণ্ঠে বিভুবন্দনা স্বরসঙ্গমে ছুটে,
মিলনানন্দ-মধু-মূর্চ্ছনা জড় জঙ্গমে উঠে।
দীন-ধনবান নাহি ব্যবধান, মান অভিমান দলি'
চণ্ডাল দ্বিজ প্রসাদ-প্রসাদে রচে প্রেমমণ্ডলী।
লক্ষ কমল কুট্মল জাগে প্রাঞ্জলি পাণিপুটে,
হৃদয়ের হ্রদে হেথায় নদীয়া-চাঁদের বিম্ব ফুটে।
এযে—পুজা জপ তপে স্বর্গ,
হেথা মঠে মঠে সিন্ধুর তটে সবে লভে অপবর্গ।

হেথা—নাহি লাজভয়বন্ধ,
বাজিছে পাবন জীবন-শঙ্খে ভুবনবিজয় ছন্দ।
নহে কুণ্ঠিত হিন্দু-দয়িতা অবগুণ্ঠন ফেলি’,
হেথায় বিলাসী ব্যসনে উদাসী রেখেছে ভূষণ ঠেলি’।
জড় জরা হেথা শৈশব সনে হয়েছে ঐকতানী
হেথা যৌবন মুদিছে নয়ন যুক্ত করিয়া পাণি।
ভক্তি এখানে মহাকীর্ত্তনে নাচিছে ‘বাহ্য’-হারা
নাহি মেতে তায় সরে’ র’বে হায় এ-প্রেমরাজ্যে কা’রা?
হেথা—নাহি ক্ষতি ক্ষয় দ্বন্দ্ব,
স্বত নত হয় হেথায় হৃদয় নাহি অবিনয়-গন্ধ।

হেথা—অহমিকা করি’ চূর্ণ,
উদারতা করে দীনতা সুধায় অন্তর পরিপূর্ণ।
বিরাট বিশাল দেউলের ভাল রাজে নীলিমার তলে,
উজলিয়া বেদী বিরাটপুরুষ মহামহিমায় জ্বলে।
উদাস উদার হেথা পারাবার ভাতিছে বিশ্বরূপ,
তাহার কেশরে চরণ রাখিয়া নাচিছে বিশ্বভূপ।
কল্প ত্রিদিব অক্ষয় শিবভাণ্ডার দেছে খুলে,
বিরাটের নিতি বন্দনা-গীতি ধায় অনন্তকূলে।
হেথা—অভিমান করি’ চূর্ণ
তৃণ হতে হীন দীনতর ভাবে মনপ্রাণ পরিপূর্ণ।

হেথা—এস নর মোহমত্ত,
ক্ষণেকের তরে ত্যজ তমোরজঃ ভজ শোকাপহ সত্ত্ব।
জীবনেরগ্লানি ধুয়ে অভিমানী ছেড়ে এস কোলাহল,
পিও হরিনাম-শতদল-মধু পরিণামে সম্বল।
ত্যজি ঘৃণাঘোর লালসার-ডোর বাঁধন কঠোর ছিঁড়ি,
হয়ে সবহারা ছুটে এস কারা-গণ্ডীপাথর চিরি!
নামাও স্বিন্ন সংসার-ভার, জাগ' ম্রিয়মান মন
মেল বিলোচন ভজ' অশোচন পাপ-বিমোচন ধন।
এস—মম মন মদমত্ত,
ক্ষণেক এ ধামে মজ' বিভুনামে, ভজ' ভগবৎতত্ত্ব।

হেথা—হের তুমি কত তুচ্ছ,
হের চারিধার বিরাট বিশাল অসীম উদার উচ্চ।
নিম্নে উর্দ্ধে সিন্ধু গগনে নয়ন মেলিয়া চাও,
জগদিন্দ্রের মন্দির-তলে জগৎ ভুলিয়া যাও।
সবি মায়া, এক মায়াধীশ ছাড়া ভবে নাহি কেহ আর,
ভেবে দেখো মন, ফুটুক নয়ন, লুটুক ও-দেহভার।
সব ভয় লাজ করি জয় আজ জয়নাদ কর' প্রেমে,
বিশ্বনাথের রথঘর্ঘরে ধুক্‌ধুকি যাক্ থেমে।
হের—তুমি কত হীন তুচ্ছ,
বৈশ্বানরের খাণ্ডব-দাহে তুমি শুধু তৃণ-গুচ্ছ।

ভুবনেশ্বর

(মন্দির)

শান্ত তুঙ্গ হে দিব্যাঙ্গ দেবতামন্দির,
জেগে আছ কত কাল তুলি উচ্চ শির।
তুমি বুঝি ছিলে আগে অনুচ্চ চঞ্চল,
দেবতার ছত্রসম কোমল ধবল?
কত সন্ধ্যা-আরতির মঙ্গল বাজনা,
পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, পুণ্য আরাধনা
তোমা ঘেরি ঘেরি লভি শিলার আকার
গড়িয়া তুলেছে চূড়া তোরণ প্রাকার।
ধ্যানমগ্ন শান্ত শত যোগীর মহিমা
দেছে তোমা স্তব্ধ স্থির প্রশান্ত গরিমা।
ঘনীভূত ভক্তিপুঞ্জ অটল ভাস্বর
করিয়াছে অবিচল সৌম্য মনোহর।
প্রাঙ্গণ-তৃণের তব যত হলো ক্ষয়,
লভিল ও-দিব্যদেহ তত উপচয়।

(বিন্দুসরোবর)

পুণ্য সত্ত্ব-রসোদয়ে দর-বিগলিত
সাধকের অশ্রুবিন্দু হইয়া মিলিত
কত যুগ যুগ হতে, ওগো সরোবর,
রচিয়া তুলেছে তোমা বিরাট সুন্দর।

কোটি কোটি তীর্থযাত্রী করি প্রণিপাত
খনিয়া তুলেছে তোমা ওগো পুণ্যখ্যাত।
লক্ষকোটি সাধকের অর্ঘ্য-পুষ্পাসব
মধুর করেছে তোমা দিয়াছে সৌরভ।
সাধুর অমল শুভ্র হৃদয় কোমল
প্রতিবিম্বে ফুটায়েছে সিত শতদল।
সতীর অলক্তস্পর্শে জেগেছে শৈবাল
তার শুভ্র শঙ্খশ্রীতে ছুটেছে মরাল।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্যনিবেদন
তব বক্ষে মন্দিরের করেছে সৃজন।

প্যালামৌ

ঐ যে গিরির গায় শোভিছে গিরি,
তমাল পিয়াল ছায় রয়েছে ঘিরি'
নীলাকাশে দিক শেষে ধূমাইয়া ঠিক মেশে।
দ্যুলোক দেশের পথে সাজানো সিঁড়ি।

স্বপনপুরীটি বুঝি মায়ায় গড়া,
পালকদুলানো-শত-পরীতে-ভরা।
কাছে ভাবি যাও যত, আরো দূর, দূর কত?
নীল মরীচিকা যেন বুদ্ধিহরা।

যেখানে আঙুল দিয়ে বালুকা খুঁড়ে',
জলপান করে রাহী আঁজুল পূরে।
যে নদী শুকানো মরা, দেখিবে, দু'কূলভরা
পার হয়ে কিছু পরে আসিতে ঘুরে।

পাষাণ চিরিয়া যেথা ফোয়ারা ঝরে,
কোলবালা সাঁজে যেথা সিনান করে।
কোমরে দু'হাত দিয়ে নারী ফেরে জল নিয়ে,
তিনটী গাগরী রাখি মাথার' পরে।

কালো পাথরের ছবি নিখুঁত হেন
কিশোরী চলেছে ছুটে যমুনা যেন,
কে বলিবে ঝোঁপে ঝাড়ে উজান বহাতে তারে
বাঁশরীটি বারে বারে বাজিছে কেন?

আপনার বাহুবল, প্রাণের প্রভু,
তরুণী এ দুটী সার, ভুলেনা কভু,
পতিরে বিঁধিতে এলে বুকে তীর ধ'রে ফেলে;
প্রেম সে মাতাল বটে অটল তবু।

বকুলের বালা পরে বালক-বালা,
গলে শোভে লালনীল স্ফটিকমালা।
পাখীর পালক চুলে, পুঁতির নোলক দুলে,
মহুয়ার ছায়াতলে নাট্যশালা।

মহুয়ার মদে চোখ ঘোরালো ভারি,
জোরালো জোয়ান কোল ধনুকধারী,
ভালুকে ধরিয়া কাণে গুহা হতে টেনে আনে,
বালক ঝাঁপায়ে পড়ে পৃষ্ঠে তারি।

চকিত চটুল মৃগ আয়ত-আঁখি
ছুটেছে পিয়ালরেণু গায়েতে মাখি।
রঙীন-স্বপন-আঁকা শিখীরা ছড়ায় পাখা,
একসাথে ধরে তান হাজার পাখী।

মহুয়ার ফুলে সুরা চুঁয়ায়ে পড়ে,
মাদলে শিরীষ ফুল বাদল ঝরে।
দাঁড়ালে বকুল-মূলে পা' দু'খানি ডুবে ফুলে,
রূপ-অভিমানে নীপ শিহরি' মরে।

নদীতটে জ্যোছনার ফিনিক ফুটে,
মাণিক উজলে বনরাণীর মুঠে;
এলায়ে চিকন চুল দু'কানে রতন দুল,
জোনাকী-চুমকি-খচা আঁচল লুটে।

ঢেউএর উপরে ঢেউ শোভিছে গিরি,
যেথায় নাহিয়া দিঠি আসিছে ফিরি;
নাগবালাদের দেশে নিয়ে যায় দূতী এসে,
ঐ খানে আছে তার সুড়ং সিঁড়ি।

বৰ্দ্ধমানে

হেথা কাশীরাম কবি রসধাম বিলালো অমৃত ভারতমন্ত্র।
বাঙালী জাতির একাধারে শ্রুতি ইতিহাস স্মৃতিপুরাণতন্ত্র।
পাঁচালীর পিতা দাশরথি হেথা পল্লীগীতার ললিত ছন্দে,
শক্তিভক্তি-সাধকবৃন্দে যুক্ত করিল মিলনবন্ধে,
প্রেমের গোঁসাই ঠাকুর নিমাই লভিল হেথায়ই বিরাগ-দীক্ষা,
'লোচন' 'কণ্ঠ' ভাবগদ্‌গদ্ পথে করে ভবমোচন ভিক্ষা।
নরহরি কবিরাজ গোবিন্দ রসতরঙ্গে ডুবাল বঙ্গে,
ভক্তিপাগল কমলাকান্ত নৃত্যে মাতিল শ্যামার সঙ্গে।
বঙ্গবাণীর দারুতরীখানি সোণা করি দিল ভারতচন্দ্র,
কলঝঙ্কারে 'কঙ্কণ' বাণী-বেণুতে ফুটাল নবীন রন্ধ্র।
হেথা রঘুনাথ ছুঁতনা অন্ন না রচিয়া শ্যামাভজন নিত্য,
কবি ঘনরাম দিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গীতে অমৃত বিত্ত।
হরিকীর্ত্তনে নর্ত্তনশীল হেথাকার প্রতি বিটপীবল্লী।
সাধুদরবেশ বাউলের দেশ, ব্রজরজে গড়া সকল পল্লী।
শঙ্কর সুখী এর ধুতুরায়, শঙ্করী খুসী ইহার শঙ্খে,
বৈষ্ণব-বেদ হেথা উদীরিত অজয়-গঙ্গামাতার অঙ্কে।
গিয়াছে সেদিন, ধানের ক্ষেতের ধূলিগুলি ছিল রতনচূর্ণ,
দীঘি মীনে-ধনী, মণিভরা খনি, পীন বেণুধনে ভবন পূর্ণ।
ক্ষুধাতৃষারোগে আজি দেশ ভোগে শাসে রবিসুত ভৌম মন্ত্রী,
লূতাতন্তুতে গুণ্ঠিত তবু আজো বুক হ'তে ছাড়িনি তন্ত্রী।

নিদাঘে মহানদীকূলে

বড় আশা ক'রে আজি আসিলাম চিরতৃষাতুর,
মহানদি, তব জলে তৃষ্ণাজ্বালা করিবারে দূর।
বড় সাধ ছিল এই তৃষাশুষ্ক আঁখিযুগ দিয়ে
অমল অমেয় তব বারিরাশি নিব সবি পিয়ে।
নদী মধ্যে রাজ্ঞীগণ্যা মহামান্যা তুমি মহানদী
ভেবেছিনু তপ্ততৃষা যাবে চ'লে দেখা পাই যদি।
কিন্তু দেবি একি দেখি ধূধূ শুধু বালুকাকঙ্কাল
তৃষ্ণাহরা কোথা শান্তি ? কোথা রসভাণ্ডার বিশাল ?
মূর্ত্তিমতী তৃষ্ণা তুমি শুষ্ককণ্ঠা আজি ভিখারিণী,
দাউ দাউ জ্বলে জ্বালা—মৃগতৃষা অনলবাহিনী।
কোন সুধাসিন্ধু লাগি অগস্ত্যের তৃষ্ণা বহ হায় ?
কোন্ মন্ত্র জপিতেছ, মহাশ্বেতা, অক্ষমালিকায় ?
বড় আজ দিনু লাজ প্রার্থী হয়ে ওগো মনস্বিনি,
তপস্বিনী তুমি দেবি এবে নিঃস্বা আগে তা' জানিনি।
অতিদানরিক্তা আজি ফিরাবে কি তুমি প্রার্থিজন ?
মৃৎপাত্রে আতিথ্য বয়ে' আনিবেনা রঘুর মতন ?
তুমি অন্নপূর্ণা, শুনি আসিলাম তোমার সকাশ,
কিন্তু একি মূর্ত্তি তব ? এ'ত তব নহে মা কৈলাস।
শ্মশানবাসিনী তুমি, অট্টহাস্য মুখে অবিরল,
নৃ-কঙ্কালভস্মমুষ্টি ভিক্ষা দিতে তোমার সম্বল।

সপ্তগ্রাম

রাঢ়বঙ্গের রাজধানী তুমি, প্রাচীলক্ষ্মীর সিংহদ্বার.
বিজয়ধ্বজা বহেনাক আজ তব গৌরব শৃঙ্গ আর।
জাগে অমারাতি, কোথা হেমবাতি ? দীপচূড়া আজ ধ্বংসশেষ,
ধরে না তরণী কেলি-কুতূহলে তোমা লাগি রাজহংস-বেশ।
সিংহল চীন রোম কার্থেজে বহেনাক পোত পণ্যভার,
বিশাল স্বর্ণ-ভাণ্ডার আজি শূন্য হয়েছে অন্নদার ?
লুপ্ত তোমার কীর্ত্তি-গরিমা শ্মশান হয়েছ সপ্তগ্রাম,
লক্ষ্মীবাণীর মিলনতীর্থ অজি তুমি অভিশপ্ত ধাম।

সাধু শ্রীমন্ত তব মেখলায় পরায় না মতি-চন্দ্রহার,
'ধনপতি' 'চাঁদ' আসে না বেচিতে এলা-লবঙ্গ গন্ধভার।
অভ্রংলিহ হর্ম্ম্য তোমার পণ্য-বীথিকা লুপ্ত আজ,
মুক্তা কিনিতে মগধ-বণিকে পাঠায় না আর 'গুপ্তরাজ'।
বসেনাক আর ত্রিবেণী ক্ষেত্রে চারুশিল্পের রত্নহাট,
অতলে ডুবেছে শৌর্য্য তোমার পাতালে নিহিত প্রত্নপাট
জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলা-বাণিজ্যে পরম পূজ্য সপ্তগ্রাম,
বিস্মৃত আজি কাল-সিন্ধুতে তোমার বিশ্বব্যাপ্ত নাম।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমভূমি পুণ্যময়,
বঙ্গ-প্রয়াগ, অঙ্গে তোমার পাপী পাপলেশশূন্য হয়।
নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দে বিলা'ল এখানে নিত্য-ধন,
রঘুনাথ হেথা নিল ঝুলি কাঁথা তেয়াগি হর্ম্ম্য-বিত্ত-জন।
উদ্ধারণের উদ্ধারপীঠ, লুটি তব পূত মৃত্তিকায়,
এখনো 'মাধবী-কুঞ্জ' গরবে তাঁহার সুরভি কীর্ত্তি গায়।
প্রত্নধনের ধাত্রী, জননী রত্নগর্ভা, সপ্ত-গ্রাম,
শূন্যে আজিকে বিলীন মলিন তোমার পুণ্য দীপ্তিদাম।

দিগ্‌বিজয়িনী চতুষ্পাঠীর নাহি এ শ্মশানে চিহ্ন আর,
'সরস্বতীর' বালুতে লুপ্ত সরস্বতীর ছিন্ন হার।
আজি গঙ্গার তটে তটে আর নিখাত হয় না যজ্ঞ-যূপ,
শিবের বদলে শিবা রাজে মঠে, জ্বলে না দেউলে অর্ঘ্য-ধূপ।
শোচনীয় তব পরিণাম ফল নিয়তির অনিবার্য্যতার,
লক্ষ্মী গেছেন গোলোকে ফিরিয়া পেচক নিয়েছে রাজ্যভার।
মথুরা কোশল গৌড় গিয়াছে, তুমিও গিয়েছ সপ্ত-গ্রাম,
যুগে যুগে জয়ী রুদ্র এমনি ধ্বংস-প্রয়াসে আপ্তকাম।

ধর্ম্মক্ষেত্র

হিমগিরি তব পূজা-মন্দির, সোপান-বেদিকা শৈলমালা,
দেবের পাদ্য নদীর কোশায়, কেদার-কানন, অর্ঘ্য-ডালা।
কুঞ্জ-কূজনে কল গুঞ্জনে পূজা শুরু গৃহে নিত্য নব;
মহাসিন্ধুর দুন্দুভি-নাদে জীমূতমন্দ্রে আরতি তব।
গৃহ-প্রাঙ্গণ ভরা আলিপনে, শুকানো প্রসাদী ফুলের স্তূপে,
তব ঘাট ভরা কুশাঙ্গুরীতে, তব বাট ভরা দগ্ধধূপে।
ধ্যানযোগজপে জ্ঞানযাগতপে প্রতি রেণু পূত তিলকামৃত,
তোমার মাটিতে হাঁটিতে সতত ভব-ভয়ে তনু কণ্টকিত।
গোধন তোমার করেছে পোষণ তাপস-জীবন, দেবের যাগ,
নৃপের ঋদ্ধি,—ধাত্রী বলিয়া লভেছে শ্রদ্ধা-সেবার ভাগ।
নীবার-দর্ভে তৃপ্ত শ্বাপদ যজ্ঞে প্রহরী হয়েছে বনে,
আশ্রমশিশু বিক্রমে দমি' যেথা কেশরীর দশন গণে।
বেণুকর-ধনে নাচিয়া নাচায় ফণিরাজ নিজ ফণার' পরে,
রচে দেবতার কৃত্তি-মেখলা, সিন্ধু-শয্যা,—ছত্র ধরে।
শাখামৃগ তব সতীর ভক্ত, রথীর রথের চূড়ায় রহে,
দেবীপাদপীঠ সিংহের শির, মকর গঙ্গাদেবীরে বহে।
দেবের ব্যজনে লোমশ পুচ্ছ দিয়াছে তোমার চমর-বধূ,
তুচ্ছ জীবন করে সমুচ্চ মধুমক্ষিকা বিতরি মধু।
মৃগমদ-রস-গন্ধবিনোদে বন্দে দেবীরে গন্ধসার,
দ্বিরদ,—কুম্ভ, শুক্তি,—মর্ম্ম বিদারি' দিয়াছে মুক্তাহার।

শিলা, কুঙ্কুম-সিন্দুর, দিল কঙ্কালমালা টঙ্কে ভেদি',
কুশশমী নিজ হৃৎপঞ্জরে পিঙ্গল করে যজ্ঞবেদী।
হৃদয়-তন্তু দিয়া কীট তব বুনেছে দেবীর ক্ষৌমপট,
বক্ষোরুধির-লাক্ষাধারায় রাতুল করেছে চরণ-তট।
'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ রাম-রাম' বিনা শুক-মুখে নাই অন্য বুলি,
ক্রৌঞ্চ আপন বক্ষোরুধিরে রামায়ণী ধারা দিয়াছে খুলি'।
তিত্তিরি তব তপোবনে বসি উপনিষদের তত্ত্ব কয়,
কৃতকপুত্র শিখিকরিমৃগ করিল মাতৃ-মমতা জয়।
অটবী পেলেছে ঋষিগণে বট-অশোক-বিল্ব-কুঞ্জছায়,
হোমধূমে তার কষায় নয়ন অরুণ কুসুমপুঞ্জে ভায়।
ঋষির হবিতে সমিধ্ যোগায়ে তরুগণ তব যজ্ঞরত,
জটা-বল্কল অক্ষমালিকা ভৃঙ্গার ধরে ঋষিরই মত।
দারু তৃণ চারুশিলায় মিলিয়া দিল দেবতায় সুরভি রস
দেউলে দহিয়া মরিয়া লভিল ধূপগুগ্‌গুলু অমর যশ।
শুচি নিরাময় করেছে গোময় কমলা মায়ের আঙিনা-তল,
দেবশোভা লাগি ফুটে তব ফুল, দেবসেবা লাগি জনমে ফল।
বহে শুভাশিস দূর্ব্বার শীষ, মঙ্গলমৃৎ, মৃগ-রোচনা।
ধান্য তোমার অন্নদা মা'র অঞ্চলঝরা কনক-কণা।
বৈশাখী ঝারা জাহ্নবীধারা পুণ্যতরুর গাত্রে ঢালে,
তুলসী-কুঞ্জ সান্ত্বনা-বাণী গুঞ্জরে মহাযাত্রাকালে।
স্বরগের ঘাটে নিতি খেয়া দিতে ভীষ্মমাতারে করেছ ব্রতী।
স্নাত পাতকীর পাপ হরে রেবা সরযূ কাবেরী সরস্বতী।

অলোকামর্ষ জড়ের শীর্ষ ঋষির চরণে ছোঁয়ায় শিলা,
জগজ্জননী করে গিরিকূটমনঃশিলায় তনয়ালীলা।
সত্ত্বমধুর পুলকাঙ্কুর-সঞ্চার সম ভক্ত-দেহে,
শতেক তীর্থ, মঙ্গলপীঠ জাগিয়া উঠিল তোমার গেহে।
অম্বুধি কোটি কম্বুকণ্ঠে মঠমন্দিরে গাহিছে জয়,
যাগসম্ভব অম্বুদ তব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বন্দী রয়।
ব্রাহ্মী উষায় জাগি মৃদঙ্গে মঙ্গলারতি-শঙ্খতানে,
তব সুত চায় ভক্তসভায় রক্ত তরুণ অরুণ পানে।
স্নানপথ হতে সিক্ত বসনে ডেকে আনে গৃহী অনাথজনে,
'ভোগে' দেবতার ক্ষুধা হরে বলি' রন্ধনে গৃহযজ্ঞ গণে।
পঞ্চযজ্ঞ সারি তব গৃহে অভ্যাগতেরে তুষিয়া নিতি
তৃতীয় প্রহরে আমিষশূন্য হবিষ্যান্নগ্রহণ রীতি।
সাধিয়া নিত্য সন্ধ্যাকৃত্য সুপ্তি তোমার ক্লান্তিহরা,
নৃপপালঙ্কে স্বপ্নে নেহারে জটা-করঙ্ক-দণ্ড-ধরা।
নিশাতমঃ দূর আরতি আলোকে, ভোজ্য তোমার পূজার ভোগ.
দেউল-সোপানই শয্যা তোমার, তুলসীর মাটি বিনাশে রোগ।
হরিনাম-লেখা তিলকই ভূষণ, তীর্থের ধূলি অঙ্গরাগ,
গার্হপত্য মরণের চিত, সেই অনলেই নিত্য যাগ।
পূজাফুলে দিন গণে বিরহিণী, হরি বলি ফেলে উষ্ণশ্বাস'
তনয়ার নাম 'শিবকিঙ্করী'' তনয়ের 'নাম 'দুর্গাদাস'।
জননী তোমার অন্নপূর্ণা, জনক, - শ্মশানে বিরাগী যোগী,
তব অপত্য ইহ-পরত্র-শুভ-মিলনের সুফলভোগী।

মঠ-মন্দির-প্রতিমাগঠনে পরিকল্পিত শিল্পকলা,
সঙ্গীত তব পূজারই অঙ্গ,—ভক্তি তরল নয়নে-গলা।
তব সাহিত্য সতীর সতের সত্যশূরের কীর্ত্তি গায়,
ধ্রুববাণী ছাড়া অন্য বারতা ইতিহাস নাহি বহিতে চায়।
গৃহীর ভক্তি সাধুর সাধনা মিলিয়া যোগীর জ্ঞানের সাথে,
শিলা-বিগ্রহে দারু-পুত্তলে জাগ্রত করে জগন্নাথে।
জননী জানিয়া গৃহে গৃহে গৃহী পূজে নির্ভয়ে রুদ্রাণীরে,
হেরি রুদ্রের দক্ষিণ মুখ ডরে না শিহরে, দাঁড়ায় ঘিরে।
কর্ম্মে তোমার শুধু অধিকার বিভুপদে-সঁপা কর্ম্মফল,
মরণ মিথ্যা, অমরাত্মার সে'ত নব বাস পরার ছল।
মোহ-মেঘে প্রেম রহিলে মগন নিখিল ভুবন বিস্মরিয়া,
অভিশাপ আসে উদ্যত জটা বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া।
পতির চিতায় শোয় তব নারী, নিখিল-শিয়রে মা হ'য়ে জাগে,
ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মবাদিনী, শাশ্বত বিনা কিছু না মাগে।
এ-নর-জনম,—প্রোষিত জীবন, ভোগসুখ-পূতি-পিশিতক্লেদ,
গৃহদাহে দ্বিজ আর সব ফেলি খুঁজে ফিরে নিজ যজুর্ব্বেদ।
ধর্ম্মাচরণে পরিণয় তব, উজলিতে কুল চাও যে সুত।
বর্জ্জন তরে অর্জ্জন তব, স্নানমার্জ্জনা, হইতে পূত।
কর্ম্মবলের লাগি যৌবন অতিথিরই তরে গৃহীর গেহ।
পুনর্জ্জন্ম জিনিতে জনম, আত্মারই লাগি দেহীর দেহ।
যোগের লাগিয়া স্বাস্থ্য স্বস্তি, তপের লাগিয়া কঠোর যোগ।
শুধু প্রবৃত্তি-পরিপাক তরে নিবৃত্তিমুখী অচির ভোগ।

ইন্দ্রদেবের প্রসাদের লাগি হোমানলে দেয় আহুতি হোতা।
তরুণশক্তি লভি জন্মিতে ইচ্ছামরণবরণ প্রথা।
তব ব্রতকৃশ ঋষি-শিষ্যের ক্ষীণ তর্জ্জনী-হেলন-ভরে,
রথীর কিরীট, উদ্ধত বাজি, উত্থত অসি নমিয়া পড়ে।
নৃপতি তোমার প্রকৃতির পিতা, জনক শুধুই জন্মহেতু।
প্রসাদ, অটবী এ-পার-ও-পার, মাঝখানে চির ত্যাগের সেতু।
আর্ত্তে তারিতে, সত্যে সেবিতে, ক্ষাত্রশক্তি অস্ত্র ধরে,
'শির' হতে 'সারে' বড় গণি প্রাণ সঁপে প্রাণাধিক ব্রতের তরে
দীন ভিখারীর ক্ষুদের লাগিয়া বাঁধা ভগবান কুটীর দ্বারে,
দৈন্য তোমার মধ্যমাণিক লক্ষ নিধির কণ্ঠহারে।
হরিনামামৃতে গীতাঞ্জলিতে আত্মার নিতি করাও স্নান,
কূলে কূলে ভরা প্রেমবন্যার কুলুকুলু তানে জুড়াও কাণ।
স্তন্যের সহ দিলে এ কণ্ঠে পাপতাপহর হরির নাম,
আশিস্ তোমার বরেরই সমান, সতত পূরায় মনস্কাম।
শিখালে ক্ষমিতে চির বৈরীরে, বীরবৈরীর নমিতে পায়,
কীর্ত্তন-পথ-ধূলি তুলি হাতে দিলে সস্নেহে মাথায় গায়।
অঞ্জলি দিলে কুসুমে ভরিয়া, প্রণিপাতে দিলে নোয়ায়ে শির,
বক্ষ ভরালে মোক্ষ-আশায়, চক্ষে ঝরালে ভক্তি-নীর।
তুমি যে মোদের ধর্ম্মক্ষেত্র, ভারতমাতার কর্ম্মভূমি,
ধন্য জনম, তোমার জীবন-মরণ-শরণ-চরণ চুমি'।

১ম খণ্ড সমাপ্ত

কুঞ্চিকা

পৃঃ ১। বঙ্গবাণী, কলিকাতা-টাউনহলে ৭ম বঃ সাহিত্য সম্মিলনীর মঙ্গলাচরণ-সঙ্গীত। শিখণ্ড -শিখিপুচ্ছ। জ্ঞান-গোবিন্দ—পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। লোচন—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকার। শ্যামাঙ্গী—শ্যাম-শ্যামা-সঙ্গীতময়ী। কবিরাজ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিবেষক কৃষ্ণদাস। তমসাতীর্থ—বাল্মীকির আশ্রম।

পৃঃ ২। প্রভাকর—১। সূর্য্য, ২। প্রভাময় হস্ত, ৩। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদপ্রভাকর-পত্রিকা। ক্ষত্র—রাজপুত। গৃহমন্দিরে, দীনবন্ধু সাহিত্যে গার্হস্থ্যভাবের ১ম প্রবর্ত্তক। ভূদেব—১। ব্রাহ্মণ, ২। ভূদেববাবু। পাঞ্চজন্য—নবীনচন্দ্র কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। হৈম -১। স্বর্ণময়, ২। হেমবাবুর। রঙ্গমল্লী—বীণা। পরিবেশ (ষ) মণ্ডল—সূর্য্যের চারিপাশের জ্যোতির্ম্মণ্ডল (Halo), "লক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবির্বদ্ধভীমপরিবেশমণ্ডলঃ"—কাঃ। হাসি কান্না ইঃ—রবি বাবুর 'রাজা' হইতে। দ্বিজরাজ - দ্বিজেন্দ্র। গোষ্ঠমাধুরী—দাশুরায় গোষ্ঠসঙ্গীত রচয়িতা।

পৃঃ ৩। ডামর—কোলাহলময়, ভীষণ। "পর্য্যাপ্তং ময়ি রমণীয়ডামরত্বং সংধত্তে গগনতলপ্রয়াণবেগঃ।"—মালতীমাধব। ইন্দ্রচাপ—রামধনু। দুরিত—পাপ। করোটি—খর্পর। মহাশঙ্খহার—হাড়ের মালা। মেঘপঙ্কভার—"শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ......ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ"—কাঃ। পিনাক—শিবধনুঃ। অট্টহাসি—'রাশীভূত ...শঙ্করস্যাট্টহাসঃ' কাঃ। ত্রিতাপ—আধিদৈবিকাদি।

পৃঃ ৪। তিন ঋণ—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ—মানবের সহজাত ঋণত্রয়। শফরী—পুঁটিমাছ। গণ্ডূষজলমাত্রই তাহার সম্বল।

পৃঃ ৭। কাষায়—রক্তবর্ণ। লুলিত—অবসন্ন। চারিপাশে……আঁখি—"শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা। বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত।"

পৃঃ ৮। ভয়ে হ'ল……কাঁপে—ব্যাসদেবের সমক্ষে পাণ্ডুধৃতরাষ্ট্র-জননীর কথা স্মর্তব্য। কেদারী—কেদারী রাগিণীর রূপ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১০। উত্তম—ধ্রুবের বৈঃ ভ্রাতা। ধ্রুব—১। ভক্ত ধ্রুব, ২। সত্য, ৩। ধ্রুবতারা। সুরুচি ও সুনীতি (দ্ব্যর্থক)—ধ্রুবের মাতৃদ্বয়।

পৃঃ ১১। শাশ্বত(?)শাশ্রান্ত। তব ঋক্ মন্ত্রে—শতদ্রুর উদ্দেশে বিশ্বামিত্রের ঋকের অনুবাদ "তীর্থ-সলিলে" দ্রষ্টব্য। এই ঋকের দ্বারা—বিশ্বামিত্র দুস্তর শতদ্রুকে 'সুপ্রতর' করেন। পুষ্কর তীর্থে ইনি তপস্যা করেন। কলাশিশু—শকুন্তলারূপা। শকুন্ত—পক্ষী। জৃম্ভক—ভগবান কৃশাশ্ব হইতে প্রাপ্ত সমন্ত্র, অস্ত্র, তাড়কাবধের পুরস্কারস্বরূপ রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন—'এতানি সরহস্যানি…… বিশ্বামিত্রমুপসংক্রান্তানি তেন চ তাড়কাবধে প্রসাদীকৃতানি আর্য্যস্য।'—উত্তরচরিত। 'কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথ জৃম্ভকং……করবাম তে।" রামায়ণ। রাজপরীক্ষা—হরিশ্চন্দ্রের কথা। অভিশপ্তা—অহল্যা। যজ্ঞদ্রোহী—তাড়কা ইত্যাদি। মাতৃহা—(১) ভৃগুরাম (২) দেশদ্রোহী। গায়ত্রী—বিশ্বামিত্রই গায়ত্রীর ঋষি। অতিবলা—বলা ও অতিবলা রহস্যময় মন্ত্রবিদ্যা। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে দান করেন—"গৃহাণ দ্বে ইমে বিদ্যে বলা মতিবলাং তথা। ন মে শ্রমোজরা বাভ্যাং ভবিতা নাঙ্গবৈকৃতং।" …………ইত্যাদি—রামায়ণ। সত্য-শিব,-শূর-সতী—রামচন্দ্র ও সীতা। রাজর্ষি—জনক। "জনকানাং রঘুনাঞ্চ সম্বন্ধ কস্য ন প্রিয়ঃ। যত্র দাতা গ্রহীতা চ স্বয়ং কুশিকনন্দনঃ।" উঃ চঃ।

পৃঃ ১২। তারুণ্যে অরুণা মদনভস্মের পূর্ব্বের উমা। কণ্ঠী—মালা। অপর্ণা—তপস্বিনী উমা,—গলিত পর্ণ পর্য্যন্ত আহার করিতেন না।

"স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।"

পৃঃ ১৪। ঘনসার—কর্পূর। 'কুসুম' স্থলে - **কুঙ্কুম** পাঠ্য। রোচনা—গোরোচনা। স্রুক—যজ্ঞে ঘৃত ঢালিবার হাতা। রসব্রহ্ম—'রসোবৈ সঃ।" শ্যেন—বাজপাখী। জটা—শুষ্ক জটিলতা।

পৃঃ ১৫। অশান্—সংজ্ঞাহীন। ভক্ত—রামচন্দ্রাদি। প্রহরণ—অস্ত্র।

পৃঃ ১৮। রায়—রামমোহন। সেন—কেশবচন্দ্র। ঠাকুর—'মহর্ষি'। সাগর—বিদ্যাসাগর। দত্ত - রমেশচন্দ্র - অক্ষয়কুমার ইঃ। মিত্র রাজেন্দ্রলাল - দীনবন্ধু ইং। গুপ্ত—ঈশ্বরচন্দ্র—রজনীকান্ত ইঃ। বসু চন্দ্রনাথ, অমৃতলাল ইঃ। মতি—মতিলাল ঘোষ। স্বর্ণ—মহারাণী স্বর্ণময়ী। তারক—পালিত। মণি - মহারাজ মণীন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণদাস—পাল। মৈত্র অক্ষয়কুমার, হেরম্ববাবু। অবনী—অবনীন্দ্রনাথ। সৈন্যাপত্যে—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস। চিত্ত—দেশবন্ধু। সেন—দীনেশচন্দ্র। সরকার যদুনাথ। শাস্ত্রী—রাজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ। অরবিন্দ ঘোষ।

পৃঃ ১৯। ভিটা—ফুলিয়াগ্রামে। বল্মীক—বাল্মীকির জন্মস্থান। কঞ্চুকী—"অন্তঃপুরচরোবৃদ্ধো বিপ্রোগুণগণান্বিতঃ সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।" রতি—অনুরক্তি। সিতিমা—শুভ্রতা।

পৃঃ ২০। হবন—যজ্ঞ। বিদায়-ভার - দাশরথি লোক-শিক্ষক। গোরস—দুগ্ধ—'গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকায়।' নবমন্ত্র—ব্রাহ্মধর্ম্ম। দ্বন্দ্ব নিরসন—দাশুরায় পাঁচালীতে 'যে-কৃষ্ণ-সেই-কালী' এই সত্যের প্রচারক। শিক্ষাশালা - বিশ্ববিদ্যালয়।

পৃঃ২১।২২। লোকোত্তর—অলোকসামান্য। দৃগ্বিহঙ্গ—দৃক্ - দৃষ্টিরূপ পক্ষী। অয়োরূঢ়—লৌহকঠোর। পিশঙ্গ—পিঙ্গল (কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গ বিগ্রহং)। প্রাংশুলভ্য—'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।' প্রাংশু—বিরাট-দেহ। নির্ম্মঞ্ছন—নীরাজন—নিছনি।

পৃঃ ২৩। দ্বিজরাজ—চন্দ্র। রবি—রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। শূর—দুর্গাদাস—রাণাপ্রতাপ ইঃ। সুরধুনী—(১) গঙ্গা, (২) সুরের বাহ। মন্দির ত্যজি—এখানে দ্বিজরাজ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। নটরাজ—নাট্যগুরু। মঞ্জীর—রঙ্গমঞ্চের ব্যঞ্জনা। দ্বিজরাজ—বিহগরাজ।

পৃঃ ২৪। বোধিদ্রুমের শাখা—ত্যাগী ও জ্ঞানিব্যক্তিগণ। চিত্ত-মেধ—যে যজ্ঞে চিত্তকে উৎসর্গ করা হইল। প্রবালকীটের সাধনা—প্রবালদ্বীপ বহুলক্ষ বৎসরের প্রবালাস্থির সমবায়।

পৃঃ ২৫। সাহস বিত্ত তোর+প্রায়শ্-চিত্ত ঘোর। ৭ অক্ষরের মিল। ইন্দ্রগণের—শাসকগণের। বিষ্ণুচরণ স্বিন্ন··· ভগীরথের মত।

পৃঃ ২৮। গঙ্গাধর—ধন্বন্তরিকল্প—সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাজ্ঞানী কবিরাজ। অশ্বীদু'জন—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অনাময়—স্বাস্থ্য। শবসঞ্জীব—মৃতসঞ্জীবন। ভ্রান্তিমেধ—যে যজ্ঞে ভ্রান্তিই বলি-স্বরূপ। স্থণ্ডিল—যজ্ঞভূমি। গঙ্গাধর-নামের জন্য 'জটাজালে' ঝরে ইঃ।

পৃঃ২৯। কল্যাণীবাণী—কল্যাণময়ী সরস্বতী ও কান্তকবির কাব্যগ্রন্থের নাম।

পৃঃ ৩০। প্রপঞ্চ—ইন্দ্রিয়গোচরগত জ্ঞান। প্রসাদ—রামপ্রসাদ।

পৃঃ ৩১। নীলকণ্ঠ—পদাবলী-রচয়িতা, বিখ্যাত গীতাভিনয়ের গুরু। মধুত্থ—মোম। দ্রোণ পুষ্প—গলঘেঁসে ফুল, রাঢ়দেশের মাঠে ফুটে। নাহি চন্দ্ররাজ্ঞী ·····রূপ তার,—দক্ষযজ্ঞের প্রারম্ভ স্মর্ত্তব্য।

পৃঃ ৩২। মেধ্য—পবিত্র। নীলকণ্ঠ—ময়ূর। শিখণ্ডক—ময়ূরপুচ্ছ।

পৃঃ ৩৩। তন্তুটুকু—'যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত।' মধু-পূর্ণিমা—বসন্ত পূঃ।

পৃঃ ৩৪। আশাবৃন্ত—'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশঃ···বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।' মেঘ।

পৃঃ ৩৫। রুত—রব। কঞ্চুক—কাঁচুলী। কদম্বের শাখা ইঃ—উত্তরচরিত হইতে গৃহীত অলঙ্কার। অসন্নদ্ধ—আবোল তাবোল। স্নাতক—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশোন্মুখ যুবক।

পৃঃ ৪২। 'পাউস' প্রাবৃটের প্রাকৃতরূপ—রাঢ়দেশে প্রচলিত, বৃষ্টির সময় মাছ ধরিবার সুযোগবিশেষ। খুটে—স্থলে—খুঁটে পাঠ্য।

পৃঃ ৫০। 'বিয়োগিনী' এই ছন্দ সংস্কৃতকবিরা বিলাপের জন্য ব্যবহার করিতেন। যেমন কালিদাসের রতিবিলাপে অজবিলাপে ।

পৃঃ ৫৫। 'অন্ধকার বৃন্দাবন' কবিতাটির খ্যাতিবৃদ্ধিতে ব্যথিত হইয়া কোন' কোন' সাহিত্যিক বলেন, এ কবিতায় কবির কোন কৃতিত্ব নাই, কারণ ঠিক এই ভাবেরই একটি কবিতা 'প্রচার'-পত্রিকায় নবকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন। সে কবিতাটিও সুন্দর, কিন্তু তবু তাহা আপন গুণে লোককান্ত হইয়া উঠে নাই। এই কবিতাটীকে হীনপ্রভ করিবার জন্য ইদানীং সেটীর মুহুর্মুহুঃ ডাক পড়ে। প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণ কবিতার ভাবটীর সঙ্গে ভাষা ও অন্যান্য উপকরণ সবই দিয়া গিয়াছেন। কাজেই এ বিষয়ে নবকৃষ্ণবাবুরও কৃতিত্ব নাই, কালিদাসবাবুরও কৃতিত্ব নাই। যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে তবে রচনা-ভঙ্গিতে। কৌতূহলী পাঠক দুইটীই পাশাপাশি পড়িয়া দেখিলেই পারেন।

পৃঃ ৫৯। ঘনবরণী—মেঘবরণী। লক্ষা-ক্ষীরে দুধে আলতায়।

পৃঃ ৬৩। নয়ন-পলাশ—চোখের পাতা। সোমকান্তস্বিন্ন—কবিপ্রসিদ্ধি আছে, চন্দ্রিকাসম্পাতে চন্দ্রকান্ত মণি স্বেদসিক্ত হয়। সীধু—আসব, সুরা। চখাচখী রাত্রিতে মিলিত হয় না বলিয়া কবি প্রসিদ্ধি আছে…সেজন্য 'মিলাইব চখাচখী' এবাক্য অলঙ্কৃত।

পৃঃ ৬৭। বিবাহের কুশণ্ডিকার পর দিন কবির হঠাৎ মাতৃবিয়োগ হয়।

পৃঃ ৭১। 'চরণের চপলতা……………ধরিতে। বিদ্যাপতির 'বয়ঃসন্ধি' হইতে। পলাশ··দল, পাপড়ি। বিতান···পা'ল।

পৃঃ ৭৫। 'পাহাড়িয়া' শব্দে কবি ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড়কে লক্ষ্য করিয়াছেন। বীরতরু···অর্জ্জুন বৃক্ষ। নমেরু···রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ। কূটমল্লিকা···কূটজ (কূট···গিরিকূট) কুড়চী। কম্বু···(মঙ্গল) শঙ্খ। ছায়ামণ্ডপ···আঙিনার ছাল্‌নাতলা।

পৃঃ ৭৬। মুক্তির ১ম পংক্তিতে 'মুক্তি' ও 'রুদ্ধ' ও শেষ পংক্তিতে 'মুক্তি'

ও 'বন্ধন' অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। পর প্রেম…ভূষণ 'একঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ।' কাঃ

পৃঃ ৭৭। হেথা হৈম………হরষে…'মন্দাকিন্যাঃ সলিল শিশিরৈঃ……… যত্র কন্যাঃ।' অচ্ছোদ (অচ্ছ…নির্ম্মল+উদক) কাদম্বরীর বিখ্যাত হ্রদ। অলিন্দ অঙ্গন……পঙ্কজিত…এ পংক্তি অলঙ্কৃত।

পৃঃ ৭৮। মুছাইয়া'…স্থলে…মুছায়ে পাঠ্য। আদীন,…Aden.

পৃঃ ৭৯। কপোলকূপ…গালের টোল…'কূপো যস্যাঃ' "গণ্ডয়োঃ সুস্মিতায়াঃ"……শুক-ও-বিম্ব…'দশতি বিম্বফলং শুকশাবকঃ।'

পৃঃ ৮০। সাতপাক বিবাহের ১টী অনুষ্ঠান। রাকা…পূর্ণিমা। অতিলোল…তরল,…'ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং কাঃ। শলভ…পতঙ্গ। বারুণী—সুরা। নিশিত…ধারালো।

পৃঃ ৮২। প্রশ্চোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং?…মূর্চ্ছামানন্দেন জড়তাং পুনরাতনোতি॥ ইত্যাদি ভবভূতির আট পংক্তির অনুবাদ।

পৃঃ ৮৮। চিরতরুণীর ভাবটীর সূত্র ধরিয়া কবি 'ক্ষুদকুঁড়ায়' ১৬টী সনেট রচনা করিয়াছেন। 'কল্পলক্ষ্মী'…চিত্রকলা, সঙ্গীত, কবিতা, বয়নকলা, নৃত্যকলা ও ভাস্কর্য্যকলার মূর্ত্তিমতী মিলন-প্রদর্শনী।

পৃঃ ৮৯। জীবন-সরে…জীবন-সরোবরে। কাল ১) রুদ্রদেব, (২) অনন্ত-কাল। চন্দ্রমালা—প্রেমসঙ্গীত। বিফল আয়োজনে…যৌবনময় দেহকেই মন্দির কল্পনা করা হইয়াছে।

পৃঃ ৯০। পল্লবিনী—'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।' কাঃ

পৃঃ ৯১। কোটরগত—খঞ্জনের উপমায় তরু-কোটরের কথা ভাবিতে হইবে। মনোভব…মদন। ধূপায়িত…ধূপের মত গন্ধদান করিয়া ভস্মীভূত। মুর্ম্মুর—তুষানল। গন্ধডালা—অধিবাসের জন্য গন্ধ-দ্রব্যের বরণডালা। কবিতাটির ভাব কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত।

পৃঃ ৯২। স্মরজিৎ—এখানে শিবের এ নামটিরই সার্থকতা। পদ্মা…কমলা।

পৃঃ ৯৪। বুলালে কনক কর,—স্বর্ণালঙ্কারের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

পৃঃ ৯৫। সার্থকতা লভে……নয়ন…নীধাতু+করণে ল্যুট, তাই নেতারূপে নী ধাতুর কাজ করিয়া এখানে নয়ন সার্থক।

পৃঃ ৯৬। 'প্রিয়া' কবিতার উপকরণ উত্তরচরিত হইতে সংগৃহীত। "তব মূর্ত্তিমানিব মহোৎসবঃকরঃ।" "দশনমুকুলৈমু´গ্ধালোকং…মুখং" "ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়-মোহনানি। এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি।" "ইয়ং গেহে লক্ষ্মী·· অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশির মসৃণোমৌক্তিকসরঃ……।" "স্নপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিস্যন্দিনী তে+ধবলবহুলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেব দৃষ্টিঃ।" "ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।" "কাতর্য্যাদরবিন্দ-কুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ…।" "স এবায়ং তস্যাস্তুহিন-করকৌপম্যসুভগঃ। ময়া লব্ধঃ পাণির্লিতলবলীকন্দলনিভঃ॥ "সস্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা। মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥"…"বাহুরৈন্দব-ময়ূখ চুম্বিতস্যন্দি চন্দ্রমণিহারবিভ্রমঃ।" "প্রসাদইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ"—"জ্যোৎস্নাময়ীব মৃদুবালমৃণালকল্পা…… অসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলচন্দনরসঃ। ঘনসার…কর্পূর। **কুট্মল** (কুট্টল নহে)…কোরক। শ্রুতি…১। কর্ণ, ২। বেদ।

পৃঃ ৯৮। বাহ্য·· বাহ্যজ্ঞান। শিবভাণ্ডার…মঙ্গল ভাণ্ডার।

পৃঃ ৯৯। বিলোচন…চক্ষু। মায়াধীশ—ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ। ধুকধুকি…সংশয়।

পৃঃ১০৪। অমৃত ভারত…'মহাভারতের কথা অমৃতসমান।' দীক্ষা · মহাপ্রভুর দীক্ষা হয় কাটোয়ায়। লোচনকণ্ঠ · ভিক্ষা,…… লোচন…লোচনদাস। কণ্ঠ·· নীলকণ্ঠ। ভবমোচন…মুক্তি। গোবিন্দ…মহাকবি গোবিন্দদাস। নরহরি··সরকার ঠাকুর, শ্রীখণ্ড,ধূতুরা…বর্দ্ধমান জেলায় ধূতুরার প্রাচুর্য্য খুব বেশী। শঙ্খ… সতীপীঠ ক্ষীরগ্রামের ছদ্মবেশী শাঁখারীর কাছে যোগাদ্যা জননী

ব্রাহ্মণকন্যাবেশে শাখা পরেন। বৈষ্ণব বেদ…অধিকাংশ বৈষ্ণবগ্রন্থ এই জেলায় রচিত। ভৌম…মঙ্গল গ্রহ। বঙ্গবাণীর… ভারতচন্দ্র।…ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া-নৌকার কথা স্মর্ত্তব্য। লূতা …মাকড়সার জাল। বেণুধনে…স্থলে…বেণুধ্বনে হইবে।

পৃঃ১০৫। রঘুর মতন…রঘু বিশ্বজিৎযজ্ঞে নিঃস্ব হইলে কৌৎস গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের জন্য রঘুর দ্বারে প্রার্থী হ'ন, রঘু মৃৎপাত্রে তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করেন। 'স মৃন্ময়ে বীতহিরণ্ময়ত্বাৎ পাত্রে নিধায়ার্ঘ্য মনর্ঘশালঃ। শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ প্রত্যুজ্জগামাতিথি- মাতিথেয়ঃ।' মহাশ্বেতা…কাদম্বরীর মহাশ্বেতার কথা স্মরণীয়।

পৃঃ১০৬। আজ ধ্বংসশেষ + রাজহংসবেশ…৬ অক্ষরের মিল। সাধু শ্রীমন্ত ইত্যাদি……। বঙ্গসাহিত্যে সুবিখ্যাত উক্ত বণিকগণ সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। 'সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথাও না যায়। ঘরে বসে সুখে মোক্ষ নানা ধন পায়। তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম। দুইদিন সাধু তথা করিয়া বিশ্রাম। কিনে বেচে নানাদ্রব্য নায়ে দিল ভরা। বাহ বাহ বলি সদাগর করে ত্বরা।' কবিকঙ্কণ। অভ্রংলিহ…ব্যোমস্পর্শী।

পৃঃ১০৭। রঘুনাথ সপ্তগ্রামের নবলক্ষপতি ভূস্বামীর সন্তান, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের ধর্ম্মপ্রভাবে সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হ'ন। উদ্ধারণ দত্ত…শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের পরম ভক্ত। সরস্বতীর…হার,…সরস্বতী,…অধুনা লুপ্ত স্থানীয় নদী।

পৃঃ১০৮। কুশাঙ্গুরী…শ্রাদ্ধাদিতে যজমানকে ধারণ করিতে হয়। আশ্রম শিশু…শকুন্তলাপুত্র সর্ব্বদমন। বেণুকরধনে…কালিয়দমনের কথা। কৃত্তিমেখলা,…শিবের বাঘছাল সাপে বাঁধা। ছত্র ধরে…কংসকারা হইতে ব্রজের পথে শ্রীকৃষ্ণের শিরে। রথী এখানে অর্জ্জুন। গন্ধসার…কস্তুরী মৃগ।

পৃঃ১০৯। দ্বিরদ কুম্ভ বিদারণ করিয়া গজমুক্তা দিয়াছে। টঙ্ক…টাঙি।

কীট…গুটিপোকা ও লাক্ষাকীট। ক্রৌঞ্চ,…ক্রৌঞ্চবধূর শোকই বাল্মীকির কণ্ঠে ১ম শ্লোকত্ব লাভ করে। তিত্তিরি…তৈত্তিরীয় উপনিষদ তিত্তিরি-প্রোক্ত। কৃতকপুত্র…পুত্রবৎপ্রতিপালিত, যেমন শকুন্তলার হরিণশিশু, উত্তরচরিতের সীতার ময়ূর ও হস্তি শিশু। জটাবল্কল…ঋষির মত, এ অলঙ্কারটি কাদম্বরী হইতে গৃহীত। কথাসরিৎসাগরেও আছে। কষায়…রক্তবর্ণ। অক্ষমালিকা…রুদ্রাক্ষের হার। দারু,…চন্দন। তৃণ,…উশীরাদি গন্ধতৃণ। মৃগরোচনা,…গোরোচনা।

পৃঃ১১০। আলোকামর্ষ জড় বিন্ধ্য। ঋষি, অগস্ত্য। সাত্ত্বিক রসে… সত্ত্বরসানুভূতিতে স্বেদবেপথুরোমাঞ্চ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকট হয়। যাগসম্ভব…'যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ'। পঞ্চযজ্ঞ,…ব্রহ্মযজ্ঞ বেদপাঠ, দেবযজ্ঞ হোম, পিতৃযজ্ঞ তর্পণ, নৃযজ্ঞ অতিথি-সেবা, ভূত যজ্ঞ…বলি। গার্হপত্য…সাগ্নিকগৃহীর যজ্ঞাগ্নি। গৃহী অবিচ্ছেদে-আমরণ হবি ও ইন্ধনযোগে রক্ষা করে। পূজাফুলে দিন… 'বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুষ্পৈঃ।' কাঃ

পৃঃ১১১। কর্ম্মে যাহার কর্ম্মফল…'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তেমা ফলেষু কদাচন।' গীতা॥ দক্ষিণ…প্রসন্ন। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন পাহি।' বর্জ্জনতরে অর্জ্জন…'আদানং হি বিসর্গায়।'

পৃঃ১১২। মরণ…ছল…'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়…নবানি দেহী।' অভিশাপ…যেমন শকুন্তলার পক্ষে দুর্ব্বাসার। শাশ্বত…মাগে… 'যেনাহং নামৃতা স্যাম তেনাহং কিং কুর্য্যাম' মৈত্রেয়ীর উক্তি উপনিষদে। প্রোষিত…প্রবাসস্থ রথীর।…যেমন শকুন্তলায় দুষ্যন্তের। নৃপতি…হেতু…'স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।' কাঃ

সম্পাদক।

গ্রন্থকারের নিবেদন

পর্ণপুট ১ম খণ্ডের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ১ম সংস্করণে প্রিয়বন্ধ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় যে কবিতাগুলি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাহাদের কতকগুলি পর্ণপুট ২য় খণ্ডে গিয়াছে ২য় ও ৩য় সংস্করণে সেগুলির বদলে নূতন কবিতা সংযোজিত হইয়াছিল চতুর্থ সংস্করণে আরও ৮।৯টী নূতন কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। 'ধামশ্রে নামক দীর্ঘ কবিতাটির আখ্যানবস্তুর সহিত সাধারণ পাঠক পরিচিত নহে সেজন্য উহা বাদ দেওয়া গেল—আরো দুটী ছোট কবিতাও বাদ পড়ি ২য় সংস্করণের পর্ণপুট পড়িয়া কবিভ্রাতা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিতল মজুমদার ও মদীয় সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণদয়াল বসু কতকগুলি দেখাইয়া দেন—৩য় ও ৪র্থ সংস্করণে আমি সেগুলিকে যথাসাধ্য সংশো করিয়া লইয়াছি। মোহিতবাবু পর্ণপুটের প্রত্যেক কবিতার সমালো করিয়া আমাকে ১২।১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ পত্র লেখেন—তাহাতে আম যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। আমি কাব্যের আলঙ্কারিকতা সম্বন্ধে অনেক উদাসীন ছিলাম—মোহিতবাবু ও শ্রীমান্ কৃষ্ণদয়াল ঐদিকে আমার সং দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—সেজন্য তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। পর্ণ কবিতাগুলির স্তরবিভাগের জন্য আমি শরৎবাবুর কাছে ঋণী। পরি গ্রন্থশেষের 'কুঞ্চিকার' জন্য সুহৃদ্বর অন্বর্থনামা রসময়বাবুকে কৃতজ্ঞতা জান ভরসা করি, রসজ্ঞ পাঠক রসময়বাবুর শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিবেন।

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩৩ সাল। কড়ুই, বর্দ্ধমান।